ইউক্রেন ও ক্রিমিয়া সংকট

- ক্রিমিয়া উপদ্বীপ অবস্থিত - কৃষ্ণসাগরের উত্তর উপকূলে।
- ক্রিমিয়া বর্তমানে - রাশিয়ার অংশ (২০১৪ থেকে)।
- ক্রিমিয়াকে ইউক্রেনের কাছে হস্তান্তর করেছিল - সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ (১৯৫৪)
- ঐতিহাসিক ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংগঠিত হয় - ১৮৫৩-১৮৫৬।
- ক্রিমিয়ার রাজধানী– সিমফারপোল।
- ক্রিমিয়ার ঐতিহাসিক শহর– ইয়াল্টা।
- রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে বিতর্কিত নৌঘাঁটি– সেভাস্তোপোল।
- নিষেধাজ্ঞায় শীর্ষ ৪ দেশঃ

১. রাশিয়া	২. ইরান	৩. সিরিয়া	৪. উত্তর কোরিয়া

EU তে যোগদানের আবেদন

- ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদানে আবেদন স্বাক্ষর করে– ইউক্রেন।
- ৩ মার্চ, ২০২২ সদস্য পদের আবেদন করে– জর্জিয়া ও মলদোভা।
- আনুষ্ঠানিকভাবে বুলগেরিয়া ও ক্রোয়েশিয়া ইউরো মুদ্রাভুক্ত দেশ হবে– ২০২৩ সালে।

শ্রীলংকার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকট

- একক দেশ হিসেবে সবচেয়ে বেশি ঋণ নেয়– চীনের কাছ থেকে
- চীন শ্রীলংকার যে বন্দর ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেয়– হাম্বানটোটা বন্দর।
- শ্রীলংকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষের দল– পদুজানা পেরামুনা (এসএলপিপি)।
- পৃথিবীতে বর্তমানে যে দেশের আপন দুই ভাই প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী– শ্রীলংকা
- দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকার বর্তমান জনসংখ্যা– ২ কোটি ২০ লাখ
- ২০১৯ সালে "ইস্টার বোমা হামলা" ঘটে যে দেশে– শ্রীলংকা
- বর্তমানে শ্রীলংকার ঋণ রয়েছে– ৩৩ বিলিয়ন ডলার
- বর্তমানে শ্রীলংকার মাথাপিছু ঋণ রয়েছে– ১৬৫০ মার্কিন ডলার
- ৪ এপ্রিল ২০২২ সাল পর্যন্ত শ্রীলংকার রিজার্ভ– ২ বিলিয়ন ডলার
- ইউক্রেনে যুদ্ধ শুরু হলে তীব্র বিদেশী মুদ্রার সংকটে পড়ে ঋণে জর্জরিত– শ্রীলংকা
- চরম মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে দেওলিয়া ঘোষণা করে– শ্রীলংকাকে
- বাংলাদেশ ব্যাংক সোয়াপের আওতায় প্রথম যে দেশকে ঋণ দেয়– শ্রীলংকাকে। (২৫ কোটি মার্কিন ডলার)
- দক্ষিণ এশিয়ায় মুদ্রাস্ফীতিতে শীর্ষ দেশ– শ্রীলংকা
- শ্রীলংকা যে কারণে অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে–
  - ২০১৯ সালে শ্রীলংকার কলম্বোতে বোমা হামলার ফলে পর্যটনে ধ্বস নামে।
  - ২০২১ সালে রাসায়নিক সার নিষিদ্ধ করে ফসল উৎপাদনের পদক্ষেপ নেয় ফলে খাদ্য উৎপাদন কমে যায়।
  - ২০২০ সালে করোনার প্রভাবে লাভজনক পর্যটন শিল্প ও বিদেশি শ্রমিদের হতে রেমিটেন্স অনেকাংশই কমে যায় ফলে বৈদেশি মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস পায়।
  - মাহিন্দ্র রাজাপাকসে নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী ভ্যাটের পরিমাণ ১৫% থেকে কমিয়ে ৮% ধার্য করেন ফলে রাজস্ব আয় কমে যায়।
  - বিদেশী ঋণ নিয়ে শ্রীলংকা অনেক মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে না পারায় ঋণ সংকটে পতিত হয়।
- শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক– Central Bank Of Sri Lanka
- বর্তমানে দেওলিয়া ঘোষণা করা হয়– ২টি দেশকে

১) লেবানন	৪ এপ্রিল, ২০২২
২) শ্রীলংকা	১২ এপ্রিল, ২০২২

পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট

- পাকিস্তানের ইতিহাসে অনাস্থা ভোটে হেরে যাওয়া প্রথম প্রধানমন্ত্রী– ইমরান খান (১৭৪ ভোটে)
- ইমরান খান অনাস্থা ভোটে হেরে যান– ৯ এপ্রিল, ২০২২
- ইমরান খানের রাজনৈতিক দল– পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ
- ইমরান খান পাকিস্তানের ২২তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন– ২০১৮ সালে
- পাকিস্তানের আইন সভার মোট আসন– ৩৪২টি
- অনাস্থা ভোটে পাসের জন্য প্রয়োজন– ১৭২টি ভোট
- ইমরান খানের বিপক্ষে অনাস্থা ভোট পড়ে– ১৭৪টি
- ১৭৪টি ভোটের মাধ্যমে ২৩তম নতুন প্রধানমন্ত্রী হন– শাহবাজ শরীফ
- শাহবাজ শরীফের রাজনৈতিক দল– পিএমএল-এন
- শাহবাজ শরীফ ৩৪ সদস্যের মন্ত্রীসভার শপথ গ্রহণ– ১৯ এপ্রিল, ২০২২
- পাকিস্তানের প্রথম নারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন– হিনা রাব্বানী খান
- পাকিস্তানের বর্তমান প্রেসিডেন্ট– আরিফ আলভি
- পাকিস্তানের অনাস্থা প্রস্তাবের মুখোমুখি প্রধানমন্ত্রী – ৩ জন
- পাকিস্তানের
- পাকিস্তানের ইতিহাসে কোন প্রধানমন্ত্রীই এখন পর্যন্ত মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেন নি।

রিপোর্ট ও সমীক্ষা – ২০২১/২২

রিপোর্টের নাম	শীর্ষ দেশ	সর্বনিম্ন দেশ	বাংলাদেশের অবস্থান
প্রবাসী আয় সূচক-২০২২	ভারত	২য় দেশ চীন	৫ম
অর্থনৈতিক স্বাধীনতা সূচক ২০২২***	সিঙ্গাপুর	উত্তর কোরিয়া	১৩৭তম
গ্রিন হাউস গ্যাস নিঃসরণ সূচক ২০২১	চীন (২৭%) যুক্তরাষ্ট্র (১১%)	-	-
টেকসই উন্নয়ন (SDG) রিপোর্ট ২০২১	ফিনল্যান্ড	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১০৯তম
ধনী দেশ সূচক ২০২১	লুক্সেমবার্গ	বুরুন্ডি	১৪০তম
বিশ্বের বাসযোগ্য শহর সূচক ২০২১***	অকল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড	দামেস্ক, সিরিয়া	উর্ধ্ব-১৩৭ নিম্নক্রম-৩য়
মানব সম্পদ সূচক ২০২১	সিঙ্গাপুর	মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র	১২৩তম
বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচক-২০২১	সুইজারল্যান্ড	ইয়েমেন	১১৬তম
Global Fire Power (GFP) - 2022	যুক্তরাষ্ট্র	ভুটান	৪৫তম
বৈশ্বিক শান্তি সূচক - ২০২১	আইসল্যান্ড	আফগানিস্তান (অশান্তির দেশ)	৯১ তম

E-Government Development – ২০২১	ডেনমার্ক ***	দক্ষিণ সুদান	১১৫তম
মুক্ত গণমাধ্যম সূচক - ২০২১	নরওয়ে ***	ইরিত্রিয়া	১৫২ তম
আইনের শাসন সূচক - ২০২১	ডেনমার্ক ***	ভেনিজুয়েলা	১২৪তম
সুখ সূচক -২০২২***	ফিনল্যান্ড	-	৯৪তম
গণতন্ত্র সূচক -২০২২	নরওয়ে	আফগানিস্তান	৭৫তম
নারী নিরাপত্তা সূচক - ২০২১	নরওয়ে	আফগানিস্তান	১৫২তম
সামরিক সূচক - ২০২১***	যুক্তরাষ্ট্র, ২য়-রাশিয়া, ৩য়-চীন	ভুটান	৪৫তম
জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা সূচক-২০২২	গ্রিস	দক্ষিণ সুদান	৩২তম
বৈশ্বিক টেকসই খাদ্য সূচক-২০২২	সুইডেন	মাদাগাস্কার	৪৪তম
হেনলী পাসপোর্ট সূচক-২০২২	জাপান ও সিঙ্গাপুর	-	১০৪তম
বৈশ্বিক সন্ত্রাস সূচক–২০২২	আফগানিস্তান	ভুটান	৪০তম

রিপোর্ট	শীর্ষদেশ	বাংলাদেশের অবস্থান
বৈশ্বিক বায়ুমান প্রতিবেদন ২০২২	বায়ু দূষণের শীর্ষ দেশ বাংলাদেশ	-
শব্দ দূষণে	বাংলাদেশ	-
দূষিত রাজধানী	নয়া দিল্লি, ভারত	ঢাকার (২য়)

- জাহাজ ভাঙ্গায় শীর্ষ দেশ– বাংলাদেশ (২৫৪টি)
- ভালো বায়ুমানে বাংলাদেশের শীর্ষ জেলা– মাদারীপুর
- অতিরিক্ত দূষিত বায়ুর জেলায় শীর্ষ– গাজীপুর

সাক্ষরতার হার-২০২২

- সাক্ষরতার হার (৭ বছর+) – ৭৫.২% (পুরুষ: ৭৭.৪% এবং নারী: ৭২.৯%)।
- সাক্ষরতার হার বেশি যে বিভাগে– বরিশাল (৮৩.৩%)।
- সাক্ষরতার হার কম যে বিভাগে – ময়মনসিংহ (৬৫.৩%)।
- সাক্ষরতার হার বেশি যে জেলায়– পিরোজপুর (৮৭.৭%)।
- সাক্ষরতার হার কম যে জেলা – জামালপুর (৫৫.১%)।

Ethnologue এর ভাষাচিত্র

সর্বাধিক ভাষার দেশ	পাপুয়া নিউগিনি (৮৪০টি), ইন্দোনেশিয়া (৭১৫টি)।
সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা	ইংরেজি (১৩৪৮ মিলিয়ন)
মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহৃত সর্বাধিক ভাষা	মান্দারিন (১১২০ মিলিয়ন)
মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অবস্থান	৫ম (২৬৮ মিলিয়ন)
ব্যবহারকারীর দিক দিয়ে বাংলা ভাষার অবস্থান	৬ষ্ঠ

অস্ত্র আমদানি-রপ্তানি প্রতিবেদন ২০২২

অস্ত্র রপ্তানিতে শীর্ষদেশ	যুক্তরাষ্ট্র
অস্ত্র আমদানিতে শীর্ষদেশ	সৌদি আরব
অস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	২৪তম
বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি অস্ত্র আমদানি করে	চীন থেকে
সামরিক ব্যয়ে বিশ্বের শীর্ষদেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ	চীন
বাংলাদেশে বিনিয়োগে শীর্ষ দেশ	নেদারল্যান্ডস

তেল-গ্যাস প্রতিবেদন -২০২২

তেল উৎপাদনে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
তেল রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ	সৌদি আরব
তেল আমদানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
উত্তোলনযোগ্য তেল মজুদে শীর্ষ দেশ	ভেনেজুয়েলা
গ্যাস উৎপাদন, রপ্তানি ও রিজার্ভে শীর্ষ দেশ	রাশিয়া
গ্যাস আমদানীতে শীর্ষ দেশ	জার্মানি
তেল রপ্তানীর অর্থকে বলে	পেট্রো ডলার

বিশ্ব বাণিজ্য পরিসংখ্যান পর্যালোচনা-২০২২

বিশ্বে রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ	চীন
বিশ্বে আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বে পোশাক রপ্তানিতে শীর্ষ দেশ	চীন
বিশ্বে পোশাক আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
বিশ্বে বস্ত্র আমদানিতে শীর্ষ দেশ	যুক্তরাষ্ট্র
তৈরি পোশাক রপ্তানীতে বাংলাদেশ	২য়
বস্ত্র আমদানিতে বাংলাদেশ	৬ষ্ঠ
বিশ্বে আমদানিতে বাংলাদেশের অবস্থান	৪৯তম

তৈরি পোশাক রপ্তানীতে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী– ভিয়েতনাম

রেমিটেন্স প্রাপ্তিতে শীর্ষ ৫ দেশ

ক্রম.	দেশ	রেমিটেন্স প্রাপ্তি
১ম	ভারত**	৮৩.১ বিলিয়ন ডলার
২য়	চীন	৫৯.৫ বিলিয়ন ডলার
৩য়	ফিলিপাইন	৩৪.৯ বিলিয়ন ডলার
৪র্থ	পাকিস্তান	২৬.১ বিলিয়ন ডলার
৫ম	বাংলাদেশ****	২১.৭ বিলিয়ন ডলার

- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি লোক পাঠায় ও রেমিটেন্স পায়– সৌদি আরব থেকে
- ১ জানুয়ারি, ২০২২ সালে প্রবাসী আয়ে প্রণোদনা ২% থেকে বেড়ে হয়– ২.৫%

তৈরি পোশাক রপ্তানী

ক্রম	রপ্তানীকারী দেশ	রপ্তানী আয়
প্রথম	চীন	
দ্বিতীয়	বাংলাদেশ	৩,৫৮০ কোটি ডলার
তৃতীয়	ভিয়েতনাম	৩১০৮ কোটি ডলার

আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মেলন ***

নাম	তম	সময়কাল	স্থান
ব্রিকস (BRICS)	১৩তম	২০২১	ভারত
ব্রিকস (BRICS)**	১৪তম	২০২২	চীন
ব্রিকস (BRICS)	১৫তম	২০২৩	দক্ষিণ আফ্রিকা
জি-৭ (G-7)***	৪৭তম	১১-১৩ জুন, ২০২১	কর্নওয়াল, যুক্তরাজ্য
জি-৭ (G-7)***	৪৮তম	২০২২	জার্মানি
জি-২০ (G-20) *	১৬তম	২০২১	রোম, ইতালি
জি-২০ (G-20) *	১৭তম	২০২২	ইন্দোনেশিয়া
জি-২০ (G-20) **	১৮তম	২০২৩	নয়াদিল্লী, ভারত
ডি-৮ (D-8) ***	১০ম	৮ এপ্রিল, ২০২১	ঢাকা, বাংলাদেশ
ডি-৮ (D-8) ***	১১তম		মিশর
সার্ক (SAARC)	২০তম	২০২২	ইসলামাবাদ, পাকিস্তান
OIC	১৫তম	২০২২	গাম্বিয়া
কমনওয়েলথ	২৬তম	২০-২৬ জুন ২০২২	কিগালি, রুয়ান্ডা
LDC সম্মেলন	৫ম	২০২২	দোহা, কাতার
NATO	৩১তম	১৪ জুন, ২০২১	ব্রাসেলস, বেলজিয়াম
NATO**	৩২তম	২০২২	মাদ্রিদ, স্পেন
ন্যাম	১৯তম	২০২৩	উগান্ডা
আন্তর্জাতিক এইডস সম্মেলন	২৪তম		মন্ট্রিল, কানাডা
আরবলীগ	৩১তম		আলজেরিয়া
আসিয়ান	৪০ ও ৪১তম	২০২২	কম্বোডিয়া
অ্যাপেক	২৯তম		ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
অ্যাপেক	৩০তম	২০২৩	যুক্তরাষ্ট্র

২০২২ সালে যে সম্মেলন হয়েছে***

আফ্রিকান ইউনিয়ন	৩৫তম	৫-৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২	আদ্দিস আবাবা, ইথিওপিয়া
মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলন	৫৮তম	১৮-২০ ফেব্রুয়ারি	মিউনিখ, জার্মানি
Gas Exporting Countries Forum (GECF)	৬ষ্ঠ	২০-২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২	দোহা, কাতার
বিমস্টেক (BIMSTEC) **	৫ম	৩০ মার্চ, ২০২২	কলম্বো, শ্রীলংকা
OIC পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন	৪৮তম	২২-২৩ মার্চ, ২০২২	ইসলামাবাদ পাকিস্তান
IPU সম্মেলন	১৪৪তম	২০-২৪ মার্চ, ২০২২	বালি, ইন্দোনেশিয়া
FAO এশিয়া ও প্যাসিফিক আঞ্চলিক সম্মেলন (APRC)	৩৬তম	৮-১১ মার্চ ২০২২	ঢাকা, বাংলাদেশ

জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন : COP -26

- COP এর পূর্ণরূপ– Conference of the Parties
- সময় - ৩১ অক্টোবর – ১৩ নভেম্বর ২০২১।
- অনুষ্ঠিত হয় – গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড, যুক্তরাজ্য।
- সভাপতি – ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ অলোক শর্মা।
- অংশগ্রহণকারী দেশ– ২০০ টি, সরকার প্রধান উপস্থিত ছিল– ১২০টি দেশ

COP 26 সম্মেলনের লক্ষ্য

- তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে সীমিত রাখা।
- ২০৩০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন ৪৫ শতাংশ কমাতে হবে।
- ২০৫০ সালের মধ্যে কার্বন নির্গমন কমিয়ে আনতে হবে শূন্য শতাংশে।
- ২০২১ সালের ৮ নভেম্বর COP-26 সম্মেলনে বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়– নোনাজলের কাব্য (The Salt in our Waters)
- ফ্রেঞ্চ বাংলাদেশি নাট্য চলচ্চিত্র 'নোনাজলের কাব্য' এর পরিচালক– রেজওয়ান শাহরিয়ার সুমিত
- সম্মেলনে ৪টি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়
- ২০৫০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র শূন্য কার্বন নিঃসরনকারী দেশ ঘোষণা করবে
- সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব বুঝাতে হাটু পানিতে দাঁড়িয়ে বক্তব্য দেন– টুভ্যালুর পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাইমন কোফে

COP পরবর্তী সম্মেলন		
সম্মেলনের নাম	সময়কাল	অনুষ্ঠিত হবে
COP-27	৭-১৮ নভেম্বর, ২০২২	শার্ম আল শেখ, মিশর
COP-28	৬-১৭ নভেম্বর, ২০২৩	সংযুক্ত আরব আমিরাত
স্টকহোম +৫০	২-৩ জুন, ২০২২	স্টকহোম, সুইডেন

পরিবেশ বিষয়ক তথ্য

- কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনে শীর্ষ দেশ– চীন (২৭%)।
- কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গমনে ২য় দেশ – যুক্তরাষ্ট্র (১১%)।
- মাথাপিছু কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনে শীর্ষ দেশ– যুক্তরাষ্ট্র (১৫.৫ টন)
- মাথাপিছু গ্রিন হাউজ গ্যাস নির্গমনে শীর্ষ দেশ– অস্ট্রেলিয়া।
- মাথাপিছু কার্বন নির্গমনে শীর্ষ দেশ– সৌদি আরব।
- যে দেশের সংসদে প্রথম জলবায়ু জরুরী অবস্থার বিল পাশ হয়– যুক্তরাজ্য
- UN এর মতে, ২০৩০ সালে মধ্যে কার্বন নিঃসরণ কমাতে হবে– ৭.৬%
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জলবায়ু উদ্বাস্তুদের জন্য বিশ্বের বৃহত্তম আশ্রয়ণ প্রকল্প তৈরি করে– খুরুশকুল ইউনিয়ন, কক্সবাজার।
- জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশ দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০/Delta Plan গ্রহণ করে– নেদারল্যান্ডসের আদলে।
- প্রথম কার্বন কর চালু করে– ফিনল্যান্ড।
- ২০১২ সালে কার্বন কর চালু করে– অস্ট্রেলিয়া।
- বিশ্বে প্রথম নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করে– বাংলাদেশ (২০০৯ সালে)।
- বিশ্বের সবচেয়ে বেশি প্লাস্টিক ব্যবহারকারী দেশ– চীন।
- সুইডিশ পরিবেশ কন্যা গ্রেটা থুনবার্গ ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে মাত্র ১৫ বছরের মেয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে আন্দোলন শুরু করেন– School Strike for Climate এর মাধ্যমে।
- বর্তমানে গ্রেটা থুনবার্গ পরিবেশ বাঁচাতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আন্দোলন করে– 'ফ্রাইডেস ফর ফিউচার' সংগঠনের মাধ্যমে।
- যুক্তরাজ্যের সবুজ বিপ্লবের ঘোষণা দেন– ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন (২০২১)।

বিভিন্ন সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ***

সংস্থা	প্রধান
জাতিসংঘ (UN)	অ্যান্তোনিও গুতেরেস, পর্তুগাল (৯ম মহাসচিব)
বিশ্বব্যাংক (WB)	ডেভিড ম্যালপাস, ১৩ তম (USA)
ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (OIC)	হুসেইন ইব্রাহীম তাহা, ১২তম (শাদ/চাদ)
কমনওয়েলথ	প্যাট্রিসিয়া স্কটল্যান্ড (যুক্তরাজ্য)
বিমসটেক (BIMSTEC)	তেনজিন লেকফেল (ভুটান)
আন্তর্জাতিক মুদ্রা সংস্থা (IMF)	ক্রিস্ট্রালিনা জর্জিয়েভা (বুলগেরিয়া)
ইউনেস্কো (UNESCO)	আন্দ্রে আজুলে (ফ্রান্স)
ন্যাটো (NATO)	জেনস স্টলেনবার্গ (নরওয়ে)
আসিয়ান (ASEAN)	লিমজক হই, ১৪তম (ব্রুনাই)
সার্ক (SAARC)	এসেলা ওয়েরাকুন, ১৪তম (শ্রীলঙ্কা)*
আরব লীগ (Arab League)	আহমেদ আবুল ঘেইত (মিশর)
ফিফা (FIFA)	জিয়ান্না ইনফান্তিনো (সুইজারল্যান্ড)
FAO (খাদ্য ও কৃষি সংস্থা)	কিউ দানগিউ (চীন)
D-8	ইসিয়াকা আব্দুল কাদির ইমাম (নাইজেরিয়া)
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল	অ্যাগনেস কাল্লামার্ড (ফ্রান্স)
WHO - মহাপরিচালক	তেদরোস আধানোম গেব্রেয়াসুস, ৯ম (ইথিওপিয়া)
WTO (ডব্লিউটিও)	গোজী ওকোনজো উইয়ালা (নাইজেরিয়া)

আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য ও সর্বশেষ দেশ

নাম	সদস্য	সর্বশেষ সদস্য
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)**	১৬৪	আফগানিস্তান (২০১৬)
ওপেক (OPEC)***	১৩	কঙ্গো প্রজাতন্ত্র (২০১৮)
ন্যাটো (NATO) ***	৩০	উত্তর মেসিডোনিয়া (২০২০)
ফিফা (FIFA)	২১১	জিব্রাল্টার (২০১৬)
আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU)	৫৫	মরক্কো (২০১৭)
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)**	২৭	ক্রোয়েশিয়া (২০১৩)
সিরডাপ (CIRDAP)	১৫	ফিজি (২০১০)
ইউরো জোনের সদস্য	১৯	লিথুনিয়া (২০১৫)
ইউনেস্কো (UNESCO)	১৯৩	ফিলিস্তিন (২০১৮)
বিশ্বব্যাংক ***	১৮৯	নাউরু
IMF ***	১৯০	এন্ডোরা (২০২০)
বিমসটেক (BIMSTEC)	৭	নেপাল ও ভুটান (২০০৩)
সার্ক (SAARC)	৮	আফগানিস্তান (২০০৭)
আই এল ও (ILO)	১৮৭	টোঙ্গা
IAEA (আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা)	১৭৩	সামোয়া (২০২১)
LDC(Least Developed Countries)	৪৬	সর্বশেষ বের হয়– ভানুয়াতু (২০২০)
TPP (Trans Pacific Partnership)	১১	জাপান (২০১৭)
FAO (Food and Agriculture Organization)	১৯৭	ব্রুনাই, সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ সুদান
WHO (World Health Organization)	১৯৪	দক্ষিণ সুদান
ইন্টারপোল (Interpol)	১৯৫	মাইক্রোনেশিয়া (২৩ নভেম্বর, ২০২১)

বাংলাদেশ থেকে সভাপতি

সংস্থার নাম	সভাপতি
CVF, D-8, BIMSTEC	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
V-20	আ স ম মোস্তফা কামাল
World Food Programme (WFP)	মো: শামীম আহসান

বাংলাদেশ বর্তমানে যে সংস্থাগুলোর সভাপতি			
D-8	UN WOMEN	UN Peacebuilding	WFP

জিডিপি'র চূড়ান্ত হিসাব-২০২২

- মাথাপিছু আয়– ২৫৯১ মার্কিন ডলার
- মাথাপিছু জিডিপি– ২৪৬২ মার্কিন ডলার
- জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার– ৬.৯৪%
- প্রবৃদ্ধির হার– কৃষি খাতে ৩.১৭%, শিল্প খাতে– ১০.২৯%, সেবা খাতে– ৫.৭৩%
- জিডিপিতে অবদান– কৃষি খাতে ১২.০৭%, শিল্প খাতে– ৩৬.০১%, সেবা খাতে– ৫১.৯২%
- জিডিপিতে অবদান বেশি– সেবা খাতের
- প্রবৃদ্ধির হার সবচেয়ে বেশি– শিল্প খাতে
- বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা – ১৬ কোটি ৯১ লক্ষ ১০ হাজার
- দারিদ্র্যে শীর্ষ জেলা– কুড়িগ্রাম
- কম দারিদ্র্যের জেলা– নারায়ণগঞ্জ

২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

- বাজেট পেশ করা হবে– ৯ জুন, ২০২২
- বাজেট – ৫১তম (অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫২তম)।
- বাজেটের আকার– ৬ লাখ ৭৭ হাজার ৮৬৪ কোটি টাকা
- প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে– ৭.৫%
- মূল্যস্ফীতি হার ধরা হয়েছে– ৫.৫%

নোট: জুন মাসে বাজেটের পূর্ণাঙ্গ হিসাব আসলে আমরা মিহির'স জিকে পেইজে পিডিএফ আপলোড দিবো।

জাতীয় বাজেট ২০২১-২২

- বাজেট – ৫০তম (অন্তর্বর্তীকালীনসহ ৫১তম)।
- বাজেট পাস হয়– ৩০ জুন ২০২১, বাজেট কার্যকর হয়– ১ জুলাই
- বাজেট উত্থাপন করেন – অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল (৩য় বাজেট)।
- এটি আ হ ম মুস্তফা কামালের ৩য় এবং আওয়ামী লীগের– ২৩ তম বাজেট
- মোট বাজেটের আকার – ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা।***
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) – ২,২৫,৩২৪ কোটি টাকা।***
- বাজেটের স্লোগান – সুদৃঢ় আগামীর পথে বাংলাদেশ।***
- GDP প্রবৃদ্ধির হার – ৭.২ শতাংশ।***
- মুদ্রাস্ফীতির হার – ৫.৩ শতাংশ।***
- ২০২১-২২ অর্থ বছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে শীর্ষ প্রকল্প– ১০টি
- বাজেটে সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত খাত– জনপ্রশাসন
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দকৃত খাত– শিক্ষা ও প্রযুক্তি

করমুক্ত আয়সীমা

সাধারণ ব্যক্তির করমুক্ত আয়সীমা	৩ লক্ষ টাকা **
মহিলা ও ৬৫ বছরের উর্ধ্ব ব্যক্তি	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করমুক্ত আয়সীমা	৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা

বাজেট নিয়ে বিশেষ তথ্য

- কৃষি কাজে ভর্তুকি - ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা।
- পদ্মা সেতুর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে - ৫ হাজার কোটি টাকা।***
- করোনা মোকাবেলায় বাজেটে বরাদ্দ - ১০ হাজার কোটি টাকা।***
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন বাজেট ছিল -১টি (১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছরে)।
- প্রথম বাজেট উত্থাপনকারী (১৯৭২-৭৩) - তাজউদ্দিন আহমদ।
- প্রথম বাজেটের আকার ছিল- ৭৮৬ কোটি টাকা।
- প্রথম জেলা বাজেট পায় - টাঙ্গাইল।
- সংবিধানে বাজেটকে বলা হয়- Annual Financial Statement. (অনুচ্ছেদ ৮৭)
- বাজেটের আকারে শীর্ষ দেশ - যুক্তরাষ্ট্র (২য় দেশ - চীন)।
- বাংলাদেশ সরকার সর্বোচ্চ আয় করে যে খাত থেকে - মূল্য সংযোজন কর (মূসক/VAT)

অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০২১ ****

- প্রতি বছর 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা' প্রকাশিত হয়- অর্থ মন্ত্রণালয়ের 'অর্থ বিভাগ' থেকে
- মোট জনসংখ্যা - ১৬ কোটি ৮২ লক্ষ।
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার- ১.৩৭%।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব - ১১৪০ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)।
- নারী-পুরুষের অনুপাত - ১০০ : ১০০.২।
- মাথাপিছু আয় - ২২২৭ মার্কিন ডলার।***
- মাথাপিছু জিডিপি - ২০৯৭ মার্কিন ডলার।
- মুদ্রাস্ফীতি - ৫.৫৬%। প্রতি হাজারে শিশু মৃত্যুর হার - ২১ জন।
- জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি হার - ৫.৪৭%।
- সাক্ষরতার হার - ৭৫.২ শতাংশ।***
- দারিদ্র্যের হার - ২০.৫ শতাংশ।
- চরম দারিদ্র্যের হার - ১০.৫ শতাংশ।
- প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল - ৭২.৮ বছর।(পুরুষ - ৭১.১, নারী-৭৪.৫)
- শ্রম শক্তিতে নিয়োজিত - কৃষি ৪০.৬%, শিল্প ২০.৪% ও সেবাখাত ৩৯ শতাংশ।***
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি - ৮১.৫ শতাংশ।
- সুপেয় পানি পান - ৯৮.৩ শতাংশ।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে - যুক্তরাষ্ট্রে (তৈরি পোশাক)।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আমদানি করে - চীন থেকে।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স পায় - সৌদি আরব থেকে।
- বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ- ৪৬.৪ বিলিয়ন, রপ্তানি আয়- ৩৭.৮৮ বিলিয়ন ডলার
- আমদানি আয়- ৬০.৬৮ বিলিয়ন ডলার
- রেমিটেন্স- ২৪.৭৭ বিলিয়ন ডলার
- ফুল জন্মহার (প্রতি হাজারে)- ১৮.১
- ফুল মৃত্যুহার (প্রতি হাজারে)- ৫.১
- মোট ব্যাংক- ৬১টি (রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক- ৬টি, বিশেষায়িত ব্যাংক- ৩টি, বেসরকারি ব্যাংক- ৪৩টি ও বৈদেশিক ব্যাংক- ৯টি)
- গর্ভ নিরোধক ব্যবহারের হার-৬৩.৪ শতাংশ।
- ডাক্তার ও জনসংখ্যার অনুপাত- ১ ঃ ১৭২৪।

নোট: বিবিএস রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমান মাথাপিছু আয়- ২৫৯১ মার্কিন ডলার (১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)

গ্রীষ্মকালীন টোকিও অলিম্পিক- ২০২০

- আসর - ৩২তম, মাস্কট- মিরাইটোভা
- স্বাগতিক শহর - টোকিও, জাপান
- সময়কাল - ২৩ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট, ২০২১
- নীতিবাক্য- United By Emotion
- স্লোগান - Discover Tomorrow
- উদ্বোধনী অনুষ্ঠান - ন্যাশনাল অলিম্পিক স্টেডিয়াম।
- অংশগ্রহণকারী জাতি - ২০৫ টি
- ২য় বারের মতো আয়োজক - টোকিও, জাপান
- সবচেয়ে বেশি পদক লাভ করে- যুক্তরাষ্ট্র (৩৯টি স্বর্ণসহ ১১৩টি)
- দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পদক লভ করে- চীন (৩৮ টি স্বর্ণপদকসহ ৮৮টি)
- ২০২০ অলিম্পিকে লরেল সম্মাননা পান- ড. মুহাম্মদ ইউনুস
- বাংলাদেশ থেকে টোকিও অলিম্পিকে ৪টি ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে- ৬ জন (রোমান সানা দ্বিতীয় রাউন্ড খেলেন আর্চারিতে)
- টোকিও অলিম্পিকে প্রথম স্বর্ণপদক লাভ করে- চীনের গুটার কিয়ান ইয়াং
- টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোতে স্বর্ণপদক পান- ভারতের নীরাজ চোপড়া
- টোকিও অলিম্পিকে সর্বকনিষ্ঠ স্বর্ণপদক জয়ী- জাপানের মমিজি নিশিয়া
- টোকিও অলিম্পিকে দক্ষিণ এশিয়ায় একমাত্র স্বর্ণপদক পান- ভারত
- প্রথম ট্রান্সজেন্ডার মানুষ হিসেবে অলিম্পিক খেলার অনুমতি পান- নিউজিল্যান্ডের লরেন হাবার্ড
- দ্রুততম মানব- মার্সেল জ্যাকবস (ইতালি)
- দ্রুততম মানবী- অ্যালেইন থম্পসন হেরাহ (জ্যামাইকা)
- প্রথম নারী সাতারু হিসেবে অলিম্পিকের ইতিহাসে ব্যক্তিগত বিভাগে ৬টি সোনা জিতেন- কেটি লেডেকি (যুক্তরাষ্ট্র)
- অলিম্পিক গেমসে ক্রিকেট যুক্ত হবে- ২০২৮ সালে

বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক

খেলা	অধিনায়ক
টেস্ট	মুমিনুল হক (১১তম)
ওয়ানডে	তামিম ইকবাল (১৪তম)
টি-২০	মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ (৬ষ্ঠ)

বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের স্ট্যাটাস লাভ

ফরম্যাট	স্ট্যাটাস লাভ
ওয়ানডে স্ট্যাটাস লাভ	২০১১ সালে
টি-২০ স্ট্যাটাস লাভ	২০১১ সালে
টেস্ট স্ট্যাটাস লাভ	১ এপ্রিল, ২০২১ সালে

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশের ওয়ানডে সিরিজ জয়

- দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো সিরিজ জয়লাভ করে– ২০২২ সালে।
- সিরিজ জয়লাভ করে– ২-১ এ।
- এটি বাংলাদেশের– ৩০তম ওয়ানডে সিরিজ জয়।
- বিদেশের মাটিতে এটি– সপ্তম সিরিজ জয়।
- প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়লাভ করে– কেনিয়ার বিপক্ষে (২০০৬)।
- সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সেঞ্চুরি করেন– লিটন কুমার দাস।
- বাংলাদেশের পক্ষে এক ম্যাচে ৫ উইকেট পান– তাসকিন আহমেদ।
- বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক– তামিম ইকবাল খান।
- দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয়ে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হন– তাসকিন আহমেদ (৩ ম্যাচে ৮ উইকেট)।

নারী বিশ্বকাপ-২০২২

- নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২২ জয়ী দল– অস্ট্রেলিয়া।
- রানার্স আপ দল– ইংল্যান্ড। আয়োজক দেশ– নিউজিল্যান্ড।
- অংশগ্রহণকারী দেশ– ৮টি।
- টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়– অ্যালিসা হিলি (৫০৯ রান)।
- সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী– সোফি একলস্টোন (২১টি)।
- প্রথম মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়– ১৯৭৩ সালে (ইংল্যান্ড)
- এ পর্যন্ত ১২টি আসরে ৭বার অস্ট্রেলিয়া, ৪ বার ইংল্যান্ড ও ১ বার নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ জয়লাভ করে।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের নারীদের প্রথম জয়

- প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে– নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ (২০২২)। (১২তম আসর)
- বিশ্বকাপে নারী ক্রিকেট দল প্রথম জয়লাভ করে– পাকিস্তানের বিপক্ষে (৯ রানে)। এটি এই বিশ্বকারে একমাত্র জয় বাংলাদেশের।
- নারী ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক– নিগার সুলতানা জ্যোতি।
- বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম জয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন– ফাহিমা খাতুন।
- নারী বিশ্বকাপ ২০২২ সালের সেরা একাদশে জায়গা করে নেওয়া একমাত্র বাংলাদেশি– সালমা খাতুন।

২০২২ সালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়

- বাংলাদেশ আফগানিস্তানের সাথে সিরিজ জয়লাভ করে– ২-১ ব্যবধানে
- বাংলাদেশ আফগানিস্তানের সাথে সিরিজ জয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম দল হিসেবে ওয়ানডে সুপার লীগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।
- সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সেঞ্চুরি করেন– লিটন কুমার দাস।

সপ্তম টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২১

- আয়োজন – ৭ম, অংশগ্রহকারী দেশ – ১৬টি।
- সময় – ১৭ অক্টোবর – ১৪ নভেম্বর ২০২১
- ভেন্যু – ৪টি (দুবাই, শারজাহ, আবুধাবি ও মাস্কট)।
- চ্যাম্পিয়ন – অস্ট্রেলিয়া***, রানার্স আপ – নিউজিল্যান্ড।
- ম্যান অব দ্য ফাইনাল – মিশেল মার্শ।
- ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট – ডেভিড ওয়ার্নার।
- সর্বাধিক রান সংগ্রাহক – বাবর আজম (পাকিস্তান)।
- টি-২০ বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেটের অধিকারী – সাকিব আল হাসান (৩১ ম্যাচে ৪১ উইকেট)
- আন্তর্জাতিক টি– ২০ বিশ্বকাপ ৪ বলে ৪টি উইকেট নেয় একমাত্র – কার্টস ক্যাসফার (আয়ারল্যান্ড)

২২তম কমনওয়েলথ গেমস ২০২২

- সময় – ২৮ জুলাই – ৮ আগস্ট, ২০২২
- আয়োজক – বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য **
- কমনওয়েলথ গেমসে পুনরায় যে খেলাটি চালু হবে – ক্রিকেট (মহিলাদের টি -২০)।
- কমনওয়েলথে সর্বশেষ ক্রিকেট খেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল – ১৯৯৮ সালে।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ

- আসর – দ্বিতীয়।
- ফাইনাল মুখোমুখি হয় – বাংলাদেশ ও ভারত।
- ফাইনাল খেলা ছিল– ২২ ডিসেম্বর ২০২১ (কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে)
- চ্যাম্পিয়ন হয় – বাংলাদেশ (১ গোলে ভারতকে পরাজিত করে)
- ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেন – আনাই মগিনি (বাংলাদেশ)**
- বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিল – মারিয়া মান্দা।**

আইসিসি অ্যাওয়ার্ড-২০২১

- বর্ষসেরা ক্রিকেটার – শাহিন আফ্রিদি (পাকিস্তান)।
- বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার – জো রুট (ইংল্যান্ড)।
- বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার – বাবর আজম (পাকিস্তান)

১৬তম গ্রীষ্মকালীন প্যারালিম্পিক – ২০২১

- আয়োজক – টোকিও, জাপান।
- স্লোগান – United by Emotion
- মাসকট – সোমেতি (যার অর্থ খুব শক্তিশালী)
- সর্বোচ্চ পদক জয়ী – চীন (২০৭টি)।
- ১৭তম প্যারা অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে – ২০২৪ সালে প্যারিস, ফ্রান্স।***

এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ

- ২২তম এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে স্বাগতিক দেশ – বাংলাদেশ।
- ভেন্যু – আর্মি স্টেডিয়াম, ঢাকা।
- একক চ্যাম্পিয়ন পুরুষ – নি সিয়াং ইয়ান (দক্ষিণ কোরিয়া)
- একক চ্যাম্পিয়ন নারী – লিম হা – জিন (দক্ষিণ কোরিয়া)
- প্রথম বারের মতো দ্বৈত ইভেন্টে বাংলাদেশের হয়ে রৌপ্য লাভ করেন – দিয়া সিদ্দিকী ও হাকিম আহমেদ রুবেল।

খেলাধুলা নিয়ে কিছু তথ্য

- ফিফার স্বীকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল করেন– ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (৮০৭)
- একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে অভিষেক ম্যাচে প্রথম সেঞ্চুরি করে– ডেনিস এমিস; ইংল্যান্ড
- অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন মৃত্যু বরণ করেন– কোহ সামুই, থাইল্যান্ড
- ২০২২ সালে ফিফা র‍্যাংকিংয়ে প্রথম অবস্থানে রয়েছে যে দেশ– বেলজিয়াম
- কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ এ ক্রিকেটের যে ধরনটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়– নারী টি-২০ ক্রিকেট
- বিশ্ব টেনিস র‍্যাংকিংয়ে প্রথম অবস্থানে রয়েছেন– নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)
- শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস আয়োজন করা একমাত্র শহর– বেইজিং, চীন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বাংলাদেশের ওয়ানডে সিরিজ জয়

- **দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো সিরিজ জয়লাভ করে–** ২০২২ সালে।
- **সিরিজ জয়লাভ করে–** ২-১ এ।
- **এটি বাংলাদেশের–** ৩০তম ওয়ানডে সিরিজ জয়।
- **বিদেশের মাটিতে এটি–** সপ্তম সিরিজ জয়।
- **প্রথম ওয়ানডে সিরিজ জয়লাভ করে–** কেনিয়ার বিপক্ষে (২০০৬)।
- **সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সেঞ্চুরি করেন–** লিটন কুমার দাস।
- **বাংলাদেশের পক্ষে এক ম্যাচে ৫ উইকেট পান–** তাসকিন আহমেদ।
- **বাংলাদেশ ওয়ানডে ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক–** তামিম ইকবাল খান।
- **দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে জয়ে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট হন–** তাসকিন আহমেদ (৩ ম্যাচে ৮ উইকেট।

নারী বিশ্বকাপ-২০২২

- **নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপ ২০২২ জয়ী দল–** অস্ট্রেলিয়া।
- **রানার্স আপ দল–** ইংল্যান্ড। **আয়োজক দেশ–** নিউজিল্যান্ড।
- **অংশগ্রহণকারী দেশ–** ৮টি।
- **টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়–** অ্যালিসা হিলি (৫০৯ রান)।
- **সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী–** সোফি একলস্টোন (২১টি)।
- **প্রথম মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয়–** ১৯৭৩ সালে (ইংল্যান্ড)
- এ পর্যন্ত ১২টি আসরে ৭বার অস্ট্রেলিয়া, ৪ বার ইংল্যান্ড ও ১ বার নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ জয়লাভ করে।

বিশ্বকাপে বাংলাদেশের নারীদের প্রথম জয়

- **প্রথমবারের মতো বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ওয়ানডে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করে–** নিউজিল্যান্ড বিশ্বকাপ (২০২২)। (১২তম আসর)
- **বিশ্বকাপে নারী ক্রিকেট দল প্রথম জয়লাভ করে–** পাকিস্তানের বিপক্ষে (৯ রানে)। এটি এই বিশ্বকারে একমাত্র জয় বাংলাদেশের।
- **নারী ক্রিকেট দলের বর্তমান অধিনায়ক–** নিগার সুলতানা জ্যোতি।
- **বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের প্রথম জয়ে ম্যান অব দ্য ম্যাচ হন–** ফাহিমা খাতুন।
- **নারী বিশ্বকাপ ২০২২ সালের সেরা একাদশে জায়গা করে নেওয়া একমাত্র বাংলাদেশি–** সালমা খাতুন।

২০২২ সালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ জয়

- **বাংলাদেশ আফগানিস্তানের সাথে সিরিজ জয়লাভ করে–** ২-১ ব্যবধানে
- বাংলাদেশ আফগানিস্তানের সাথে সিরিজ জয়ের মধ্য দিয়ে প্রথম দল হিসেবে ওয়ানডে সুপার লীগ খেলার যোগ্যতা অর্জন করল।
- **সিরিজে বাংলাদেশের পক্ষে সেঞ্চুরি করেন–** লিটন কুমার দাস।

সপ্তম টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২১

- **আয়োজন** – ৭ম, **অংশগ্রহকারী দেশ** – ১৬টি।
- **সময়** – ১৭ অক্টোবর – ১৪ নভেম্বর ২০২১
- **ভেন্যু** – ৪টি (দুবাই, শারজাহ, আবুধাবি ও মাস্কট)।
- **চ্যাম্পিয়ন** – অস্ট্রেলিয়া***, **রানার্স আপ** – নিউজিল্যান্ড।
- **ম্যান অব দ্য ফাইনাল** – মিশেল মার্শ।
- **ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট** – ডেভিড ওয়ার্নার।
- **সর্বাধিক রান সংগ্রাহক** – বাবর আজম (পাকিস্তান)।
- **টি-২০ বিশ্বকাপে সর্বাধিক উইকেটের অধিকারী** – সাকিব আল হাসান (৩১ ম্যাচে ৪১ উইকেট)
- **আন্তর্জাতিক টি–** ২০ বিশ্বকাপ ৪ বলে ৪টি উইকেট নেয় একমাত্র – কার্টস ক্যাসফার (আয়ারল্যান্ড)

২২তম কমনওয়েলথ গেমস ২০২২

- **সময়** – ২৮ জুলাই – ৮ আগস্ট, ২০২২
- **আয়োজক** – বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য **
- **কমনওয়েলথ গেমসে পুনরায় যে খেলাটি চালু হবে** – ক্রিকেট (মহিলাদের টি -২০)।
- **কমনওয়েলথে সর্বশেষ ক্রিকেট খেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল** – ১৯৯৮ সালে।

সাফ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপ

- **আসর** – দ্বিতীয়।
- **ফাইনাল মুখোমুখি হয়** – বাংলাদেশ ও ভারত।
- **ফাইনাল খেলা ছিল–** ২২ ডিসেম্বর ২০২১ (কমলাপুর বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে)
- **চ্যাম্পিয়ন হয়** – বাংলাদেশ (১ গোলে ভারতকে পরাজিত করে)
- **ম্যাচে একমাত্র গোলটি করেন** – আনাই মগিনি (বাংলাদেশ)**
- **বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক ছিল** – মারিয়া মান্দা।**

আইসিসি অ্যাওয়ার্ড-২০২১

- **বর্ষসেরা ক্রিকেটার** – শাহিন আফ্রিদি (পাকিস্তান)।
- **বর্ষসেরা টেস্ট ক্রিকেটার** – জো রুট (ইংল্যান্ড)।
- **বর্ষসেরা ওয়ানডে ক্রিকেটার** – বাবর আজম (পাকিস্তান)

১৬তম গ্রীষ্মকালীন প্যারালিম্পিক – ২০২১

- **আয়োজক** – টোকিও, জাপান।
- **স্লোগান** – United by Emotion
- **মাসকট** – সোমেতি (যার অর্থ খুব শক্তিশালী)
- **সর্বোচ্চ পদক জয়ী** – চীন (২০৭টি)।
- **১৭তম প্যারা অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হবে** – ২০২৪ সালে প্যারিস, ফ্রান্স।***

এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ

- **২২তম এশিয়ান আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে স্বাগতিক দেশ** – বাংলাদেশ।
- **ভেন্যু** – আর্মি স্টেডিয়াম, ঢাকা।
- **একক চ্যাম্পিয়ন পুরুষ** – নি সিয়াং ইয়ান (দক্ষিণ কোরিয়া)
- **একক চ্যাম্পিয়ন নারী** – লিম হা – জিন (দক্ষিণ কোরিয়া)
- **প্রথম বারের মতো দ্বৈত ইভেন্টে বাংলাদেশের হয়ে রৌপ্য লাভ করেন** – দিয়া সিদ্দিকী ও হাকিম আহমেদ রুবেল।

খেলাধুলা নিয়ে কিছু তথ্য

- **ফিফার স্বীকৃত প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ম্যাচে সবচেয়ে বেশি গোল করেন–** ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো (৮০৭)
- **একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ইতিহাসে অভিষেক ম্যাচে প্রথম সেঞ্চুরি করে–** ডেনিস এমিস; ইংল্যান্ড
- **অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন মৃত্যু বরণ করেন–** কোহ সামুই, থাইল্যান্ড
- **২০২২ সালে ফিফা র‍্যাংকিংয়ে প্রথম অবস্থানে রয়েছে যে দেশ–** বেলজিয়াম
- **কমনওয়েলথ গেমস ২০২২ এ ক্রিকেটের যে ধরনটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়–** নারী টি-২০ ক্রিকেট
- **বিশ্ব টেনিস র‍্যাংকিংয়ে প্রথম অবস্থানে রয়েছেন–** নোভাক জকোভিচ (সার্বিয়া)
- **শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমস আয়োজন করা একমাত্র শহর–** বেইজিং, চীন।

- **বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ১০০০তম ওয়ানডে ম্যাচ খেলে–** ভারত (৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)
- **অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন হয়–** ভারত (৫ বার)
- **২০২২ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে নারী এককে চ্যাম্পিয়ন হয়–** অ্যাশলে বার্টি (অস্ট্রেলিয়া)
- **২০২২ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষ এককে চ্যাম্পিয়ন –** রাফায়েল নাদাল (স্পেন)
- **UEFA বর্ষসেরা ২০২০-২১ নির্বাচিত হন –** জর্জিনহো (চেলসি)।
- **2020-21 মৌসুমে ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতা পুরস্কার ইউরোপীয়ান গোল্ডেন সু লাভ করেন –** রবার্ট লেভান্ডভোস্কি (পোল্যান্ড) ৪১টি গোল।
- **ব্যালন ডি'অর ২০২১ সেরা খেলোয়াড় হিসেবে লাভ করে –** লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা)। (এ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ৭ টি লাভ করেন)
- **২০২০ সালে FIFA The Best পুরস্কার লাভ করেন –** রবার্ট লেভান্ডভোস্কি (পোল্যান্ড)।
- **প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে ইতিহাসে ৮০০ গোলের রেকর্ড গড়েন –** পর্তুগালের ক্রিস্টিয়ানো রোলানদো
- **আন্তর্জাতিক ফুটবলে ইরানের আল দাইয়ির রেকর্ড ভেঙ্গে সর্বোচ্চ ১১৫ গোলের মালিক –** ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।
- **প্রথম আইসিসি ওয়াল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন হয় –** নিউজিল্যান্ড (রানার্স আপ – ভারত)

খেলাধুলায় বাংলাদেশের বিবিধ

- **বাংলাদেশ ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত ওয়ান্ডে সিরিজ খেলে–** ৭৯টি
- **মেয়েদের ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ দলীয় রান–** ২৩৪/৭ (বিপক্ষ-পাকিস্তান)
- **ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রানের জুটি–** ২০২ রান (লিটন দাস ও মুশফিকুর রহিম)
- **২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সপ্তম উইকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রানের জুটি করে–** আফিফ হোসেন ও মেহেদী হাসন
- **বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের নতুন পেস বোলিং কোচ–** অ্যালান ডোনাল্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা
- **নারী বিশ্বকাপে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে হাফ সেঞ্চুরি করেন–** ফারজানা হক পিংকি (৫২/৬৩) বিপক্ষ নিউজিল্যান্ড
- **২০২২ সালে কমনওয়েলথ গেমসে ভার উত্তোলনে অংশগ্রহণ করবে যে বাংলাদেশি খেলোয়াড়–** মাবিয়া আক্তার সীমান্ত ও আশিকুর রহমান তাজ
- **২০২২ সালে ফিফা র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের অবস্থান–** ১৮৬তম
- **বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল প্রথম বার এশিয়ান গেমসে অংশগ্রহণ করবে–** ১৯তম এশিয়ান গেমস, হ্যাংঝু, চীন
- **আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের অনূর্ধ্ব-১৯ সেরা একাদশ-২০২২ যে বাংলাদেশি স্থান পায়–** পেস বোলার রিপন মন্ডল
- **আন্তর্জাতিক ফুটবল সংস্থা ফিফার একমাত্র বাংলাদেশি নারী কাউন্সিল সদস্য–** মাহফুজা আক্তার কিরন
- **বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ওয়ানডে সিরিজ জয় করে –** ৩০টি।
- **প্রতিপক্ষকে হোয়াইটওয়াশ করে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত ওয়ান্ডে সিরিজ জয় লাভ করেছে –** ১৪টি
- **টেস্টে বাংলাদেশের ক্রিকেটে সর্বাধিক সেঞ্চুরি করেছেন –** মুমিনুল হক
- **প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে ২০২১ সালের মে মাসের ICC Player of the Month নির্বাচিত হন –** মুশফিকুর রহিম।
- **দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রথম ট্রিপল সেঞ্চুরিয়ান –** তারিকুজ্জামান মুনির।
- **২০২১ সালে বাংলাদেশে প্রথমাবের মতো যে খেলাটির প্রচলন হয়–** ডজবল (Dodgeball) প্রতি দলে ৬ জন করে খেলোয়াড় থাকে।
- **আন্তর্জাতিক আর্চারিতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাফল্য –** রোমান সানা ও দিয়া সিদ্দিকীর দলগত ইভেন্টে রৌপ্য লাভ।
- **বাংলাদেশ রৌপ্য লাভ করে যে আর্চারি প্রতিযোগিতায়–** বিশ্বকাপ আর্চারি, লুজান, সুইজারল্যান্ড
- **প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার হিসেবে টি – ২০ ক্রিকেটে ১০০০ রান ও ১০০ উইকেট এর মাইলফলক স্পর্শ করেন –** সাকিব আল হাসান।

২০২২ সালে আইসিসি অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেট বিশ্বকাপ

- **আয়োজক –** ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অংশ গ্রহণকারী দেশ– ১৬
- **খেলার সংখ্যা–** ৬৪, ক্রিকেটের ধরন-৫০ ওভার

১৩তম অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ

- **সময়-** ১৭ জানুয়ারি- ৯ ফেব্রুয়ারি- ২০২০।
- **আসর অনুষ্ঠিত হয়-** দক্ষিণ আফ্রিকা।
- **চ্যাম্পিয়ন হয়-** বাংলাদেশ,** রানার্স আপ- ভারত।
- **প্লেয়ার অব দ্য ফাইনাল হন-** আকবর আলী (বাংলাদেশ)।
- **অনূর্ধ্ব-১৯ দলের অধিনায়ক ছিলেন–** আকবর আলী খান।**

কোপা আমেরিকা-২০২১

- **আসর–** ৪৭তম, আয়োজক দেশ– ব্রাজিল, ভেন্যু– ৫টি
- **ফাইনাল ভেন্যু–** মারাকানা স্টেডিয়াম, রিওডি জেনেরিও, ব্রাজিল
- **বিজয়ী–** আর্জেন্টিনা (১৫তম বার কোপা আমেরিকা জয়)
- **ম্যান অব দ্যা ফাইনাল–** এঞ্জেল ডি মারিয়া (আর্জেন্টিনা)
- **সেরা খেলোয়াড়/ গোল্ডেন বল বিজয়ী–** লিওনেল মেসি**
- **সর্বোচ্চ গোলদাতা/ গোল্ডেন বুট বিজয়ী–** লিওনেল মেসি***
- **সেরা গোলরক্ষক/ গোল্ডেন গ্লাভস বিজয়ী–** এমিলিয়ানো মার্টিনেজ

উয়েফা ইউরো কাপ ২০২০

- **আসর–** ১৬তম, আয়োজক দেশ– ইংল্যান্ড
- **ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়–** ওয়েম্বলি, লন্ডন, ইংল্যান্ড
- **চ্যাম্পিয়ন–** ইতালি **, রানার্সআপ– ইংল্যান্ড **
- **ম্যান অব দ্যা ফাইনাল–** লিওনার্দো বোনুচ্চি
- **প্লেয়ার অব দ্যা টুর্নামেন্ট–** জিয়ান লুইজি দোন্নারুম্মা (ইতালি) **
- **সর্বোচ্চ গোলদাতা/ গোল্ডেন বুট বিজয়ী–** ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো **

বাংলাদেশী আর্চার রোমান সানা

- **বিশ্ব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয় –** ১৩ জুন, ২০১৯ নেদারল্যান্ডসে
- **বিশ্ব আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয়ী –** আর্চার রোমান সানা।
- **এশিয়া কাপ আর্চারিতে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে স্বর্ণ জিতেন-** রোমান সানা
- **২০২১ সালে টোকিও অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেন-** রোমান সানা
- **দেশের সর্বপ্রথম সরাসরি অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়–** গলফার সিদ্দিকুর রহমান
- **২০২০ সালে অলিম্পিকে প্রথম বাংলাদেশি হিসেবে আর্চারিতে দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠেন–** রোমান সানা

আগাম আসরগুলো (প্রতি বছর ১/২ টি প্রশ্ন থাকে)

কাতারে ২০২২ সালে বিশ্বকাপ ফুটবল

- **আয়োজক দেশ** – কাতার, **আসর** - ২২তম।
- **মাস্কট**– লায়েব, **বল**– আল রিহলা (অর্থ– ভ্রমণ) Adidas কোম্পানির তৈরী
- **উদ্বোধনী ম্যাচ** – ২১ নভেম্বর ২০২২ (আল-বাইত স্টেডিয়াম)
- **ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে কাতারের জাতীয় দিবসে** – ১৮ ডিসেম্বর ২০২২ (লুসাইল স্টেডিয়াম, কাতার)।
- **অংশগ্রহণ করবে** – ৩২টি দেশ এবং ভেন্যু - ৮টি।
- **বিশ্বকাপ ফুটবলের প্রথম আয়োজক মুসলিম দেশ** – কাতার।
- **কাতারের সবচেয়ে বড় স্টেডিয়াম** – লুসাইল স্টেডিয়াম।

Note: ২০১৮ সালে ২১তম বিশ্বকাপ ফুটবল অনুষ্ঠিত হয়- রাশিয়ায় (চ্যাম্পিয়ন হয়- ফ্রান্স)

২৩তম বিশ্বকাপ ফুটবল-২০২৬

- **আয়োজক দেশ** – যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মেক্সিকো
- **অংশগ্রহণ করবে** – ৪৮ টি দেশ, ভেন্যু – ১২টি
- **ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে**– মেটলাইফ স্টেডিয়াম, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র
- **মোট ম্যাচ হবে**–৮০টি (যুক্তরাষ্ট্র-৬০টি, কানাডা-১০টি, মেক্সিকো-১০টি)।
- **২০২৬ সালে প্রথমবারের মতো ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন করবে** – কানাডা।

পরবর্তী আয়োজন

ফুটবল টুর্নামেন্ট	সাল	আয়োজক
৯ম নারী বিশ্বকাপ ফুটবল	২০২৩	অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড
১৮তম এশিয়া কাপ ফুটবল	২০২৩	চীন
১৭তম ইউরো ফুটবল	২০২৪	জার্মানি
২৪ তম বিশ্বকাপ ফুটবল	২০৩০	আর্জেন্টিনা, প্যারাগুয়ে, উরুগুয়ে ও চিলি
৪৮তম কোপা আমেরিকা	২০২৪	ইকুয়েডর

ক্রিকেট টুর্নামেন্ট	সাল	আয়োজক
৮ম টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২২	অস্ট্রেলিয়া
১৫তম এশিয়া কাপ	২০২২	শ্রীলঙ্কা
১৩ তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২৩	ভারত
৯ম টি-২০ বিশ্বকাপ	২০২৪	উইন্ডিজ, যুক্তরাষ্ট্র
১৪ তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০২৭	দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়ে
১৫ তম বিশ্বকাপ ক্রিকেট	২০৩১	বাংলাদেশ, ভারত

অলিম্পিক গেমস	সাল	আয়োজক
৩৩তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৪	প্যারিস, ফ্রান্স
৩৪তম গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক	২০২৮	লস এঞ্জেলস, যুক্তরাষ্ট্র
২৪তম শীতকালীন অলিম্পিক (হয়েছে)	২০২২	বেইজিং, চীন।
২৫তম শীতকালীন অলিম্পিক	২০২৬	মিলান এবং কর্টিনা, ইতালি
১৭তম প্যারা অলিম্পিক	২০২৪	প্যারিস, ফ্রান্স

এশিয়ান গেমস	সাল	আয়োজক
১৯তম এশিয়ান গেমস	২০২২	হাংজু, চীন
২০তম এশিয়ান গেমস	২০২৬	নাগোয়া, জাপান
২১তম এশিয়ান গেমস	২০৩০	দোহা, কাতার
২২তম এশিয়ান গেমস	২০৩৪	রিয়াদ, সৌদি আরব
২২তম কমনওয়েলথ গেমস	২০২২	বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য
১৩তম সাফ চ্যাম্পিয়ন শীপ	২০২১	মালদ্বীপ
১২তম মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেট (হয়েছে)	২০২১	নিউজিল্যান্ড

৬ষ্ঠ এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অনুষ্ঠিত হবে- বাংলাদেশ।

আগাম বার্তা

২০২২	• ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছর বা প্লাটিনাম জুবিলি পালিত হবে। প্রধান অতিথি থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
২০২৩	• আশ্রয়ন প্রকল্প-২ এর কাজ শেষ হবে।
২০২৪	• রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি-১ থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যুক্ত হবে ১২০০ মেগাওয়াট
২০২৫	• FIFA চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রপি আয়োজন করবে পাকিস্তান • রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি-২ থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ যুক্ত হবে ১২শ মেগাওয়াট
২০২৬	• ৩০ বছরের গঙ্গার পানি চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে। (১৯৯৬ সালের ১২ ডিসেম্বর চুক্তি হয়) • বাংলাদেশ LDC থেকে ২০২৬ সালে বের হয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে।
২০৩০	• টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (SDG) অর্জনের মেয়াদ শেষ হবে ৩১ ডিসেম্বর। • পৃথিবীতে নারী-পুরুষ সমান হবে (Planet 50:50) • বিশ্ব এইডস মুক্ত হবে ২০৩১ সালে
২০৩১	• বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হবে।
২০৪১	• বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে।
২০৪৭	• চীনে দ্বৈত নীতির মেয়াদ শেষ হবে।
২০৬২	• হ্যালির ধূমকেতু আবার দেখা যাবে (৭৬ বছর পর পর দেখা যায়)
২০৭১	• বাংলাদেশের স্বাধীনতার শতবর্ষ পালিত হবে।

পুরস্কার

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২

- **স্বাধীনতা পুরস্কার** -২০২২ পেয়েছে-৯ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ২টি প্রতিষ্ঠান।
- **পুরস্কার প্রদানের বিষয়**- স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্য এবং গবেষণা-প্রশিক্ষণ ও শতভাগ বিদ্যুতায়ন।
- **রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদান করা সর্বোচ্চ বেসামরিক পদক**– স্বাধীনতা পুরস্কার।

স্বাধীনতা পুরস্কার ২০২২ প্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি

বিশিষ্ট ব্যক্তি	অবদানের বিষয়
১. বীর মুক্তিযোদ্ধা ইলিয়াস আহমেদ চৌধুরী	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
২. শহীদ কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা (বীরবিক্রম)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৩. বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল জলিল	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৪. বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদদীন আহমেদ	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ

৫. বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ছহিউদ্দিন বিশ্বাস (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৬. বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজুল হক (মরণোত্তর)	স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ
৭. অধ্যাপক ডা. মো. কামরুল ইসলাম	চিকিৎসাবিদ্যা
৮. অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া	চিকিৎসাবিদ্যা
৯. সৈয়দ মাইনুল হোসেন (মরণোত্তর)	স্থাপত্যবিদ্যা

স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২২ প্রাপ্ত ২টি প্রতিষ্ঠান

প্রতিষ্ঠান	অবদানের বিষয়
০১. বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট	গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
০২. বাংলাদেশ বিদ্যুৎ বিভাগ	মুজিববর্ষে শতভাগ বিদ্যুতায়ন

একুশে পদক ২০২২

- ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, শিল্পকলা, গবেষণা, ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এ বছরের একুশে পদক পেয়েছেন - ২৪ গুণীজন।

নাম	ক্যাটাগরি
মির্জা তোফাজ্জল হোসেন মুকুল (মরণোত্তর) **এম এ মতিন (মরণোত্তর)**	ভাষা আন্দোলন (দুজন)
বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মতিউর রহমান **সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী (মরণোত্তর)** **কিউ এ বি এম রহমান, আমজাদ আলী খন্দকার**	মুক্তিযুদ্ধ (চারজন)
কবি কামাল চৌধুরী, ঝর্ণা দাশ পুরকায়স্থ	ভাষা ও সাহিত্য (দুজন)*
এম এ মালেক	সাংবাদিকতা
মো. আনোয়ার হোসেন	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
অধ্যাপক ড. গৌতম বুদ্ধ দাশ	শিক্ষায়
এস এম আব্রাহাম লিংকন, সংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাথের	সমাজসেবা
ড. মো. এনামুল হক (দলনেতা) **ড. সহানাজ সুলতানা, ড. জান্নাতুল ফেরদৌস।** **দলগতভাবে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের**	গবেষণায় (উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান আবিষ্কারের জন্য) চারজন (দলগতভাবে তিনজন)।

নোবেল পুরস্কার ২০২১

বিষয়	নোবেল বিজয়ী	অবদান
১. শান্তি (Peace) ***	মারিয়া রেসা (ফিলিপাইন) ও দিমিত্রি মুরাতভ (রাশিয়া)। প্রথম ফিলিপিনো ও প্রথম নারী সাংবাদিক হিসেবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।	মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী শান্তির একটি পূর্ব শর্ত। সেই স্বাধীনতার রক্ষায় ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে।
২. সাহিত্য ***	আব্দুল রাজাক গুরনাহ প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ মুসলিম ও প্রথম তানজানিয়ান নোবেল জয়ী।	ঔপনিবেশিকতার প্রভাব নিয়ে আপোসহীন ও সহানুভূতিশীল লেখনির জন্য
৩. অর্থনীতি ***	ডেভিড কার্ড (কানাডা) জোশুয়া ডি অ্যাংগ্রিস্ট (যুক্তরাষ্ট্র) গুইডো ডব্লিউ ইমবেন্স (নেদারল্যান্ডস)	ডেভিড শ্রম অর্থনীতিতে এবং অ্যাংগ্রিস্ট ও ইমবেন্স কার্যকরণ সম্পর্ক নিয়ে গবেষণার জন্য।
৪. চিকিৎসা	ডেভিড জুলিয়াস (যুক্তরাষ্ট্র) আরডাম পাটাপুটিয়ান (লেবানন)	মানুষের উষ্ণতা ও স্পর্শের অনুভূতি বুঝতে পারার রিসেপ্টর আবিষ্কারের জন্য।
৫. পদার্থ	সিউকুরো মানাবে (জাপান) ক্লাউস হ্যাসেলম্যান (জার্মানি) জর্জিও প্যারিসি (ইতালি)	জটিল ভৌত ব্যবস্থা (ফিজিক্যাল কমপ্লেক্স সিস্টেম) নিয়ে গবেষণার জন্য
৬. রসায়ন	বেঞ্জামিন লিস্ট (জার্মানি) ডেভিড ম্যাকমিলান (যুক্তরাজ্য)	জৈব - অনুঘটন বিক্রিয়া (অ্যাসিমেট্রিক আর্গানোক্যাটালাইসিস) আবিষ্কারের জন্য

নোবেল পুরস্কার-২০২০

বিষয়	নোবেল বিজয়ী	অবদান
১. শান্তি (peace) ******	জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি বা ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম (WFP)	ক্ষুধামুক্ত বিশ্ব গড়তে এবং সংঘাত কবলিত এলাকায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য।
২. সাহিত্য ****	মার্কিন কবি লুইস গ্লাক	সরল ও সৌন্দর্যময় সুস্পষ্ট কাব্যিক কণ্ঠস্বরের জন্য
৩. অর্থনীতি	পল আর মিলগ্রোম (USA) রবার্ট বি উইলসন (USA)	নিলাম তত্ত্ব উন্নয়ন ও নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনের জন্য

৯৪তম অস্কার (একাডেমি অ্যাওয়ার্ড)-২০২২

- **৯৪তম অস্কার জয়ী চলচ্চিত্র-** কোডা (CODA)।
- **সেরা পরিচালক -** জেন ক্যাম্পিয়ন।
- **সেরা অভিনেতা-** উইল স্মিথ।
- **সেরা অভিনেত্রী-** জেসিকা চ্যাস্টেইন।
- **সেরা এনিমেটেড চলচ্চিত্র-** এনচ্যান্টে।
- **সেরা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-** ড্রাইভ মাই কার (জাপান)।

তম	চলচ্চিত্র	পরিচালক
৯৪তম	কোডা	জেন ক্যাম্পিয়ন
৯৩তম	নোম্যাডল্যান্ড	ক্লোয়ি ঝাও, চীন
৯২তম	প্যারাসাইট	বং জুন হো

কান চলচ্চিত্র উৎসব-২০২১

আসর	৭৪তম
স্বর্ণপাম জয় করে	তিতান
সেরা পরিচালক	লিও কারা অ্যানেট
সেরা অভিনেতা	ক্যালেব ল্যানি জোনস

- **কান আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে অফিশিয়াল সিলেকশনে আমন্ত্রণ পাওয়া প্রথম বাংলাদেশি চলচ্চিত্র-** রেহানা মরিয়ম নূর **
- **রেহানা মরিয়ম নূর চলচ্চিত্রের পরিচালক-** আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ*
- **প্রথম বাংলাদেশি অভিনেত্রী হিসেবে কানে যোগদান করেন-** আজমেরী হক বাঁধন

ম্যান বুকার পুরস্কার

সাল	ব্যক্তি	উপন্যাস
২০২০	ডগলাস স্টুয়ার্ট	শুগি বেইন
২০২১	ডেভিড ডিওপ (ফরাসি)	অ্যাট নাইট অল ব্লাড ইস ব্ল্যাক

পুলিৎজার পুরস্কার-২০২১

- **২০২১ সালে পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেছেন–** ১৭ বছর বয়সী কিশোরী ডারনেলা ফ্রিজিয়ার (যুক্তরাষ্ট্র পুলিশের নির্যাতনে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্লয়েড হত্যাকান্ডের ভিডিওচিত্র ধারণ করার পুরস্কার পান)
- **পুলিৎজার পুরস্কার দেয়া হয়–** ২১টি ক্যাটাগোরিতে

জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ২০২০

- **সেরা চলচ্চিত্র-** গোর (পরিচালক– গাজী রাকায়েত হোসেন), বিশ্ব সুন্দরী (পরিচালক– চয়নিকা চৌধুরী)।***
- **সেরা অভিনেতা–** সিয়াম আহমেদ (চলচ্চিত্র– বিশ্ব সুন্দরী)
- **সেরা অভিনেত্রী–** রোজালিন দ্বিপান্বিতা মার্টিন (চলচ্চিত্র– গোর)
- **সেরা শিশু শিল্পী–** ঋদ্ধি
- **সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র-** আড়ং (পরিচালক– জান্নাতুল ফেরদাউস)
- **সেরা প্রামাণ্য চলচ্চিত্র–** বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় (পরিচালক– সৈয়দ আশিক রহমান)**
- **আজীবন সম্মাননা-** আনোয়ারা বেগম ও রাইসুল ইসলাম আসাদ

সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্র

- **স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র "জনকের মুখ" পরিচালক-** মান্নান হীরা।
- **মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র "একজন মহান পিতা" পরিচালক-** মির্জা সাখাওয়াত হোসেন।
- **বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র "মধুমতি পাড়ের মানুষঃ শেখ মুজিবুর রহমান" এর পরিচালক-** তানভীর মোকাম্মেল।***
- **মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক চলচ্চিত্র "১৯৭১ সেইসব দিন" পরিচালক-** হৃদি হক।
- **জেমস বন্ড সিরিজের ২৫তম চলচ্চিত্রের নাম-** No Time to Die

জাতীয় পরিবেশ পদক–২০২১

- **জাতীয় পরিবেশ পদক-২০২১ ঘোষণা করা হয়–** ২০২২ সালে।
- **জাতীয় পরিবেশ পদক প্রবর্তন করা হয়–** ২০০৯ সালে।
- **জাতীয় পরিবেশ পদক প্রদানের উদ্দেশ্য–** পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নের অসমান্য অবদানে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পদক প্রদান করা হয়

অন্যান্য পুরস্কার

- **নোম্যাডল্যান্ড চলচ্চিত্রের জন্য ২য় নারী পরিচালক হিসেবে অস্কার বিজয়ী–** চীনের ক্লোয়ি ঝাও
- **কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০২০ সালে প্রবর্তিত পুরস্কারের নাম-** বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স।***
- **'বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমেটিক অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স' পুরস্কার লাভ করেন-** দেশীয় কূটনীতিবিদ এম খোরশেদ আলম এবং বিদেশী কূটনীতিবিদ আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত সায়েদ মোহম্মদ আল মেহেরি।***
- **পল্লীবন্ধু পুরস্কার–২০২২ পেয়েছেন–** বিশিষ্ট ৮ জন ব্যক্তি (প্রথমবারের মতো এই পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে)।
- **২০২২ সালে একুশে পদক পান–** ২৪ বিশিষ্ট ব্যক্তি।
- **২০২১ সালে সাহিত্যের নোবেল খ্যাত বুকার পুরস্কার লাভ করে "দ্য প্রমিজ" গ্রন্থের জন্য–** দক্ষিণ আফ্রিকার লেখক ডেমন গ্যালগেট।
- **২০২১ সালের ৭৪তম কান চলচ্চিত্র উৎসবে পাম ডি'সির জিতলো–** ফরাসি ছায়াছবি তিতান।**

বাংলাদেশের বিভিন্ন পদের প্রধান ***

প্রধান	ব্যক্তি
প্রথম নারী স্পিকার	শিরিন শারমীন চৌধুরী (১৩তম)
ডেপুটি স্পিকার	ফজলে রাব্বী মিয়া
প্রধান বিচারপতি	হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী (২৩তম)*
বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর	ফজলে কবির (১১তম)
অ্যাটর্নি জেনারেল (রাষ্ট্রের প্রধান আইন কর্মকর্তা)	এ এম আমিন উদ্দিন (১৬তম)***
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) এর চেয়ারম্যান	মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আব্দুল্লাহ (৬ষ্ঠ)**
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (UGC)	অধ্যাপক ড. কাজী শহীদুল্লাহ
মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান	নাছিমা বেগম (৪র্থ), নারী হিসেবে প্রথম চেয়ারম্যান**
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি	ড. আখতারুজ্জামান খান (২৮তম)
বাংলা একাডেমির সভাপতি	সেলিনা হোসেন** (১ম নারী)
বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক	মুহাম্মদ নূরুল হুদা
বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান	জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহম্মেদ (১৭তম)
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রধান	এডমিরাল শাহীন ইকবাল
বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রধান	এয়ার চীফ মার্শাল শেখ আব্দুল হান্নান
পুলিশের প্রধান পরিদর্শক (IGP)	ড. বেনজির আহমেদ (৩০তম)
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (BGB)	মেজর জেনারেল সাকিল আহমেদ
র‍্যাবের মহাপরিচালক	চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন (৯ম)
সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান (BPSC)	সোহরাব হোসাইন (১৪তম) **
BGMEA এর সভাপতি	ফারুক হাসান
জাতিসংঘে বাংলাদেশের বর্তমান স্থায়ী প্রতিনিধি*	রাবাব ফাতিমা (১৪তম)

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (BPSC)

- **বর্তমান সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য–** ১৫ জন
- **বর্তমান চেয়ারম্যান–** মো: সোহরাব হোসাইন (১৪তম)
- **বর্তমান ক্যাডার সংখ্যা–** ২৬টি
- **৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে নতুন সদস্য হয় ২ জন–** অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) ও অধ্যাপক মুবিন খন্দকার (মার্কেটিং বিভাগ)

নতুন তিন জাতীয় অধ্যাপক

আলমগীর মোহম্মদ সিরাজুদ্দীন	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও ইমেরিটাস অধ্যাপক
অধ্যাপক একে আজাদ খান	বারডেমের সভাপতি
অধ্যাপক মাহমুদ হাসান	বাংলাদেশ গ্যাস্ট্রোএনটারোলজি সোসাইটির সভাপতি

রাশিয়া	ভ্লাদিমির পুতিন (৪র্থবারের মত নির্বাচিত হন)	ফ্রান্স	ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ***
চীন	শি জিন পিং	উত্তর কোরিয়া	কিম জং উন

বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচিত কিছু প্রধানমন্ত্রী

দেশ	প্রধানমন্ত্রী	দেশ	প্রধানমন্ত্রী
ভারত	নরেন্দ্র মোদী (১৬তম)	জাপান	ফুমিও কাশিদা
পাকিস্তান	শাহবাজ শরীফ (২৩তম)	ইসরাইল	নাফতালি বেনেট (১৩তম)
নেপাল	কে পি শর্মা অলি	ফিলিস্তিন	মোহাম্মদ শাতায়াহ
ভুটান	লোটে শেরিং***	অস্ট্রেলিয়া	স্কট মরিসন
মালয়েশিয়া	ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব (৯ম)	নিউজিল্যান্ড	জেসিন্ডা আরডার্ন***
কানাডা	জাস্টিন ট্রুডো***	জার্মানি	ওলাফ শলসই (চ্যান্সেলর)***
চীন	লি কেকিয়াং	ফ্রান্স	জঁ কেস্তে
থাইল্যান্ড	প্রাইউথ শান-ওশা	নরওয়ে	আর্না সোলবার্গ
ইতালি	দ্রাঘি	শ্রীলঙ্কা	মাহিন্দা রাজাপক্ষ
দক্ষিণ কোরিয়া	কিম বু কিয়াম	হাইতি	অ্যারিয়েল হেনরি

বিভিন্ন দেশের বর্তমান রাজা-বাদশা

সালমান বিন আব্দুল আজিজ	সৌদি বাদশাহ
মুহাম্মদ বিন সালমান	সৌদি ক্রাউন প্রিন্স
সৈয়দ আলী হোসেনী খামেনেয়ী	ইরানে সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা
নারুহিতো***	জাপানের ১২৬ তম মিকাডো
মাহা ভাজিরালংকন	থাইল্যান্ডের রাজা
জুলিয়ান ফ্রান্সিস ***	ভ্যাটিকানের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান ও ২৬৬তম পোপ

সম্প্রতি কয়েকটি স্বাধীনতাকামী প্রদেশ

স্বাধীনতাকামী প্রদেশ	যে দেশের অংশ	স্বাধীনতাকামী প্রদেশ	যে দেশের অংশ
ক্যালিফোর্নিয়া ***	যুক্তরাষ্ট্র	বাংসামারো	ফিলিপাইন
কাতালোনিয়া ***	স্পেন	আবখাজিয়া, দক্ষিণ ওশেটিয়া	রাশিয়া
কুর্দিস্তান ***	ইরাক	তাতারিস্তান	
নিউ ক্যালিডোনিয়া ***	ফ্রান্স	ইরিয়ান জায়া, বান্দা আচেহ	ইন্দোনেশিয়া
কারেন রাজ্য ***	মিয়ানমার	পশ্চিম পাপুয়া, পশ্চিম তিমুর	

UNESCO কর্তৃক ঘোষিত বাংলাদেশের বিশ্ব ঐতিহ্য–৩টি

নাম	অবস্থান	সাল	তম
ষাট গম্বুজ মসজিদ	বাগেরহাট	১৯৮৫ সালে	৩২১ তম
সোমপুর বিহার	নওগাঁ	১৯৮৫ সালে	৩২২ তম
সুন্দরবন	বাংলাদেশ	৬ ডিসেম্বর ১৯৯৭	৭৯৮ তম

ইউনেস্কো স্বীকৃত স্পর্শকাতর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য - ৪টি

বাউল গান-২০০৮	জামদানী শাড়ি - ২০১৩	মঙ্গল শোভাযাত্রা - ২০১৬	শীতলপাটি - ২০১৭

(GI) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য - ৯টি ****

- GI এর পূর্ণরূপ– Geographical Indication
- জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা - WIPO GI পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

জামদানি শাড়ী - ২০১৬	ইলিশ মাছ - ২০১৭	খিরসাপাতি আম/ হিমসাগর আম– ২০১৯
ঢাকাই মসলিন- ২০২০	রাজশাহী সিল্ক ২০২১	রংপুরের শতরঞ্জি ২০২১
দিনাজপুরের কালিজিরা- ২০২১	দিনাজপুরের কাটারিভোগ ২০২১	নেত্রকোনার বিজয়পুরের সাদা মাটি ২০২১

বাংলাদেশের ২ টি স্থান রামসার সাইট হিসেবে স্বীকৃত**

১৯৭১ সালে ইরানের রামসারে বিশ্বব্যাপী জৈব পরিবেশ রক্ষায় চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ১৯৭৫ সালে এই চুক্তি কার্যকর হয়। আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জলাভূমি রামসার সাইট হিসেবে তালিকাভুক্ত করে।

সুন্দরবন (১৯৯২ সালে স্বীকৃতি)	টাঙ্গুয়ার হাওর (সুনামগঞ্জ) - ২০০০ সাল	হাকালুকি হাওর, মৌলভীবাজার (৩য় টি প্রক্রিয়াধীন)

বাংলাদেশের উন্নয়নমূলক প্রকল্প

- বাংলাদেশের মেগা প্রজেক্ট– ১০টি
- সরকার মেগা প্রজেক্ট প্রকল্প গ্রহণ করেন– ২০০৯ সালে
- মেগা প্রজেক্টগুলোকে "Fast Track Project" ঘোষণা করে– ২০১৪ সালে
- "Fast Track Monitoring Authority – অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে

পদ্মা সেতু ***

- অফিসিয়াল নাম - পদ্মা বহুমুখী সেতু, (ডিজাইন-Truss Bridge)
- নির্মাণ কাজ শুরু হয় - ৭ ডিসেম্বর ২০১৪।
- মূল সেতুর কাজের উদ্বোধন– ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক)
- অবস্থান – মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত।
- পদ্মা সেতুর সাথে পত্যক্ষ জড়িত জেলা– ৩টি (মুন্সিগঞ্জ, শরীয়তপুর ও মাদারীপুর)।
- দৈর্ঘ্য – ৬.১৫ কিলোমিটার, প্রস্থ – ১৮.১০ মিটার।
- সংযোগ সেতুসহ মোট দৈর্ঘ্য– ৯.৮৩ কি.মি.
- পদ্মা সেতুর ফলে দেশের জিডিপি বাড়বে– ১.২৩%
- দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জিডিপি বাড়বে– ২.৩%
- লেন– ৪টি, পিলার – ৪২টি।
- স্প্যান– ৪১টি (স্প্যানের দৈর্ঘ্য - ১৫০ মিটার)।
- সেতুর মূল আকৃতি– দুই তলা, চার লেন
- নদী শাসনের কাজ করছে– সিনো হাইড্রো করপোরেশন
- পদ্মা সেতুতে পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে– ১২২মিটার
- আয়ুষ্কাল হবে – ১০০ বছর, উপাদান - কংক্রিট, স্টিল।
- সেতুর ধরন – দ্বিতল (উপরে সড়ক এবং নিচে রেলপথ)।
- নির্মাতা প্রতিষ্ঠান – চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেড
- সংযুক্ত করবে দেশের – ২১টি জেলা।
- ভূমিকম্পের সহনশীল মাত্রা রিখটার স্কেল – ৯।
- পদ্মা সেতু নির্মাণে অর্থায়ন করছে - বাংলাদেশ সরকার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৩টি গ্রন্থ **

অসমাপ্ত আত্মজীবনী (The Unfinished memoirs)

- **বঙ্গবন্ধুর প্রথম আত্মজীবনী** – অসমাপ্ত আত্মজীবনী
- **"দি ইউনিভার্সিটি প্রেস" থেকে প্রকাশিত হয়**– ২০১২ সালের ১৮ জুনে
- **লেখার জন্য অনুপ্রেরণা দেন**– শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব
- **ইংরেজি অনুবাদ করেন**– ঢাবির ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক ফখরুল আলম

- **গ্রন্থটিতে ঘটনা স্থান পেয়েছে**– ১৯২০-১৯৫৫ সাল পর্যন্ত
- **গ্রন্থটি লেখা হয়**– ১৯৬৭-১৯৬৯ সালে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে **
- **বইটির ভূমিকা লিখেন**– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- **গ্রন্থটি সম্পাদনা করেছেন**– সামসুজ্জামান খান
- **প্রচ্ছদ শিল্পী ছিলেন**– সমর মজুমদার।
- **বইটি প্রকাশিত হয়েছে**– মোট ১৮টি ভাষায়
- **বইটি অনূদিত হয়েছে**– ১৭টি ভাষায় (ইংরেজি, চীনা, জাপানিজ, আরবি, ফরাসি, হিন্দি, তুর্কি, উর্দু, স্প্যানিশ, অসমীয়া, মালয়, ইতালীয়, রুশ, নেপালী, কোরিয়ান, মারাঠি এবং গ্রিক) **
- **সর্বশেষ অনূদিত হয়েছে**– গ্রিক ভাষায় (৩১ অক্টোবর ২০২১) **
- **গ্রিক ভাষায় অনুবাদ করেন**– দিমিত্রিয়স ভ্যাসিলিয়াডিস
- **২০২১ সালের ১২ অক্টোবর মারাঠি ভাষায় প্রকাশ করেন**– অর্পনা ভেলনকার (অনুবাদ গ্রন্থের নাম– অপূর্ণ আত্মকথা)
- **অসমাপ্ত আত্মজীবনী নিয়ে নির্মিত চলচ্চিত্র**– চিরঞ্জীব মুজিব
- **চিরঞ্জীব মুজিব চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকায় অভিনয় করবেন**– আহমেদ রুবেল **,**পরিচালক**– নজরুল ইসলাম **
- **কোরীয় ভাষায় অনুবাদ করেন**– লি ডং হিউন **

কারাগারের রোজনামচা (Prison Diaries)

- **বঙ্গবন্ধুর ২য় আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ** – কারাগারের রোজনামচা
- **বইটির ভূমিকা লেখেন**– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- **প্রকাশিত হয়** – ২০১৭ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ৯৮ জন্ম বার্ষিকীতে

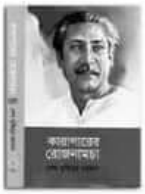

- **গ্রন্থটি প্রকাশ করে**– বাংলা একাডেমি
- **বইটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন** – ফখরুল আলম
- **নামকরণ করেন বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ কন্যা**– শেখ রেহানা
- **গ্রন্থে স্থান পেয়েছে**– ১৯৬৬-৬৮ সাল জেল জীবনেরচিত্র
- **বইটির প্রচ্ছদ শিল্পী**– তারিক সুজাত
- **বইটি প্রকাশিত হয়েছে**– মোট ৫টি ভাষায়
- **অনূদিত হয়েছে**– ৪টি ভাষায় (ইংরেজি, অসমীয়া, নেপালি ও ফরাসি) **
- **২০২১ সালের ১৭ ই জুন ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করেন**– ফিলিপে বেনোয়াঁ
- **ফরাসি ভাষায় অনূদিত গ্রন্থের নাম**– Journal De Prison **
- **বঙ্গবন্ধুর জেলখানার জীবনের উপর লেখা বই**– ৩০৫৩ দিন

আমার দেখা নয়াচীন (New China 1952)

- **চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা ভ্রমণ কাহিনী নির্ভর বই**– আমার দেখা নয়াচীন
- **বঙ্গবন্ধুর ৩য় আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ**– আমার দেখা নয়াচীন
- **বঙ্গবন্ধুর ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে আমার দেখা নয়াচীন বইটি লেখা শুরু করেছেন**– ১৯৫৪ সালে

- **প্রকাশিত হয়**–২০২০ সালে ২রা ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমি কর্তৃক
- **বইটির ভূমিকা লিখেছেন**– বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা
- **বইটি ইংরেজি অনুবাদ করেছেন** – ফখরুল আলম (১৮ মার্চ, ২০২১)

বঙ্গবন্ধু নিয়ে নির্মিত উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র

- **মুজিব**– একটি জাতির রূপকার– বায়ো গ্রাফিমূলক চলচ্চিত্র (পরিচালক– শ্যাম বেনেগাল)।
- **তর্জনী**– ৭ মার্চের ভাষণকেন্দ্রিক চলচ্চিত্র (পরিচালক– সোহেল বয়াতি)
- **মুজিব আমার পিতা**– অ্যানিমেশন চলচ্চিত্র (পরিচালক– সোহেল মোহাম্মদ রানা)।
- **পলাশী থেকে ধানমন্ডি**– ডকুড্রামামূলক চলচ্চিত্র (নির্মাতা– আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী।
- **গ্রাফিক নভেল**– জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র (প্রকাশক– রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি)।
- **৫৭০–১৫** আগস্টের হত্যাকাণ্ড নির্ভর চলচ্চিত্র (পরিচালক– আশরাফ শিশির)।

বঙ্গবন্ধুর নামে ইউনেস্কোর পুরস্কার প্রদান

- **ইউনেস্কো সৃজনশীল অর্থনীতিতে উদ্যোগের জন্য তরুণদের উৎসাহিত করতে পুরস্কার চালু করে**- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ইন দ্য ফিল্ড অব ক্রিয়েটিভ ইকোনমি।
- **পুরস্কারের বিষয়**– সৃজনশীল/সৃষ্টিশীল অর্থনীতিতে অবদানের জন্য
- **পুরস্কারের অর্থমূল্য**– ৫০ হাজার মার্কিন ডলার
- **বঙ্গবন্ধুর নামে ২০২১ সালের নভেম্বরে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা করে**– ইউনেস্কো
- **প্রথম পুরস্কার ঘোষণা করা হয়**– ইউনেস্কোর ৪১তম সাধারণ সভায় চলাকালে
- **২০২১ সালের ১১ নভেম্বর প্যারিসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথম পুরস্কার তুলে দেন**– উগান্ডা কাম্পালা ভিত্তিক মোটিভ ক্রিয়েশন লিমিটেডের কর্তৃপক্ষ জাফেথ কাওয়ানগুজির হাতে
- **ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও ইউনেস্কোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি কাজী ইমতিয়াজ হোসেন বঙ্গবন্ধু পুরস্কারের প্রস্তাব দেন** - ২০১৯ সালের আগস্টে।

বঙ্গবন্ধুনামা

- **পাকিস্তান আমলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর বিভিন্ন গোয়েন্দা দপ্তর সংরক্ষিত গোপনীয় যে প্রতিবেদন দেয়া হয়েছিল, সেসবের ভেতর থেকে ১৯৪৮-১৯৫০ তিন বছরের প্রতিবেদনগুলো নিয়ে সংকলিত গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হয়**- ৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮
- **গ্রন্থের নাম** – "সিক্রেট ডকুমেন্ট অব ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ অন ফাদার অব দ্য নেশন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান"

- গ্রন্থের মোট খন্ড - ১৪ খন্ড
- প্রকাশ - প্রথম খন্ড (প্রথম খণ্ডে ১৯৪৮-১৯৫০ সাল পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর আন্দোলন, সংগ্রাম, ভাষণ, গতিবিধি এবং কর্মকাণ্ডের বিভিন্ন তথ্য সংযোজিত হয়েছে)।
- বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে পাকিস্তানি গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সূচনা - ১৩ জানুয়ারি ১৯৪৮।
- দ্বিতীয় গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রকাশ - ৩ মার্চ ১৯৪৮।
- ১৯৪৮-১৯৫০ এই তিন বছরে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে গোয়েন্দা প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে- ৩২১টি (তখন বঙ্গবন্ধুর বয়স ছিল ২৮ বছর)।

মুজিব শতবর্ষ অ্যাপ

- মুজিব শতবর্ষ অ্যাপ উদ্বোধন – ১৪ মার্চ ২০২১
- উদ্বোধন করে – তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

বঙ্গবন্ধু সমাচার

- বঙ্গবন্ধুর বক্তৃতা সম্ভার -বঙ্গবন্ধুর ১০০টি ভাষণের সমন্বয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ। মুখবন্ধ লিখেন- প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
- ৩০৫৩ দিন– ৩০ জুলাই ২০১৮ বঙ্গবন্ধুর জেল জীবনের উপরে বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়।
- বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিতব্য বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক চলচ্চিত্র- বঙ্গবন্ধু
- চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করার জন্য মনোনীত করা হয় - ভারতের প্রখ্যাত পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার শ্যাম বেনেগালকে।
- ১৫ আগস্ট ২০১৯ জাতিসংঘ সদর দপ্তরে জাতীয় শোক দিবস অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুকে ফ্রেন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড বা 'বিশ্ববন্ধু' হিসাবে আখ্যা দেন – আনোয়ারুল করিম চৌধুরী।
- নয়াদিল্লির পার্ক স্ট্রিটের নামকরণ করা হয় – বঙ্গবন্ধুর নামে
- বঙ্গবন্ধু স্কয়ার নির্মিত হচ্ছে– বাংলাবান্ধা, পঞ্চগড়
- বঙ্গবন্ধু চত্বর হচ্ছে– কক্সবাজারের কলাতলিতে।
- বঙ্গোপসাগরে যে দ্বীপের সন্ধান মিলেছে– বঙ্গবন্ধু দ্বীপ।
- বঙ্গবন্ধু দ্বীপ মংলার সমুদ্রবন্দর থেকে দূরত্ব– ৮০ কিলোমিটার দক্ষিণে
- বঙ্গবন্ধু দ্বীপ সুন্দরবনের হিরন পয়েন্ট থেকে দূরত্ব– ১৫ কিলোমিটার
- বঙ্গবন্ধু দ্বীপের আয়তন– ৭.৮৪ বর্গ কি. মি.।
- অসমাপ্ত আত্মজীবনী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে – চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (ইংরেজি বিভাগ)।
- বিবিসি রিপোর্টে শ্রেষ্ঠ বাঙালি– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (২০০৪ সাল)।
- বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে নির্মিত নাটকের নাম – মহা মানবের দেশে (পরিচালক– মান্নান হীরা)।

বঙ্গবন্ধু টাওয়ার

- উচ্চতা - ২০ তলা
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বাসভবন
- প্রেক্ষাপট - ১৯৪৯ সালে ঢাবি চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ায় ছাত্রত্ব বাতিল হয় এই মহান নেতার। যার প্রেক্ষাপটে এই ভবনের নামকরণ করা হয়। ছাত্রত্ব ফিরিয়ে দেয়া হয়-১৪ আগস্ট ২০১০ সালে।***

বঙ্গবন্ধুর হত্যাকান্ডের মৃত্যুদন্ডাদেশ প্রাপ্ত খুনি

- বঙ্গবন্ধুসহ মোট ১৭ জনকে ধানমন্ডি ৩২ নং সড়কের বাড়িতে হত্যা করা হয় - ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ।
- বঙ্গবন্ধুর ব্যক্তিগত সহকারী মহিতুল ইসলাম বাদী হয়ে ধানমন্ডি থানায় মামলা করেন - ১৯৯৬ সালের ২ অক্টোবর।
- সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ১২ জনকে মৃত্যুদন্ড দেয় - ১৯ নভেম্বর, ২০০৯ সালে।
- প্রথম ফাঁসি কার্যকর - ২৮ জানুয়ারি, ২০১০ সালে (৫ জনের)।
- সম্প্রতি ক্যাপ্টেন আব্দুল মাজেদের ফাঁসি কার্যকর হয় - ১২ এপ্রিল, ২০২০ সালে।
- মোট ফাঁসি কার্যকর - ৬ জনের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে তথ্যচিত্র

নাম	তথ্যপ্রবাহ
১. লেটস টক উইথ শেখ হাসিনা	১৫০ জন তরুণ-তরুণী নিয়ে শীর্ষক অনুষ্ঠান
২. শেখ হাসিনা দ্যা লিডার	১১ মিনিট ৩৩ সেকেন্ড রাজনৈতিক তথ্যচিত্র
৩. শেখ হাসিনা, আ ডটার'স টেল প্রামাণ্যচিত্র	৭০ মিনিটের প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা - পিপলু খান
৪. হাসিনা হাকাইক আসাতি গ্রন্থ	মিসরীয় সাংবাদিক ও গবেষক মুহসেন আলী আরসি

শেখ হাসিনার গ্রন্থ ও অন্যান্য তথ্য

- শেখ মুজিব আমার পিতা
- ওরা টোকাই কেন?
- Democracy Poverty Elimination and Peace
- Democracy is Distress Demeaned Humanity
- Living is Tears
- দারিদ্র্য দূরীকরণ কিছু চিন্তা ভাবনা
- বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য বঙ্গবন্ধুর ভাষণ
- আমাদের ছোট রাসেল সোনা

- 'শেখ হাসিনা ধরলা সেতু' সেতুবন্ধন করেছে– কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট জেলাকে।
- 'শেখ হাসিনা সেনানিবাস অবস্থিত– পটুয়াখালী জেলার লেবুখালীতে।
- 'শেখ হাসিনা নকশী পল্লী' অবস্থিত– জামালপুরে।
- শেখ হাসিনা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়– খুলনা
- 'Peace and Harmony'– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে লিখিত কবিতার সংকলিত গ্রন্থ।

অ্যাওয়ার্ডের নাম	সাল	প্রদানকারী	অবদান
এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কার	২০২১	জাতিসংঘ সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট সল্যুশনস নেটওয়ার্ক (SDSN)	দারিদ্র্য দূরীকরণ, পৃথিবীর সুরক্ষা ও সবার জন্য শান্তি সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ
WITSA Eminent Persons Award-2021.	২০২১	World Information Technology and Services Alliance (WITSA)	তথ্য প্রযুক্তিতে অবদান রাখায়

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু-১

- বাংলাদেশের ১ম কৃত্রিম উপগ্রহ/স্যাটেলাইট– বঙ্গবন্ধু-১
- বাংলাদেশ বিশ্বের নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয়– ৫৭ তম দেশ হিসেবে।
- উৎক্ষেপণ হয়– ১১ মে, ২০১৮ আমেরিকার সময়। ১২ মে, ২০১৮ প্রথম প্রহরে ২:১৪ মিনিটে (বাংলাদেশ সময়)
- ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের মাধ্যমে সেবা চালু করে– ১৯ মে, ২০১৯।
- স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ১ম পরীক্ষামূলক সম্প্রচার শুরু - ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮(সাউথ এশিয়া ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বাংলাদেশ ও ভুটানের মধ্যকার ম্যাচ)।
- বাংলাদেশে ক্যাবল সংযোগ ছাড়াই স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখার মাধ্যমে DTH(ডিরেক্ট টু হোম) চালু করে - বেক্সিমকো কমিউনিকেশন্সের "আকাশ"।
- থ্যালেস অ্যালেনিয়া পর্যবেক্ষণ করছে - প্রথম ৩ বছর এবং পরে বাংলাদেশকে দায়িত্ব দিয়।
- স্থায়িত্ব – ১৫ বছরের জন্য রাশিয়ার কাছ থেকে অরবিটাল স্লট কেনা হয়েছে (২০১৪ সাল)।
- মহাকাশে নির্ধারিত কক্ষপথের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়– যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে।
- উৎক্ষেপণকারী প্রতিষ্ঠান– যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস এক্সের লঞ্চ প্যাড
- স্যাটেলাইটটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান– বিটিআরসি (বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন)।
- স্যাটেলাইটটির মূল কাঠামো তৈরি ও ডিজাইন করে– থ্যালেস অ্যালেনিয়া কোম্পানি (ফ্রান্স)।
- স্যাটেলাইটটি মহাকাশে পাঠানো হয় যে রকেটে– ফ্যালকন-৯
- স্যাটেলাইট উড়ানোর কাজটি বিদেশে হলেও এটি নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে– গাজীপুরে জয়দেবপুরে গ্রাউন্ড কন্ট্রোল স্টেশন ও রাঙ্গামাটি বেতবুনিয়া গ্রাউন্ড স্টেশন।
- স্যাটেলাইটি তত্ত্বাবধায়ক বিটিআরসি যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে– ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটে মোট ট্রান্সপন্ডার– ৪০টি (২০টি দেশের জন্য ব্যবহার করা হবে এবং ২০টি বিক্রি করবে)।
- মহাকাশে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের অবস্থান– ১১৯°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে
- স্যাটেলাইট কার্যকর হওয়ার পর নিয়ন্ত্রণ যাবে তিনটি বিদেশি গ্রাউন্ড স্টেশন– যুক্তরাষ্ট্রে, ইতালি ও দক্ষিণ কোরিয়া।
- স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের শ্লোগান– জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
- ওজন– ৩ হাজার ৭০০ কেজি এবং খরচ হয়– ২,৭৬৫ কোটি টাকা।
- ১৯৫৭ সালে প্রথম স্যাটেলাইট প্রেরণ করেন স্পুটনিক-১ করে– সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২

- দেশের ২য় স্যাটেলাইটের নাম- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২।
- স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হবে- ২০২৩ সালে।
- ২য় স্যাটেলাইট প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পায়- Price water house coopers (PwC), ফ্রান্স।
- নিয়োগ পায়- ১৯ জানুয়ারি ২০২০।
- নির্মাণ ও উৎক্ষেপণ করবে– গ্লাভকসমস সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে– রাশিয়ার রাষ্ট্রায়ত্ত মহাকাশ সংস্থা রসকানমাস এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান গ্লাভকসমস ও বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানী (BSCL)
- আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে– ৩৭০৭ কোটি টাকা।

মৈত্রী বন্ধনে বাংলাদেশ–ভারত

স্বাধীনতা সড়ক

- চালু হয়– ২৬ মার্চ, ২০২১ (বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে)
- সড়ক নির্মাণের প্রেক্ষাপট– ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের প্রথম সরকারের মন্ত্রিসভার সদস্যরা শপথ নেন মেহেরপুরের মুজিবনগরে। ভারত থেকে যে পথ দিয়ে জাতীয় চার নেতা মুক্তিযোদ্ধারা ও বিদেশী সংবাদকর্মী এসেছিলেন তাঁরই নামকরণ করা হয়– স্বাধীনতা সড়ক।

মৈত্রী সেতু

- অবস্থান– ফেনী নদীর উপর (বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তে)
- দৈর্ঘ্য– ১.৯ কিলোমিটার; প্রস্থ– ১৪.৮০ মিটার
- যুক্ত করবে– খাগড়াছড়ি জেলার রামগড়ের সাথে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুমকে। সেতুর স্থায়িত্বকাল– ১০০ বছর
- পিলার– ১২টি (৮টি বাংলাদেশ অংশে এবং ৪টি ভারত অংশে)
- উদ্বোধন– ৯ মার্চ, ২০২১ (বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি)

ঢাকা – জলপাইগুড়ি যাত্রীবাহী ট্রেন

- ট্রেনের নাম– মিতালী এক্সপ্রেস. রুটের মোট দৈর্ঘ্য– ৫৯৫ কিলোমিটার
- চালু হয়– ২৭ মার্চ, ২০২১ (স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে)
- ট্রেন চলাচল রুট– ভারতের জলপাইগুড়ি থেকে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
- জেনে রাখি– ভারতের পশ্চিমবঙ্গের সাথে বাংলাদেশের আরো ২টি রেলপরিসেবা চালু আছে।
  মৈত্রী এক্সপ্রেস (ঢাকা – কলকাতা ২০০৮)
  বন্ধন এক্সপ্রেস (খুলনা – কলকাতা ২০১৭)

5G ও 6G

- ২০১৮ সালে প্রথম 5G নেটওয়ার্ক চালু করে– দক্ষিণ কোরিয়া।
- বাংলাদেশে টেলিটক প্রথমবারের মতো 5G সেবা চালু করে– ১২ ডিসেম্বর, ২০২১।
- 6G চালু করে– চীন (২০২২)

মোবাইল নিবন্ধন (NEIR)

- NEIR এর পূর্ণরূপ– National Equipment Identity Register.
- নিবন্ধন শুরু হয়– ১ জুলাই, ২০২১।
- অবৈধ ফোন বন্ধ হয়ে যায়– ১ অক্টোবর, ২০২১।

বাংলা বর্ষপুঞ্জির পরিবর্তন

- গ্রেগরিয়া ক্যালেন্ডারের সাথে সমন্বয় করে বাংলা ক্যালেন্ডার একই করা হয়– ২০১৯ সালে
- বাংলা সনের প্রবর্তন করেন - সম্রাট আকবর (১৫৫৬ সালে)।
- বাংলা প্রথম ৬ মাস ৩১ দিনে - বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন।
- বাংলা ৩০ দিনে মাস ৫টি- (কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ও চৈত্র)।
- ফাল্গুন মাস হবে- ২৯দিনে কিন্তু লিপইয়ারের বছর হবে- ৩০ দিনে।**

অর্থনীতি

- বিশ্ব ব্যাংক থেকে সবচেয়ে বেশি ঋণ গ্রহণ কারী দেশ – ভারত।
- বর্তমান বিশ্বে বৃহত্তম সাহায্যদাতা দেশ – যুক্তরাষ্ট্র।
- বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণকারী শীর্ষ দেশ – আফগানিস্তান।

হাসান আজিজুল হক

- **পরিচিতি–** বাংলাদেশী প্রখ্যাত কথা সাহিত্যিক ও ছোট গল্পকার।
- **রচিত প্রথম উপন্যাস–** আগুন পাখি (২০০৬)
- **প্রকাশিত দ্বিতীয় উপন্যাস–** সাবিত্রী উপাখ্যান (২০১৩)
- **আগুন পাখি উপন্যাসটি–** ভারত বিভাগের" পটভূমিতে রচিত
- **সর্বশেষ উপন্যাস–** শামুক (২০১৫)
- **তিনি রজাশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন–** দর্শন বিভাগের
- **তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ–** "সমুদ্রের স্বপ্ন শীতের অরন্য" **এর প্রথম গল্প–** "শকুন"।
- **ছোটগল্প–** আত্মজা ও একটি করবী গাছ, নামহীন গোত্রহীন
- **অন্যান্য গ্রন্থ–** তৃষ্ণা, বিমর্ষ, রাত্রি, খাঁচা, মাটির তলার মাটি

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটার শেন ওয়ার্ন

- **জন্ম–** ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ (ভিক্টোরিয়া ফার্নট্রি গুল্লি, অস্ট্রেলিয়া)।
- **মৃত্যু–** ৪ মার্চ, ২০২২ (হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৫২ বছর বয়সে)।
- **ডাকনাম–** কিং অব স্পিন, শেখ অব টুইক।
- **বোলিং ও ব্যাটিং ধরন ছিল–** ডান হাতি লেগ স্পিনার ও ডান হাতি ব্যাটার।
- **অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়ী দলের সদস্য ছিলেন–** ১৯৯৬ সালে
- **অস্ট্রেলিয়ার সর্বকালের সেরা স্পিনার বলা হয়–** শেন ওয়ার্নকে।
- **আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নেন–** ২০০৭ সালে।
- **সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নেন–** ২০১৩ সাল।
- **শেন ওয়ার্নের টেস্টে উইকেট–** ৭০৮ টি
- **ওয়ানডেতে উইকেট লাভ করেন–** ২৯৩টি।
- **প্রথম IPL-এ তার নেতৃত্ব চ্যাম্পিয়ন হয়–** রাজস্থান রয়েলস।
- **গত শতাব্দীর সেরা বল বলা হয়–** মাইক গ্যাটিংকে আউট করা তার বলটিকে (১৯৯৩ সাল)।

সাইমন ড্রিং

- **মৃত্যু –** ১৬ জুলাই, ২০২১
- **সাংবাদিক ছিলেন–** বিবিসি, রয়টার্স, টেলিগ্রাফ, ওয়াশিংটন পোস্ট
- **সাইমন ড্রিং ঢাকায় আসেন–** ৬ মার্চ ১৯৭১ সালে
- **মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের বর্বরতার হত্যাকান্ডের খবর বহির্বিশ্বে প্রথম তুলে ধরেন–** সাইমন ড্রিং
- **১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ The Daily Telegraph পত্রিকায় গণহত্যার খবর প্রকাশিত হয় যে শিরোনামে–** Tanks Crush Revolt in Pakistan
- **ইন্টারন্যাশনাল রিপোর্টার অব দ্যা ইয়ার- ১৯৭১ পুরস্কার পান–** সাইমন ড্রিং
- **বাংলাদেশ সরকার তাঁকে মুক্তিযুদ্ধের সম্মাননা দেন–** ২০১২ সালে

আলোচিত বাংলাদেশী ব্যক্তিবর্গ

ব্যক্তির নাম	বিশেষ তথ্য
১. ডা. মইনুউদ্দিন ***	করোনা ভাইরাসে মারা যাওয়া ১ম বাংলাদেশী চিকিৎসক।
২. ডা. সেঁজুতি সাহা ***	১ম বাংলাদেশী হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ পান।
৩. নাহিদা সোবহান	মধ্যপ্রাচ্যে ১ম বাংলাদেশী নারী রাষ্ট্রদূত। জর্ডানের রাষ্ট্রদূত হন।
৪. জয়া চাকমা ও সালমা আক্তার	বাংলাদেশের প্রথম দুই নারী ফিফা রেফারী। জয়া চাকমা (১ম), সালমা (২য়)
৫. রেহানা খান বিউটি	দেশের ১ম নারী পাবলিক প্রসিকিউটর।
৬. তাসমিমা হোসেন	জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ১ম নারী সম্পাদক (দৈনিক ইত্তেফাক)।
৭. ডা. তাহমিদ আহমেদ	icddrb এর ১ম বাংলাদেশী প্রধান নির্বাহী।
৮. সাদাত রহমান	সাইবার বুলিং থেকে শিশুদের রক্ষায় কাজ করে আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার পেয়েছেন সাদাত রহমান। Kid's Rights সংগঠন প্রতিবছর নেদারল্যান্ডের হেগ'স থেকে এ পুরস্কার প্রদান করেন।

সার্বজনীন প্যারিস জলবায়ু চুক্তি ২০১৫

- **বিশ্বের এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ চুক্তি –** প্যারিস জলবায়ু চুক্তি।
- **চুক্তির মূলবক্তব্য হলো –** বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি হ্রাস ও কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা।
- **চুক্তি গৃহীত হয়–** ১২ ডিসেম্বর, ২০১৫ (ফ্রান্সের প্যারিসে)
- **চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়–** ২২ এপ্রিল, ২০১৬ (উল্লেখ্য, ২২ এপ্রিল ধরিত্রী দিবস)
- **বাংলাদেশ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে–** ২২ এপ্রিল, ২০১৬
- **চুক্তির স্বাক্ষরিত হয় –** নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সদর দপ্তর।
- **প্যারিস জলবায়ু চুক্তির রূপরেখা প্রণয়ন হয় –** COP -21 এর মাধ্যমে।
- **চুক্তি কার্যকর -** ৪ নভেম্বর ২০১৬
- **চুক্তিতে স্বাক্ষর করে –** ১৯৫টি দেশ (UNFCCC ভুক্ত)
- **প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ –** ফ্রান্স, **সর্বশেষ স্বাক্ষরকারী –** চীন।
- **যুক্তরাষ্ট্র চুক্তি প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয়–** ১ জুন, ২০১৭ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প (যা কার্যকর হয়– ৪ নভেম্বর, ২০২০)
- **পুনরায় ফিরে আসার ঘোষণা দেয়–** ২০ জানুয়ারি, ২০২১ (জো বাইডেন)
- **যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারিস চুক্তিতে প্রত্যাবর্তন করে–** ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২১***

ইরানের সাথে ৬ জাতির পরমাণু চুক্তি **

- **ইরানের পরমাণু চুক্তি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা –** ৮ মে, ২০১৯।
- **ঐতিহাসিক পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল –** ১৪ জুলাই, ২০১৫।
- **পরমাণু চুক্তি স্বাক্ষরের স্থান –** অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায়।
- **চুক্তি হয় –** জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫টি সদস্য (যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া, চীন) ও জার্মানির সাথে ইরানের যা P5 + 1 নামে পরিচিত।
- **আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাক্ষরিত চুক্তি পরিচিত –** Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
- **P5 + 1 চুক্তি আমেরিকা প্রত্যাহার করে –** ৮ মে, ২০১৮।

অতি গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফিলোসফি পলিটিক্স এন্ড পলিসিস" গ্রন্থটির লেখক– রওনক জাহান ও রেহমান সোবহান
- রেহমান সোবহান এর আত্মজীবনেরমূলক বই– অশান্ত সময়ের অনুস্মৃতি আলো থেকে অন্ধকার
- বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ার "ক্লাসিক টুইন ডেফিসিট ইকোনমি যে দেশটির– শ্রীলংকা
- ৪-১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে ২৪তম শীতকালীন অলিম্পিক গেমস পদকে শীর্ষ দেশ– নরওয়ে (৩৭টি পদক)
- ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা "দ্য ইনডিপেনডেন্ট" বন্ধ হয়ে যায়– ৩০ জানুয়ারি, ২০২২
- ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রো ভাষার প্রথম ব্যাকরণ বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন– ততোং (ইয়াংঙান খ্রো)
- জলবায়ু ও দুর্যোগ ঝুঁকি মানচিত্র অনুযায়ী– খরাপ্রবণ ১৩টি, ভূমিকম্প ৩টি, খরার সঙ্গে আকস্মিক বন্যা ৩টি, আকস্মিক বন্যা ও ভূমিকম্প ৬টি
- ২০২২ সালের ৭ এপ্রিল বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য– সুরক্ষিত বিশ্ব, নিশ্চিত স্বাস্থ্য
- একমাত্র দল হিসেবে ফুটবল বিশ্বকাপে সবকটি বিশ্বকাপ খেলেছে– ব্রাজিল
- লিথুনিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট– গিনাতসা নসেদা
- বিষু উৎসবটি পার্বত্য চট্টগ্রামের যে সম্প্রদায় পালন করে– তঞ্চঙ্গা।
- মাস্টার কার্ডের মাধ্যমে দেশে প্রথম কন্ট্যাক্টলেস ইসলামী ডেবিট ও প্রিপেইড কার্ড চালু করে– আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক।
- বাংলাদেশে বর্তমান ব্যাংক হার– ৪%
- বিশ্বের সবচেয়ে বড় কার্গো বিমানের নাম– আন্তোনভ আন–২২৫ মিয়া
- আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন প্রথম বারের সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি মিশন পরিচালনা করছে– অক্সিওম স্পেস
- ২০২১ সালে বিশ্বের সর্বশেষ প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে– বার্বাডোস
- আন্তর্জাতিক নৌ-প্রটোকলভুক্ত রুট বাগেরহাটের মংলা ঘষিয়াখালী নৌ-চ্যানেল এর বর্তমান নাম– বঙ্গবন্ধু মংলা ঘষিয়াখালী ক্যানেল
- ২০২০ সালে বাংলাদেশে বিনিয়োগ হয়– ২৫৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ২০২২ সালে বাংলাদেশ বিশ্বে বিনিয়োগ করে– ১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার
- ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ নিজস্ব ডিজিটাল মুদ্রা চালু করে– ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২
- ভারতের জম্মু কাশ্মীরে দৃশ্যমান হলো বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু– Chenab Rail Bridge
- ২৫ জানুয়ারি, ২০২২ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে– সৌদি আরব ও থাইল্যান্ড
- বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর অবস্থিত– বিজয় সরনি, ঢাকা
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণকে কেন্দ্র করে সরকারি অনুদানে নির্মিত শিশুতোষ চলচ্চিত্র – মাইক (পরিচালক- এফ এম শাহীন ও হাসান জাফরুল বিপুল)
- বলিউডে বঙ্গবন্ধুর জীবনী নিয়ে নির্মিতব্য চলচ্চিত্র 'ব্যাটল ফর বেঙ্গল' এর পরিচালক– রিচি মেহতা
- সর্বসম্মতিক্রমে জাতিসংঘ সামাজিক উন্নয়ন কমিশন এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছে– বাংলাদেশ (২০২৩ থেকে ২০২৭)
- রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মানবিক বিপর্যয়ের শিকার– ইউক্রেনের মারিউপোলের বাসিন্দারা
- রাশিয়ার তৈরি নতুন শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র– সারমাত
- উইজডেনের বর্ষসেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন– ইংল্যান্ডের জো রুট
- ভারতের ঘোষিত বাজেটে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ– ৩০০ কোটি রুপি
- বাংলাদেশের তৈরি প্রথম রকেট– ধুমকেতু
- UNDP এর শুভেচ্ছাদূত– জয়া আহসান
- সম্প্রতি হাইপারসনিক অস্ত্র নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতিতে সমঝোতায় এসেছে তিনটি দেশ– যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়া
- যুক্তরাজ্যভিত্তিক গ্লোবাল ব্র্যান্ডস ম্যাগাজিনে এর ২০২২ সালের ফিনটেক পারসোনালিটি অব দ্য ইয়ার পুরস্কার লাভ করেন– তানভীর এ মিশুক (নগদ এর প্রতিষ্ঠাতা)
- বঙ্গবন্ধু BPL ২০২২ আসরে ১ রানে বরিশালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয় – কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২২ উদ্দেশ্যে মারমা ভাষার উপর নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র – গিরিকন্যা
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে মানুষের দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়– মেকানিক্যাল হার্ট
- মুক্তিযুদ্ধের উপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র "Bangladesh Liberation War-1971" এর পরিচালক– তানভীর মোকাম্মেল
- ২০২২ সালে জিডিপির ভিত্তিতে বাংলাদেশ যত অর্থনীতির দেশ– ৪২তম (২০২১ সালে ৪১তম ছিল)
- পুরুষ টেনিসের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক ২১তম গ্র্যান্ডস্লাম শিরোপা জয় করেন– রাফায়েল নাদাল।
- ডি-৮ এর বর্তমান সভাপতি– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
- ২০২২ সালে OIC পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৪৮তম সম্মেলন হয়– ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।
- ২০২৩ সালে মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ড্রোন বাহিনী তৈরি করবে –যুক্তরাষ্ট্র।
- UNCTAD'র উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হন– ড. ফাহমিদা খাতুন।
- MIGA এর ভাইস প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ পান– বাংলাদেশি নাগরিক জুনায়েদ কামাল আহমদ।
- আন্তর্জাতিক সাহসী নারী পুরস্কার লাভ করেন – বেলা এর প্রধান নির্বাহী সৈয়দ রিজওয়ানা হাসান।
- দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক ক্রীড়া কমপ্লেক্স "শেখ কামাল আন্তর্জাতিতক ক্রীড়া কমপ্লেক্স" নির্মিত হচ্ছে– কক্সবাজার।
- পদ্মা সেতুতে গ্যাস লাইন স্থাপন সম্পন্ন হয়– ৮ মার্চ ২০২২।
- পানি দিয়ে গ্যাসপাইপ লাইনের হাইড্রোলিক পরীক্ষা করা হয়– ১৫ মার্চ, ২০২২।
- গ্রামীণফোন দেশে প্রথমবারের মতো ই-সিম Embedded SIM) চালু করে– ৭ মার্চ, ২০২২।
- বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চালু হয় ভার্চুয়াল জাদুঘর– ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- ২৮ ফেব্রুয়ারি– ২ মার্চ, ২০২২ সালে প্লাস্টিক বর্জ্য নিয়ে ঐতিহাসিক চুক্তিতে ১৭৫টি দেশের প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন– কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে।
- ১৮ মার্চ, ২০২২ তুরস্কে অবস্থিত দার্দানেলিস প্রণালিতে বিশ্বের সর্ববৃহৎ ঝুলন্ত সেতু দীর্ঘ একটি সেতু উদ্বোধন করে যার দৈর্ঘ্য – ৪.৬ কিমি।
- ৭ মার্চ, ২০২২ সালে অস্ট্রেলিয়ার পূর্বাঞ্চলের পারমাণবিক সাবমেরিন ঘাঁটি নির্মাণের ঘোষণা দেন– অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন।
- ২০৫০ সালে বিশ্বের বৃহত্তম হাইব্রিড বিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণ করতে যাচ্ছে– থাইল্যান্ড।
- "মাদার অব অল বোম্বস তৈরি করে– যুক্তরাষ্ট্র।
- ফাদার অব অল বোম্বস তৈরি করে– রাশিয়া।
- আফ্রিকান ইউনিয়নের বর্তমান প্রধান দক্ষিণ আফ্রিকার– ম্যাকি সাল।
- ইউনিসেফের বর্তমান প্রধান যুক্তরাষ্ট্রের– ক্যাথরিন এম রাসেল।
- ইউরোপীয় ইউনিয়নের বর্তমান প্রধান– জার্মানির উরসুলা ভন ডার লেন।
- NAM এর বর্তমান চেয়ারম্যান– আজারবাইজানের ইলহাম আলিয়েভ।
- গ্রাউড বয়েজ– যুক্তরাষ্ট্রের শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের সংগঠন।
- দেশের ৬৪ জেলায় একযোগে যতজন নারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়– ৬৫৪ জনকে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান প্রধান অর্থনীতিবিদ– মো. হাবিবুর রহমান।
- দেশে বর্তমানে সরকারি গণগ্রন্থাগারের সংখ্যা– ৭১টি।
- দেশের কম বায়ু দূষিত জেলা– মাদারীপুর (শীর্ষ দূষিত জেলা– গাজীপুর)।
- সম্প্রতি 'জাতীয় পুলিশ ডে' ঘোষিত হয়– ১ মার্চ।
- E-Gate এবং E-Passport ব্যবহারে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায়– প্রথম
- রিবা পুরস্কারপ্রাপ্ত সাতক্ষীরার শ্যামনগরে অবস্থিত 'ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতাল'কে সহায়তা প্রদান করে– লুক্সেমবার্গ।

বঙ্গ (Vanga)	♦ অবস্থান– বৃহত্তর ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল অঞ্চল ♦ বিশেষ তথ্য: বাংলার সবচেয়ে বৃহত্তম জনপদ– বঙ্গ
সমতট (Samatata)	♦ অবস্থান– বৃহত্তম কুমিল্লা ও নোয়াখালী ♦ রাজধানী ছিল - বড় কামতা (পূর্ব নাম– রোহিতগিরি) ♦ ৭ম শতকে হিউয়েন সাং এ জনপদ ভ্রমণ করেন।
হরিকেল (Harikela)	♦ অবস্থান– সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম ♦ বিশেষত্ব ঃ সর্বপূর্ব দিকের জনপদ
বরেন্দ্র (Varendra)	♦ অবস্থান– উত্তরবঙ্গ (গঙ্গা ও করতোয়া নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) ♦ এ জনপদের নামে বাংলাদেশের ১ম জাদুঘর বরেন্দ্র রিসার্চ যাদুঘর ১৯১০ সালে রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠা করা হয়।
গৌড় (Gour)	♦ অবস্থান-চাঁপাইনবাবগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বিহার উড়িষ্যা। ♦ রাজধানী ছিল: কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ) ♦ বাংলাদেশের একমাত্র জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এ জনপদের অন্তর্ভুক্ত। ♦ গৌড়ের প্রথম ধারণা পাওয়া যায় প্রাচীন কালের বৈয়াকরণিক– পাণিনির গ্রন্থে।
রাঢ় (Radha)	♦ অবস্থান-ভাগীরথী নদীর পশ্চিমতীর ♦ অপর নাম ছিল – সূক্ষ্ম ♦ রাজধানী– কোটিবর্ষ। (বর্তমানে অবস্থান পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুর।)

প্রাচীনতম নগরসমূহ (অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)

স্থানের নাম	বিশেষ তথ্য
পাহাড়পুর	– একক বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহার। – পূর্বনাম সোমপুর বিহার – নির্মাতা – ধর্মপাল – পাল যুগের বৌদ্ধ সভ্যতার নিদর্শন। – নওগাঁ জেলার আত্রাই নদীর তীরে অবস্থিত
ময়নামতি	– দেশের ১ম প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর (১৯৫৫) – পূর্বনাম রোহিতগিরি – বর্তমান শালবন বিহার নামে পরিচিতি। – নির্মাতা দেবপাল – পাল যুগের দেব বংশীয় নিদর্শন। – বৌদ্ধ সভ্যতার স্মৃতি নির্দশন। – কুমিল্লা জেলার কোটবাড়ীতে অবস্থিত।

বাংলায় ভ্রমণকারী বিদেশী পর্যটক

নাম	দেশ	সময়	শাসক	গ্রন্থ
মেগাস্থিনিস	গ্রীক দূত	খ্রিস্টপূর্ব ৩০২	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	ইন্ডিকা
ফা হিয়েন	চীনা ১ম পর্যটক	৩৮০- ৪১৪ খ্রি.	২য় চন্দ্রগুপ্তের	ফো কুয়ো কিং
হিউয়েন সাং	চীন (৭ম শতকে)	৬৩০-৬৪৪ খ্রি.	হর্ষবর্ধন	সিদ্ধি
মা হুয়ান	চীন	১৪০৫-১৪৩৩খ্রি.	গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	ইং ইয়াই শেংলান
ইবনে বতুতা	মরক্কো	১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দ	(ভারতে) মোহাম্মদ বিন তুঘলক	কিতাবুল রেহলা
ইবনে বতুতা	মরক্কো	১৩৪৫-৪৬ খ্রিস্টাব্দ	(বাংলায়) ফকরুদ্দীন মোবারক শাহ	কিতাবুল রেহলা

- ইতালির বিখ্যাত যে পর্যটক ইতালি থেকে চীনে আসেন– মার্কোপোলো
- ইংল্যান্ডের রালফ ফিচ বাংলায় আসেন– ২ বার (১৫৮৪ ও ১৫৮৮)
- গংজেন যার সহযোগী ছিলেন– মা হুয়ানের

প্রাচীন রাজবংশ

মৌর্য বংশ (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ – ১৮৫)

প্রতিষ্ঠাতা	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (বাংলার ১ম সম্রাট)
শ্রেষ্ঠ শাসক	সম্রাট অশোক
শেষ শাসক	বৃহদ্রথ
রাজধানী	পাটালীপুত্র

- প্রাচীন ভারতের প্রথম রাজবংশ– মৌর্য বংশ
- কৌনজের রাজা নন্দকে পরাজিত করে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য।
- ২৬১ খ্রিস্টপূর্বে অব্দে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন– সম্রাট অশোক।
- প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধ ধর্মকে বিশ্ব ধর্মে রুপান্তরিত করেন – সম্রাট অশোক
- বৌদ্ধ ধর্মের কনস্ট্যানটাইন বলা হয়– সম্রাট অশোককে।
- চন্দ্র গুপ্ত মৌর্যের প্রধানমন্ত্রী ছিল– চাণক্য বা কৌটিল্য (তাঁর গ্রন্থ– অর্থশাস্ত্র)
- তিব্বতের রাজার অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মকে দুর্নীতিমুক্ত করতে সেখানে যান– মুন্সিগঞ্জের অতীশ দীপংকর (জন্ম – বজ্রযোগিনী গ্রামে)।
- পুন্ড্র বর্ধন/মহাস্থানগড়ের রাজধানী স্থাপন করেন– সম্রাট অশোক।
- মৌর্য যুগের গুপ্তচরদের বলা হতো– সঞ্চারা

চাণক্য

- জন্ম– খ্রিস্টপূর্ব ৩৭০ অব্দে এবং মৃত্যু– খ্রিস্টপূর্ব ২৮৩ অব্দে
- প্রাচীন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ, দার্শনিক ও রাজ উপদেষ্টা হিসেবে পরিচিত– চাণক্য
- চাণক্যের উপাধি– কৌটিল্য বা বিষ্ণুগুপ্ত
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থ– অর্থশাস্ত্র (১৫ খণ্ডের বই), চাণক্যনীতি
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতের মেকিয়াভেলি বলা হয়– চাণক্যকে
- চাণক্য অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপনা করেছেন– তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়
- উপদেষ্টা ছিলেন– চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ও বিন্দুসার

গুপ্ত বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	১ম চন্দ্রগুপ্ত
শ্রেষ্ঠ শাসক	সমুদ্র গুপ্ত
শেষ শাসক	২য় চন্দ্রগুপ্ত
রাজধানী	পাটালীপুত্র

- কাব্য রচনার জন্য কথিরাজ উপাধি পান– সমুদ্রগুপ্ত
- প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয় – সমুদ্রগুপ্তকে
- চীনা ১ম পর্যটক ফা হিয়েন যার শাসনামলে বাংলাতে আসেন– ২য় চন্দ্রগুপ্তের সময়
- ২য় চন্দ্রগুপ্তের উপাধি – বিক্রমাদিত্য, বীরবিক্রম, সিংহবীর।
- গুপ্ত যুগের বিখ্যাত কবি "কালিদাসের" মহাকাব্য হলো – মেঘদূত।
- প্রাচীনকালে সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়– গুপ্ত যুগকে।
- চতুরঙ্গ বা দাবা খেলার প্রচলন হয়– গুপ্ত যুগে
- গুপ্ত যুগের গুণী ব্যক্তি ও প্রতিভাবানদের প্রধান ৯ জনকে বলা হতো– নবরত্ন
- কালীদাস, অমর সিংহ, বরাহ মিহির বিখ্যাত সাহিত্যিক ছিলেন– গুপ্তযুগের
- সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার ছিলেন– মহাকবি কালিদাস

- **অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক, রঘু বংশ ও কুমার সম্ভব মহাকাব্য রচনা করেন–** কালিদাস
- **সংস্কৃত কবি, ব্যাকরণবিদ এবং প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিধান প্রণেতা–** অমরসিংহ
- **বিখ্যাত অভিধান 'অমরকোষ' এর লেখক–** অমরসিংহ
- **বরাহ মিহির প্রাচীন কালে বিখ্যাত ছিলেন–** জ্যোর্তিবিদ
- **বরাহ মিহিরের বিখ্যাত গ্রন্থ–** বৃহৎ সংহিতা
- **ভারত বর্ষের গুপ্ত যুগের ভাস্কর্যকে বলা হতো–** ধ্রুপদী
- **রাজা কনিষ্ক যে বংশের শাসক ছিলেন–** কুষাণ
- **ঔষধী ব্যবস্থা আয়ুর্বেদ বিষয়ক 'চরক সংহিতা' গ্রন্থের লেখক–** চরক
- **কুষাণ সম্রাট প্রথম কনিষ্কের আয়ুর্বেদ চিকিৎসক ছিলেন–** চরক

গৌড় রাজ্য

- **গৌড় বংশের শক্তিশালী ও স্বাধীন রাজা –** শশাঙ্ক।
- **বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা বা সম্রাট–** শশাঙ্ক
- **স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা –** শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭ খ্রিঃ)।
- **শশাঙ্কের উপাধি –** মহাসামন্ত, রাজাধিরাজ, গৌড়েশ্বর, গৌড়রাজ।
- **শশাঙ্কের রাজধানী ছিল –** কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ)।
- **শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলায় দেখা দেয়-** মাৎস্যন্যায়।
- **বঙ্গাব্দ চালু করেন –** শশাঙ্ক (৫৯৩ খ্রিস্টাব্দে)।
- **শশাঙ্ক ও মাৎস্যন্যায় সম্পর্কে গ্রন্থ লিখেন–** তিব্বতীয় লেখক লামা তারানাথ
- **গৌড়ের কথা প্রথম পাওয়া যায়-** ইতিহাসবিদ ও বৈয়াকরণিক পাণিনির গ্রন্থে
- **গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোন অঞ্চলের শাসন কর্তাকে বলা হতো–** মহাসামন্ত
- **শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহা সেন গুপ্তের –** একজন সামন্ত

মাৎস্যন্যায় (৬৩৭-৭৫০ খ্রিঃ)

- **অর্থ–** আইনশৃঙ্খলার অবনতি, অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা, বিশৃঙ্খলতা।
- **সময়কাল–** ৭ম-৮ম শতক (প্রায় ১০০ বছর)।
- **মাৎস্যন্যায়ের সূচনা হয় –** শশাঙ্কের মৃত্যুর পর।
- **অবসান ঘটে–** রাজা গোপালের পাল বংশের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।
- **মাৎস্যন্যায় ঘটে–** তন্ত্রপাল শাসনামলে

হর্ষবর্ধন

- **সিংহাসনে আরোহন করেন –** ৬০৬ খ্রিঃ (শশাঙ্কের সমসাময়িক শাসক ছিলেন), **রাজধানী ছিল –** কনৌজে
- **হর্ষবর্ধনের সভাকবি –** বানভট্ট
- **হর্ষবর্ধনের জীবনীমূলক গ্রন্থ 'হর্ষচরিত' এর লেখক–** বানভট্ট
- **পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়–** নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিহার
- **৭ম শতকের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন –** শীলভদ্র, তাঁর ছাত্র ছিলেন – চীনের পরিব্রাজক হিউয়েন সাং।

পাল বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	রাজা গোপাল (৭৫০ খ্রিস্টাব্দ)
শ্রেষ্ঠ শাসক	ধর্মপাল
শেষ শাসক	মদন পাল

- **বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' রচিত হয়–** পাল আমলে।
- **পাল রাজারা ছিল-**দেশীয় শাসক (ধর্ম ছিল– বৌদ্ধ)।
- **বাংলার দীর্ঘস্থায়ী ও বংশানুক্রমিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন –** পাল রাজারা (প্রায় চারশত বছর)
- **নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের প্রতিষ্ঠাতা –** ধর্মপাল।
- দিনাজপুরে "রামসাগর দিঘি" খনন করেন – রামপাল।
- **রামপালের আত্মজীবনীমূলক ইতিহাস গ্রন্থ–** রামচরিত (লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী)

Note: **শেষ শাসক মদন পাল না থাকলে দিবো–** রাম পাল

সেন বংশ

প্রতিষ্ঠাতা	হেমন্ত সেন
শ্রেষ্ঠ শাসক	বিজয় সেন
শেষ শাসক	লক্ষণ সেন (উপাধি-গৌড়েশ্বর)
লক্ষণ সেনের রাজধানী ছিল	নদীয়া বা নবদ্বীপ

- **কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করেন–** বল্লাল সেন।
- **ঢাকেশ্বরী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা–** বল্লাল সেন।
- **সেনদের ধর্ম ছিল–** হিন্দু ধর্ম
- **সেনরা আসেন –** দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক থেকে
- **দানসাগর, অদ্ভুত সাগর রচনা করেন –** বল্লাল সেন
- **দানসাগর, অদ্ভুত সাগর সমাপ্ত করেন–** লক্ষ্মণ সেন

Note: ১২০৪ সালে লক্ষ্মণ সেন বখতিয়ার খিলজির নিকট পরাজিত হলে পালিয়ে বিক্রমপুরে আশ্রয় নেয় এবং এখানে কিছু দিন শাসন করেন। সর্বশেষ ১২৩০ সাল পর্যন্ত কেশব সেন শাসন করেন। তবে ইতিহাসবিদদের মতে স্বীকৃত শেষ শাসক লক্ষ্মণ সেন।

বিভিন্ন গ্রন্থ ও ধর্ম গ্রন্থ

ইসলাম ধর্ম গ্রন্থ	আল-কুরআন
আর্যদের আদি গ্রন্থ	বেদ
হিন্দু	বেদ, রামায়ণ ও মহাভারত
আল বেরুনী	কিতাবুল হিন্দ
কলহন	রাজতরঙ্গিনী
আবুল ফজল	আইন-ই-আকবরী
বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ	ত্রিপিটক
খ্রিস্টান ধর্ম গ্রন্থ	বাইবেল
ফেরদৌসি	শাহানামা
বাল্মিকী	রামায়ণ
মিনহাজ উস সিরাজ	তবকাত-ই-নাসিরী
গোলাম হোসেন সলিম	রিয়াজ আস সালাতিন (ঐতিহাসিক গ্রন্থ)

মুসলিম শাসন

- **ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন আসে মুহাম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে–** ৭১২ খ্রিস্টাব্দে
- **মুহাম্মদ বিন কাসিম আক্রমণ করেন–** মুলতান ও সিন্ধু
- **এ সময় সিন্ধু ও মুলতানের শাসক ছিল –** রাজা দাহির
- **ইরাকের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের জামাতা ছিল –** মুহাম্মদ বিন কাসিম
- **সুলতান মাহমুদ ১০০০ থেকে ১০২৭ সাল পর্যন্ত –** মোট ১৭ বার ভারত বর্ষ আক্রমণ করেন।
- **সুলতান মাহমুদ গুজরাটের সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন–** ১০২৬ সালে
- **সুলতান মাহমুদ ভারত বর্ষ আক্রমণ করে –** ধন-সম্পদ লুট করেছেন কিন্তু মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেননি।
- **মুসলিম বীর "তারিক বিন জিহাদ" স্পেনের রাজা রডারিক-কে পরাজিত করে স্পেন জয় করেন–** ৭১২ সালে
- **১১৯১ সালে ১ম তরাইনের যুদ্ধ হয় –** মুহাম্মদ ঘুরি ও পৃথ্বী রাজের মধ্যে। এ যুদ্ধে পরাজিত হয়– মুহাম্মদ ঘুরি।
- **১১৯২ সালে ২য় তরাইনের যুদ্ধে মুহাম্মদ ঘুরি পৃথ্বী রাজকে পরাজিত করে –** ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।
- **বাংলায় মুসলিম শাসন আসে বখতিয়ার খলজীর হাত ধরে–** ১২০৪
- **সেন বংশের শেষ শাসক লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে মুসলিম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন–** বখতিয়ার খিলজি

দিল্লীর স্বাধীন সুলতানী শাসন (সালতানাত)

দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত প্রতিষ্ঠিত হয়	১২০৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাতের পতন ঘটে	১৫২৬ সালে
দিল্লীর স্বাধীন সালতানাত টিকেছিল	মোট ৩২০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	কুতুবউদ্দীন আইবেক
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	ইলতুৎমিশ
একমাত্র মহিলা সুলতান	সুলতানা রাজিয়া
শেষ শাসক	ইব্রাহীম লোদী
রাজধানী	দিল্লী

- **১৫২৬ সালে প্রথম পানি পথের যুদ্ধে লোদি বংশের শেষ শাসক ইব্রাহিম লোদি পরাজিত হলে** – বাবর মোঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন
- **দাশ বংশের প্রতিষ্ঠাতা–** কুতুবউদ্দিন আইবেক
- **দিল্লীর কুতুব মিনার নির্মাণ করেন–** কুতুবউদ্দিন আইবেক
- **দিল্লীর লাখ বক্স বলা হয়–** কুতুবউদ্দিন আইবেকে
- **দ্রব্যমূল্যের মূল্য নির্ধারণ করেন– আলাউদ্দিন খিলজি**

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন

বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়	১৩৩৮ সালে
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসনের পতন ঘটে	১৫৩৮ সালে
বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন টিকে ছিল	মোট ২০০ বছর
প্রতিষ্ঠাতা	ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ্
প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা	শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্
শ্রেষ্ঠ শাসক	আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্
শেষ শাসক	গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ্
রাজধানী	সোনারগাঁও ও গৌড়

- **বাংলার সবগুলো জনপদকে একত্রিত করে 'বাঙালাহ' নাম দেন–** শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- **শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহ এর উপাধি–** শাহ-এ- বাঙাল
- **'ইলিয়াস শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা–** শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ
- **'হোসেন শাহী' বংশের প্রতিষ্ঠাতা–** আলাউদ্দিন হোসেন শাহ (১৪৯৮-১৫১৯)
- **সুলতানী শাসনামলে যার শাসনকালকে 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়েছে** – আলাউদ্দিন হোসেন শাহ
- **বাংলার আকবর বলা হয়** – আলাউদ্দীন হোসেন শাহকে
- **পারস্যের কবি হাফিজের সাথে পত্র আদান প্রদান করেন–** গিয়াসউদ্দীন আযম শাহকে

পানি পথের যুদ্ধ

- **এ পর্যন্ত পানি পথের যুদ্ধ হয়–** ৩ টি।
- **পানিপথ নামক স্থানটি অবস্থিত** – ভারতের হরিয়ানা প্রদেশে যমুনা নদীর তীরে, **পানিপথ–** একটি গ্রামের নাম

যুদ্ধ	সাল	পক্ষ-বিপক্ষ	ফলাফল
১ম যুদ্ধ	১৫২৬	বাবর– ইব্রাহিম লোদী (জয়ী– বাবর)	ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, প্রথম কামানের ব্যবহার করেন বাবার
২য় যুদ্ধ	১৫৫৬	বৈরাম খাঁ-হিমু (জয়ী– বৈরাম খাঁ)	দিল্লী উদ্ধার
৩য় যুদ্ধ	১৭৬১	দুরানী সাম্রাজ্য ও মারাঠা (দুরানীদের জয় হয়)	দুরানী সাম্রাজ্যের বিস্তার

- **পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত নাটক** – রক্তাক্ত প্রান্তর (মুনীর চৌধুরী)।
- **পানি পথের তৃতীয় যুদ্ধের উপর লিখিত মহাকাব্য–** মহাশশ্মান (কায়কোবাদ)।

মুঘল শাসন (১৫২৬–১৮৫৭)

- **ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম শাসক–** জহিরউদ্দীন মোহাম্মদ বাবর। (**১৫২৬ সালে পানি পথের প্রথম যুদ্ধের মাধ্যমে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন–** ভারতবর্ষে)
- **বাংলায় মুঘল শাসনের প্রতিষ্ঠাতা–** সম্রাট আকবর (১৫৭৬ সালে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীকে পরাজিত করে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করেন– বাংলায়
- **মুঘল বংশের শেষ শাসক–** ২য় বাহাদুর শাহ (১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করায় মুঘল বংশের পতন হয়)।
- **মুঘল আমলে বাংলার নাম ছিল–** সুবা-ই-বাঙ্গালা
- **মুঘল বংশের মোট শাসক ছিল–** ১৭ জন
- **দক্ষ শাসক ছিল** – ৬ জন
- **মনে রাখার টেকনিক: বাবার হইল আবার জ্বর সারিল ঔষধে।**
  - **বাবার** = বাবর (যে মুঘল সম্রাট নিজের আত্মজীবনী নিজেই লিখেন)
  - **হইল** = হুমায়ন (বাংলাকে জান্নাতাবাদ ঘোষণা করেন)
  - **আবার** = আকবর (মুঘল বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক)
  - **জ্বর** = জাহাঙ্গীর (তার সুবেদার ইসলাম খাঁ ১৬১০ সালে ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন)
  - **সারিল** = শাহজাহান (Prince of Builders বলা হয়)
  - **ঔষধে** = আওরঙ্গজেব (জিন্দাপীর বলা হয়)

দক্ষ মুঘল শাসক ৬ জন

জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর

- **জন্ম :** ১৪৮৩ সালে আফগানিস্তানের ফারগনায়
- **শাসনকাল– (**১৫২৬-৩০ খ্রিঃ)।
- **ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোদ্ধায় বাবরী মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন–** ১৫২৮ সালে। উগ্রবাদী হিন্দুরা ১৯৯২ সালে ৬ ডিসেম্বর এই মসজিদটি ধ্বংস করে।
- **সমাধি** – কাবুলে (আফগানিস্তান)।
- **আত্মজীবনী–** তুযুক ই বাবর বা বাবরনামা (তুর্কিভাষায় লেখা)

নাসিরুদ্দিন মুহম্মদ হুমায়ুন

- **ডাকনাম–** নাসিরুদ্দিন।
- **শাসনকাল–** ১ম (১৫৩০– ৪০ খ্রি:), ২য় (১৫৫৫–৫৬খ্রিঃ)
- গ্রন্থাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে মারা যান।
- **১৫৩৮ সালে গৌড় তথা বাংলাকে ঘোষণা করেন** – "জান্নাতাবাদ" **
- **সমাধি** – দিল্লী (ভারত)।

জালালুদ্দিন মুহম্মদ আকবর

- ভারতবর্ষে দীর্ঘ সময় ৪৯ বছর শাসন করে, তার সময়ে সবচেয়ে বেশি সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে।
- **ডাক নাম–** জালালুদ্দিন।
- **শাসনকাল–** (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি:)।
- **সমাধি** – সেকেন্দ্রায় (ভারত)।**
- **মৃত্যু বরণ করেন–** ১৬০৫ সালে

নুরুদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর

- **ডাকনাম** – সেলিম।
- **শাসনকাল** – (১৬০৫-২৭ খ্রিঃ)।
- **স্ত্রী ছিল** – মেহেরুন্নেসা বা নূর জাহান বেগম।
- **বারো ভূঁইয়াদের পতন ঘটান এবং ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠির নির্মাণের অনুমতি দেন** – জাহাঙ্গীর।**
- **আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ–** তুযুক ই-জাহাঙ্গীর
- **সমাধি–** লাহোর, পাকিস্তান

সম্রাট শাহজাহান

- **পুরোনাম–** শাহবুদ্দিন মুহাম্মদ খুররাম
- **ডাক নাম–** শেখুবাবা/শাহজাহান
- **শাসনকাল–**(১৬২৭-৫৮খ্রি:
- ১৭৩৯ সালে পারস্যের "নাদির শাহ" ময়ূর সিংহাসন লুণ্ঠন করেন
- **তার চার পুত্র–** খুররম (আওরঙ্গজেব), শাহরিয়ার, দারাশিকো, শাহ সুজা
- **সমাধি** – আগ্রা, উত্তরপ্রদেশ, ভারত

আওরঙ্গজেব

- **জীবন কাল ছিল–** ১৬৫৮-১৭০৭
- **উপাধি** – আলমগীর শাহ গাজী
- **ডাক নাম ছিল–** আলমগীর
- **সমাধি** – খুলতাবাদ, মহারাষ্ট্র, ভারত
- তিনি অত্যন্ত দ্বীনদার ও ধার্মিক ছিলেন
- মুগল বংশের ষষ্ঠ শাসক ছিলেন
- **কুচবিহারের নামকরণ করা হয়–** আলমগীরনগর
- জিজিয়া কর পুনঃস্থাপন করেন

আকবরের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- **বাংলা সনের প্রবর্তন, নববর্ষের প্রচলন, পহেলা বৈশাখের সূচনা**
- **'মানসবদারি' প্রথার প্রচলন ও ফতেহপুর সিক্রি নির্মাণ করেন।**
- **'জিজিয়া কর' ও 'তীর্থকর' রহিতকরণ করেন।**
- **পাঞ্জাবের 'অমৃতসর স্বর্ণমন্দির' নির্মাণ, জালালী সন প্রচলন করেন।**
- **'দ্বীন-ই-ইলাহী' নতুন ধর্মের প্রচলন, ফসলী সনের সাথে সম্পর্কিত।**

আকবরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ

আবুল ফজল	সম্রাট আকবরের সভাকবি
তানসেন	রাজসভার গায়ক
টোডরমল	রাজস্ব মন্ত্রী/অর্থমন্ত্রী
বীরবল	কৌতুককার

শাহজাহানের উল্লেখযোগ্য কর্ম

- **আমমহল, খাস মহল, শীষ মহল, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন নির্মাণ করেন।**
- **দিল্লির জামে মসজিদ, দিল্লির লাল কেল্লা নির্মাণ করেন।**
- **সালিমার উদ্যান নির্মাণ করেন।**

সর্বশেষ মুঘল সম্রাট ২য় বাহাদুর শাহ

- **সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন করায় তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়–** রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- **রেঙ্গুনের বর্তমান নাম–** ইয়াঙ্গুণ
- **মৃত্যু–** ১৮৬২ সালে ৮৭ বছর বয়সে। **সমাধি–** রেঙ্গুনে (মিয়ানমার)।
- **সিপাহী বিদ্রোহের সাথে স্মৃতি বিজড়িত স্থান–** বাহাদুর শাহ পার্ক।

Note: ১৮৫৮ সালে ঢাকার নবাব আব্দুল গনী রানী ভিক্টোরিয়া সরাসরি ১৮৫৮ সালে ভারত বর্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করলে তার স্বরণে ভিক্টোরিয়া পার্ক নির্মাণ করেন। পরবর্তী ১৯৫৭ সালে ভিক্টোরিয়া পার্কের নাম পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় বাহাদুর শাহ পার্ক।

আগ্রার তাজমহল

- **অবস্থিত–** ভারতের উত্তর প্রদেশে, আগ্রায়
- **যে নদীর তীরে–** যমুনা, **অপর নাম–** মমতাজ মহল
- **নির্মাণ কাল–** ১৬৩২-১৬৫৩ (সপ্তদশ শতক)
- **নির্মাণ শ্রম–** ২০ হাজার শ্রমিক ২২ বছরে নির্মাণ করেন
- **স্থপতি– ওস্তাদ আহমেদ লাহৌরি**
- **ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করা হয়–** ১৯৮৩ সালে (২৫২ তম)
- **বিশ্বের সপ্তম আশ্চার্যের অন্যতম অংশ–** তাজমহল

প্রেক্ষাপট: *শাহজাহানের দ্বিতীয় স্ত্রী আরজুমান্দ বেগম যিনি মমতাজ নামে পরিচিত। তিনি ১৬৩১ সালে চতুর্দশ কন্যা সন্তান গৌহর বেগমকে জন্ম দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। শাহজাহান মমতাজের স্মৃতিকে ধরে রাখতেই এটি নির্মাণ করেন।*

বাংলায় ও দিল্লিতে মুঘল স্থাপত্য

স্থপতি	স্থাপত্যকর্ম
শায়েস্তা খান	লালবাগ কেল্লা, ছোট কাটরা, সাত গম্বুজ মসজিদ, বিনত বিবির মসজিদ
শেরশাহ	আফগান দুর্গ, ইন্দ্রাকপুর দুর্গ
শাহজাহান	দিল্লী লাল কেল্লা, তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, সালিমার উদ্যান, আমমহল, খাসমহল
শাহজাদা সুজা	বড় কাটরা
মীর জুমলা	ঢাকা গেট
তারা মসজিদ	মীর্জা গোলামপীর
হোসনি দালান বা ইমাম বাড়া	মীর মুরাদ (১৭ শতকে ঢাকার বকশি বাজারে নির্মিত শিয়া ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয় ও কবরস্থান)

বাংলায় সুবাদারী শাসন

বাংলার সুবেদার	উল্লেখযোগ্য কর্ম
মানসিংহ	• মানসিংহ আকবরের সুবেদার ছিলেন। • বারো ভূঁইয়াদের সাথে যুদ্ধ করেন। • বারো ভূঁইয়াদের দমন করতে ব্যর্থ হন।
ইসলাম খান	• ইসলাম খান সম্রাট জাহাঙ্গীরের সুবেদার ছিলেন। • বারো ভূঁইয়াদের দমন করেন। • ঢাকাকে প্রথম রাজধানী করেন (১৬১০)। • ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গীরনগর। • ধোলাইখাল খনন করেন। • নৌকা বাইচের প্রচলন করেন।
শাহ সুজা	• শাহ সুজা সম্রাট শাহজাহানের সুবেদার ছিলেন। • সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজের পুত্র ছিলেন। • বিনা শুল্কে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্য সুবিধা দেন। • ঢাকার চকবাজারে বড় কাটরা নির্মাণ করেন।
মীর জুমলা (১৬৬০-৬৩)	• মীর জুমলা সম্রাট আওরঙ্গজেবের সুবেদার ছিলেন। • ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ঢাকা গেট নির্মাণ করেন। • ১৬৬৩ সালে আসাম যুদ্ধ করেন শাহ সুজার সাথে। • ওসমানী উদ্যানে সংরক্ষিত কামানটি আসাম যুদ্ধে ব্যবহার করেন। • মুন্সিগঞ্জের ইন্দ্রাকপুর দুর্গ নির্মাণ করেন।
শায়েস্তা খান (১৬৬৪-১৬৮৮)	• শায়েস্তা খান ছিলেন আওরঙ্গজেবের মামা ও সুবেদার। • চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ দখল করেন। • চট্টগ্রামের নাম রাখেন "ইসলামাবাদ" • পর্তুগিজ জলদস্যুদের বিতাড়িত করেন। • "লালবাগের কেল্লা" নির্মাণ করেন • চকবাজারে ছোট কাটরা ও চক মসজিদ নির্মাণ করেন • ঢাকা মোহাম্মদপুরে সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মাণ করেন। • মির্জা আবু তালিব ইতিহাসে 'শায়েস্তা খান' নামে পরিচিত • বাংলায় স্থাপত্য শিল্পের বিকাশ ঘটে শায়েস্তা খানের সময়। • টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেত শায়েস্তা খানের সময়। • ঢাকার নারিন্দায় বিনত বিবির মসজিদ নির্মাণ করেন।

- বাংলায় সুবেদারী শাসন চালু হয়– মুঘল আমলে
- বাংলায় প্রথম সুবেদার ছিল– ইসলাম খাঁ
- মুঘল আমলে বাংলার নাম ছিল– সুবাহ বাংলা
- সমগ্র বাংলায় সুবেদারি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন– জাহাঙ্গীর
- ইউরোপীয় প্যারাডাইজ অব নেশন হিসেবে বর্ণনা করেন– সুবাহ বাংলাকে

নবাবী শাসন

- বাংলায় নবাবী শাসন চালু হয়– মুঘল আমলে
- বাংলার প্রথম নবাব– মুর্শিদকুলী খান (১৭০৩ সাল)
- বাংলার শেষ নবাব– নিজাম উদ্দৌলা (১৭৬৫ সাল)
- বাংলার প্রথম স্বাধীন নবাব– মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭ সাল)
- বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব– সিরাজ উদ্দৌলা (১৭৫৭ সাল)
- নবাব সিরাজ উদ্দৌলার ডাক নাম ছিল-মির্জা মোহাম্মদ। কিন্তু হত্যাকারী ছিল – মোহাম্মদী বেগ।
- বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তর করেন– মুর্শিদকুলী খান
- নবাব সিরাজ উদ্দৌলার নানা ছিলেন– আলীবর্দী খান
- আলীবর্দী খান নবাব ছিলেন– ১৭৪০-১৭৫৬ সাল পর্যন্ত
- আলীবর্দী খানের কন্যা ছিলো– ৩ জন (মায়মুনা, ঘসেটি, আমেনা)
- নবাব সিরাজ উদ দৌলা ছিলেন– আমেনা বেগমের ছেলে
- সিরাজ উদ দৌলা কলকাতা নগরীর নাম রাখেন 'আলীনগর' – ১৭৫৬ সালে
- ১৭৫৬ সালে 'অন্ধকূপ হত্যা' প্রচারিত হয়– ইংরেজ চিকিৎসক হলওয়েল কর্তৃক
- রাজস্ব আদায়ের ইজারাদারি প্রথার প্রচলন করেন– মুর্শিদকুলী খান
- নবাবী শাসনামলে বাংলায় অত্যাচার ও লুটপাট করত– বর্গী/মারাঠা সৈন্যরা
- আফগান সৈন্যদের বিদ্রোহ ও মারাঠাদের দমন করেন– আলীবর্দী খান

শূর শাসন (১৫৪০-১৫৫৫)

- শের শাহ এর জন্ম– আফগানিস্থান
- শের শাহ এর সমাধি– বিহার, ভারত
- প্রতিষ্ঠাতা – শের শাহ ১৫৪০ সালে কনৌজের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে শূর শাসন প্রতিষ্ঠা করে।
- ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন– শের শাহ
- দাম মুদ্রার প্রচলন করে– শের শাহ
- গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা সড়ক-ই-আজম নির্মাণ করেন– শের শাহ
- গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড বা সড়ক-ই-আজম অবস্থিত– নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ থেকে দিল্লি পর্যন্ত
- কবুলিয়াত ও পাট্টা ব্যবস্থা প্রচলন করে– শের শাহ
- শের শাহ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে নির্মাণ করেন– আফগান দুর্গ

বারো ভূঁইয়া

- প্রেক্ষাপট: ১৫৭৬ সালে মুঘল সম্রাট আকবর ও দাউদ খান কররানীর মধ্য রাজমহলে যুদ্ধ হয়। সম্রাট আকবর কররানীকে পরাজিত করে বাংলায় মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করলে বাংলার অনেক শাসক বিদ্রোহ করে। তাঁরাই বারো ভূঁইয়া নামে ইতিহাসে পরিচিত।
- বারো ভূঁইয়া হলো– বাংলার অসংখ্য জমিদার বা বারো জন জমিদার।
- বারো ভূঁইয়াদের নেতা ছিলেন– ঈশা খাঁ
- ঈশা খাঁ রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন– সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ।
- বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন – ঈশা খাঁ
- ঈশা খাঁর মৃত্যুর পর নেতা হয়– তাঁর ছেলে মুসা খাঁ।
- বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম শক্তিশালী ছিলেন– যশোরের প্রতাপাদিত্য
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গদ্য গ্রন্থ "রাজা প্রতাপাদিত্য" লেখক– রামরাম বসু।
- বারো ভূঁইয়াদের দমনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন– আকবরের সুবেদার মানসিংহ
- বারো ভূঁইয়াদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে– জাহাঙ্গীরের সুবেদার ইসলাম খাঁ।

বাংলায় বাণিজ্য

- ১৪৮৭ সালে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ইউরোপ হতে পূর্ব দিকে আসার জল পথ আবিষ্কার করেন– বার্থোলো মিউ দিয়াজ।
- ১৪৯২ সালে "আমেরিকা" আবিষ্কার করেন- ইতালির নাবিক কলম্বাস।
- ১৪৯৮ সালে সফলভাবে ভারতবর্ষে কালিকট বন্দরে আসেন– পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো দা গামা।

দেশ	সাল	জাতি	পরিচিতি
পর্তুগাল	১৫১৬	পর্তুগিজ	ফিরিঙ্গি
নেদারল্যান্ডস	১৬০২	ডাচ্	ওলন্দাজ
ব্রিটেন	১৬০৮	ইংরেজ	ব্রিটিশ
ডেনমার্ক	১৬১৬	ডেনিশ	দিনেমার
ফ্রান্স	১৬৬৮	ফরাসি	ফরাসি

- সর্বপ্রথম বাণিজ্য করতে আসে– পর্তুগিজ জাতি।
- পর্তুগিজরা ১৫০২ সালে সর্বপ্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন– কেরালার কোচিনে
- পর্তুগিজরা কোচিনে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন– এটি ভারতের প্রথম ইউরোপীয় দুর্গ।
- ফিরিঙ্গি শব্দটি এসেছে– ফারসি শব্দ থেকে
- পর্তুগিজরা চট্টগ্রামে আসে– ১৫১৮ সালে
- পর্তুগিজদের অধীনে চট্টগ্রামের সমৃদ্ধি ঘটে এবং একটি বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয় যা পরিচিতি পায়– পোর্টো গ্রান্ডে বা বিশাল বন্দর নামে
- ১৫৩৮ সালে চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন– শের শাহ
- ১৫৮১-১৬৬৬ সাল পর্যন্ত চট্টগ্রাম অধীনে ছিল– মিয়ানমারের আরাকানদের
- মগ এবং পর্তুগিজ জলদস্যুদের একসাথে বলা হতো – হার্মাদ।
- মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে পর্তুগিজদের হুগলী থেকে উচ্ছেদ করেন– সুবেদার কাশেম খান জুয়িনী
- ১৬৬৬ সালে মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের চট্টগ্রাম থেকে বিতাড়িত করেন– শায়েস্তা খান
- সর্বপ্রথম আসার চেষ্টা করলেও সর্বশেষ আসে– ফরাসি জাতি।
- "কলকাতা" নগরীর প্রতিষ্ঠাতা– জব চার্নক (১৬৮৫ সাল)
- ইংরেজরা কলকাতায় "ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ" নির্মাণ করেন– ১৬৯৮ সালে
- "ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী" গঠিত হয়– ১৬৬৪ সালে।
- ইউরোপের গৃহযুদ্ধ/৩০ বছরের যুদ্ধের অবসান হয় – ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তির মাধ্যমে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

- ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথ এবং দিল্লী সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে প্রাচ্যের সাথে বাণিজ্য করার জন্য ২১৮ জন ইংরেজ বণিকদের প্রচেষ্টায় "ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি" গঠিত হয়- ১৬০০ সালে ইংল্যান্ডে।
- ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন– ১৬০৮ সালে।
- ক্যাপ্টেন হকিন্সের আবেদনক্রমে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন– সম্রাট জাহাঙ্গীর
- ১৬১২ সালে ইংরেজরা উপমহাদেশে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন– সুরাট, ভারত
- প্রথম ইংরেজ দূত হিসেবে স্যার টমাস রো সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন– ১৬১৫ সালে
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাংলায় কুঠি স্থাপন করেন– সম্রাট শাহজানের সময়
- ১৬৩৩ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথম বাংলায় কুঠি স্থাপন করেন– হরিহরপুরে
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় দ্বিতীয় কুঠি স্থাপন করেন– ১৬৫১ সালে হুগলী শহরে

- **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় তৃতীয় কুঠি স্থাপন করেন–** ১৬৫৮ সালে কাশিমবাজারে
- **১৬৯০ সালে সুতানটি গ্রামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন–** ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক
- **সুতানটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রাম নিয়ে কলকাতা নগরী প্রতিষ্ঠা করেন** – জব চার্নক
- **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন কেন্দ্র ছিল–** কলকাতা
- **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা নেয়–** ১৭৫৭ সালে
- **বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে-**১৭৬৫ সালে (মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে)।
- **কোম্পানির অবসান–** ১৮৫৮ সালে
- **কোম্পানির শাসন ছিল–** ১০০ বছর (১৭৫৭-১৮৫৮ সাল পর্যন্ত)

ইংরেজ শাসকদের সংস্কার

সংস্কারক/শাসক	সংস্কার কার্যক্রম
লর্ড ক্লাইভ	♦ ভারতবর্ষের প্রথম ব্রিটিশ গভর্নর ♦ দ্বৈতশাসন প্রতিষ্ঠা করে (১৭৬৫ সালে)। ♦ ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন (১৭৫৭)
ওয়ারেন হেস্টিংস	♦ দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার বিলোপ সাধন (১৭৭২) ♦ পাঁচশালা ভূমি বন্দোবস্ত (১৭৭৩) ♦ সাম্রাজ্যবাদী স্বত্ব বিলোপ নীতি (১৭৭৪) ♦ উপমহাদেশে প্রথম রাজস্ব বোর্ড গঠন
লর্ড কর্ণওয়ালিশ	♦ জমিদারী প্রথার সূত্রপাত ♦ ভারতে সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থা চালু করেন (১৯৫৮) ♦ দশশালা ভূমি বন্দোবস্ত প্রবর্তন ♦ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) ♦ সূর্যাস্ত আইন প্রবর্তন (১৭৯৩) ♦ সতীদাহ প্রথা প্রর্বতন (১৭৯৩)
লর্ড ওয়েলেসলী	♦ অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির প্রবর্তন ♦ টিপু সুলতানের সাথে মহীশুর যুদ্ধ করেন।
উইলিয়াম বেন্টিংক	♦ কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাতা (১৮৩৫) ♦ ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু (১৮৩৫) ♦ সতীদাহ প্রথা বিলোপ আইন করেন (১৮২৯)
লর্ড ডালহৌসী	♦ স্বত্ব বিলোপ নীতির প্রবর্তন। ♦ ১৮৫০ সালে ভারতে টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা চালু করেন ♦ ভারতে টেলিগ্রাফ সেবা চালু ছিল ১৬২ বছর ♦ ২০১৩ সালে এই সেবা বন্ধ করে দেয়া হয় ♦ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৫৭) ♦ রেল লাইনের প্রচলন (১৮৫৩) ♦ বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন (১৮৫৬)
লর্ড ক্যানিং	♦ কাগজী মুদ্রা প্রচলন (১৮৫৭) ♦ সিপাহী বিপ্লবকালীন গভর্নর জেনারেল/ ভাইসরয় ♦ ভারতবর্ষে প্রথম ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি হয়-১৮৫৭ ♦ ভারতবর্ষে পুলিশি ব্যবস্থা চালু করেন ১৮৬১ সালে
লর্ড মেঁয়ো	♦ ভারতবর্ষে ১ম আদমশুমারি চালু করেন (১৮৭২ সালে)।
লর্ড হার্ডিঞ্জ	♦ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখেন। ♦ হার্ডিঞ্জ ব্রিজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৯১৫) ♦ বঙ্গভঙ্গ রদ করেন (১৯১১)
লর্ড মাউন্টব্যাটেন	♦ ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল/ ভাইসরয়

- **বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে চেষ্টা করেন–** ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- **১৮৮২ সালে উইলিয়াম হান্টারের নামানুসারে উপমাদেশের প্রথম শিক্ষা কমিশনের নামকরণ করা হয়** - হান্টার কমিশন (Hunter Commission)
- **হিন্দু বিধবাদের বিয়ে যে আইনের দ্বারা হয়–** The Hindu Window's Re-marrige Act, 1856
- **ভারতের কর্ণাটকের মহীশুর রাজ্যের রাজা টিপু সুলতান যে ইংরেজ গভর্নর জেনারেলের সাথে যুদ্ধ করেন–** লর্ড ওয়েলেসলি

বাংলায় মন্বন্তর

২বার

নাম	বাংলা সাল	ইংরেজি সাল
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর	১১৭৬	১৭৭০
পঞ্চাশের মন্বন্তর	১৩৫০	১৯৪৩

- **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উপর লেখা উপন্যাস–** পথের পাঁচালি (বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।
- **ছিয়াত্তরের মন্বন্তর উপর চলচ্চিত্র–** পথের পাঁচালি (সত্যজিৎ রায়)
- **পঞ্চাশের মন্বন্তর উপর লেখা নাটক–** নেমেসিস (নুরুল মোমেন)
- **পঞ্চাশের মন্বন্তর উপর চিত্রকর্ম–** ম্যাডোনা- ৪৩ (জয়নুল আবেদীন)
- **ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের জন্য দায়ী ছিলো** – লর্ড ক্লাইভ
- **ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকালীন বাংলার গভর্নর ছিলো–** লর্ড কার্টিয়ার
- **ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে বাংলার ৩ কোটি মানুষের মধ্যে মারা যায়–** প্রায় ১ কোটি মানুষ
- **পঞ্চাশের মন্বন্তর উপর চিত্রকর্ম এঁকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন**–জয়নুল আবেদীন
- **ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিতে রচিত তুলসি লাহিড়ীর**- ছেঁড়াতার
- **মনে রাখুন:** ১লা জানুয়ারি থেকে ১৩ এপ্রিল পর্যন্ত তারিখ হলে বাংলা সাল থেকে ইংরেজি সাল বের করতে ৫৯৪ বছর যোগ করুন এবং ১৪ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে তারিখ হলে বাংলা সালের সাথে ৫৯৩ বছর যোগ করলেই ইংরেজি সাল পাওয়া যাবে।

ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

- **সময়–** (১৭৬০-১৮০০)
- **বাংলার ফকিরদের নেতা–** মজনু শাহ
- **সন্ন্যাসীদের নেতা–** ভবানী পাঠক
- **ভবানী পাঠকের সহযোগী ছিলেন–** দেবী চৌধুরাণী
- **ফকিররা ইংরেজদের কোম্পানী লুট করে–** ১৭৬৩ সালে
- **ফকিরদের নেতা মজনু শাহ মারা যায়–** ১৭৮৭ সালে
- **ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ–** ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

তিতুমীরের আন্দোলন (Titumir Movement)

- **ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরে প্রথম শহীদ হন–** তিতুমীর।
- **তিতুমীরের প্রকৃত নাম–** মীর নিসার আলী
- **তিতুমীর "বাঁশের কেল্লা" নির্মাণ করেন–** নারিকেল বাড়িয়ায়।
- **বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে যার পরিকল্পনায়–** গোলাম মাসুমের।
- **বাঁশের কেল্লা ধ্বংস ও তিতুমীর শহীদ হন-** ১৮৩১ সালে।
- **বাঁশের কেল্লা ধ্বংস করেন–** ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল স্টুয়ার্ট।
- **বারাসাতের বিদ্রোহ করেন–** তিতুমীর
- **২৪ পরগনায় ওহাবী আন্দোলনের নেতা–** তিতুমীর

ফরায়েজী আন্দোলন (Faraizi Movement)

- **ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা–** হাজী শরীয়তউল্লাহ।
- **হাজী শরীয়তউল্লাহ জন্ম গ্রহণ করেন–** ১৭৮১ সালে (মাদারীপুর)
- **ফরায়েজী আন্দোলনের কেন্দ্র ভূমি ছিল–** ফরিদপুর।
- **ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপদান করেন–** দুদু মিয়া
- **জমি থেকে খাজনা আদায় করা "আল্লাহর আইনের পরিপন্থী" বলেন–** দুদুমিয়া
- **ফরায়েজী আন্দোলন ছিল** – ধর্মভিত্তিক আন্দোলন
- **ফরায়েজী আন্দোলনের মূল বিষয় ছিলো–** মুসলমানদের ফরজ পালনের নির্দেশ
- **ফরায়েজী আন্দোলন শুরু হয়–** ১৮১৮ সালে
- **ব্রিটিশ শাসন আমলে ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' বলেছেন** - হাজী শরীয়তউল্লাহ।

নীল বিদ্রোহ (Indigo Revolt)

- **নীল বিদ্রোহের প্রবাদ পুরুষ ছিল–** সর্দার বিশ্বনাথ
- **নীল করদের অত্যাচারের কাহিনী অবলম্বনে নাটক রচিত হয়-** নীলদর্পণ
- **"নীল দর্পণ" নাটকের রচয়িতা–** দীনবন্ধু মিত্র
- **"নীল দর্পণ" নাটক প্রথম প্রকাশ হয়** – বাংলা প্রেস থেকে ঢাকায়
- **নীল বিদ্রোহের অবসান ঘটে–** ১৮৬০ সালে।
- **"নীল দর্পণ" নাটকটি মঞ্চায়িত হওয়ার সময়ে মঞ্চে জুতা ছুড়েন–** বিদ্যাসাগর
- **মাইকেল মধুসূদন দত্ত A Native ছদ্মনামে নীল দর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ করেন–** "Indigo Planting Mirror" নামে
- **নীল বিদ্রোহের নেতা–** দিগম্বর বিশ্বাস, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস

আলীগড় আন্দোলন

- **আলীগড় আন্দোলনের প্রবক্তা–** সৈয়দ আহমদ খান
- **আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা–** সৈয়দ আহমদ খান

সিপাহী বিদ্রোহ– ১৮৫৭ (Indian Revellion of 1857)

- **পরিচিত** – সর্বভারতীয় বিদ্রোহ বা সিপাহী জনতার বিদ্রোহ।
- **সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়–** ১৮৫৭ সালে।
- **সিপাহী বিদ্রোহর নেতা–** মঙ্গল পান্ডে, রজব আলী
- **সিপাহী বিদ্রোহের সাথে জড়িত পার্ক–** জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক (পূর্ব নাম ছিল– ভিক্টোরিয়া পার্ক)।
- **ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতার আন্দোলন হলো** – সিপাহী বিদ্রোহ
- **সিপাহী বিদ্রোহের প্রথম শহীদ** – মঙ্গলপান্ডে
- **ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র বিদ্রোহ–** সিপাহী বিদ্রোহ

উপমহাদেশে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার

ব্যক্তি	অবদান
হাজী মুহাম্মদ মুহসিন	▪ বাংলার হাতেমতাই বলে খ্যাত ▪ ইমামবাড়া প্রতিষ্ঠা ▪ ১৮০৬ সালে মুহসিন ট্রাস্ট গঠন
নওয়াব আব্দুল লতিফ	▪ ১৮৬৩ সালে মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা
সৈয়দ আমীর আলী	▪ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা।
স্যার সৈয়দ আহমদ খান	▪ ১৮৭৭ সালে মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা ▪ মুসলমানদের ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন
এ কে ফজলুল হক	▪ ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা পার্টি গঠন ▪ ঋণ সালিশি আইন প্রণয়ন ▪ ঢাকা ইডেন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। ▪ বরিশালের চাখারে কৃষি কলেজ প্রতিষ্ঠা

সর্বভারতীয় কংগ্রেস

- **প্রতিষ্ঠা–** ১৮৮৫ সালে (ভারতের বোম্বেতে)।
- **প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সাধারণ সম্পাদক–** এ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম।
- **প্রথম সভাপতি–** উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি।
- ভারতবর্ষের প্রথম রাজনৈতিক দল এবং ভারত স্বাধীনের নেতৃত্ব দেন।

প্রাক-পাকিস্তান আমল (১৯০০-১৯৪৭ সাল)

লর্ড কার্জন ও বঙ্গভঙ্গ

- **ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হন–** ১৮৯৯ সালে।
- **বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব দেন–** ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে।
- **কার্জন হল প্রতিষ্ঠা করেন–** ১৯০৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি।
- **University Act পাস করেন–** লর্ড কার্জন।
- **বঙ্গভঙ্গ করেন–** ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর।
- **বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট নতুন প্রদেশ–** পূর্ব বাংলা ও আসাম।
- **সৃষ্ট প্রদেশের প্রথম প্রাদেশিক রাজধানী–** ঢাকা
- **বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে–** হিন্দুরা।
- **পূর্ব বাংলা ও আসামের প্রথম ছোট লাট-**ফ্রেজার।
- **বঙ্গভঙ্গের সময় বৃটিশ রাজা ছিলেন –** পঞ্চম জর্জ

ফলাফল:

- **আমার সোনার বাংলা রচনা–** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)
- **রাখী বন্ধন অনুষ্ঠানের সূচনা–** রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯০৫)
- **মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা–** ১৯০৬ সালে (ঢাকায়)
- **স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা–** ১৯০৬ সাল।

মুসলিম লীগ

- **মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক দল-**মুসলিম লীগ।
- **প্রতিষ্ঠা-**১৯০৬ সালে ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায়।
- **প্রতিষ্ঠাতা-**নবাব সলিমুল্লাহ্।
- **প্রথম সভাপতি-**আগা মোহাম্মদ খান।
- **প্রথম অধিবেশন হয়-**১৯০৬ সালে ঢাকায়।
- **পাকিস্তান রাষ্ট্র স্বাধীনের নেতৃত্ব দেয়-** মুসলিম লীগ।

স্বদেশী আন্দোলন ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

- **স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দেশ্য-**বিলিতি পণ্যের বর্জন, দেশিও পণ্যের প্রসার
- **ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সাথে জড়িত ৪ জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।**

১. **মুকুন্দরাম দাস** (বরিশালের চারণ কবি, স্বদেশী আন্দোলনের নেতা)।
২. **ক্ষুদিরাম** (১৯০৮ সালে কিংস ফোর্ড কে হত্যার প্রচেষ্টার জন্য ফাঁসি দেওয়া হয়। ক্ষুদিরামকে নিয়ে পিতাম্বর সেন লিখেন বিখ্যাত গান- **"একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি"**। (তার সহযোগী ছিলেন প্রফুল্ল চাকী)
৩. **প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার** (১৯৩২ সালে চট্টগ্রামে পাহাড় তলীতে ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করে সায়ানাইড খেয়ে আত্মহুতি দেন। তিনি বেথুন কলেজের দর্শনের ছাত্রী ছিলেন।
৪. **মাস্টার দ্যা সূর্যসেন** (১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ব্রিটিশদের অস্ত্রাগার লুন্ঠন করেন এবং ১৯৩৪ সালে ব্রিটিশরা তাঁকে ফাঁসি দিয়ে বঙ্গোপসাগরে লাশ ভাসিয়ে দেয়)। পেশায় ছিলেন– শিক্ষক।

বঙ্গভঙ্গ রদ

- **রদ করেন–** লর্ড হার্ডিঞ্জ
- **রদ হয়–** ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর।
- **বঙ্গভঙ্গ রদের সময় দিল্লিতে উপস্থিত ছিলেন–** পঞ্চম জর্জ।
- **ফলাফল–** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
- **পূর্ব বাংলা পুনরায় অবিভক্ত বাংলায় পরিণত হয়-১** জানুয়ারি ১৯১২।
- **কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তর করা হয়–** ১৯১২ সালে।
- **মর্লি মিন্টো আইন পাস হয়–** ১৯০৯ সালে
- **লক্ষ্মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়–** ১৯১৬ সালে
- **লক্ষ্মৌ চুক্তির মূল বিষয়–** হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা

- **দফার গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য–** বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণার বিকাশ
- **৬ দফার প্রধান দফাগুলো হলো– [দফাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ]**

১. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন।	২. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা।
৩. মুদ্রা ও অর্থ বিষয়ক ক্ষমতা।	৪. রাজস্ব ও শুল্ক বিষয়ক ক্ষমতা।
৫. বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা।	৬. আধা মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের ক্ষমতা

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা- ১৯৬৮ সাল

- **মামলা দায়ের–** ৩ জানুয়ারি, ১৯৬৮।
- **মামলার শিরোনাম–** রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য।
- **মোট আসামি –** ৩৫ জন (প্রধান আসামি– শেখ মুজিবুর রহমান)।
- **শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার–** ১৭ জানুয়ারি, ১৯৬৮ সাল (বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী অনুযায়ী)
- **মামলা ফাঁস করে দেয়–** আমির হোসেন।
- **মামলা বিচার কাজ শুরু হয়–** ১৯ জুন ১৯৬৮ সালে ঢাকা সেনানিবাসে।
- **মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন–** এস এ রহমান।
- **শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন-** স্যার টমাস উইলিয়াম।
- **মামলার সাথে জড়িত স্মৃতিবিজড়িত জাদুঘর–** 'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর'
- **'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর' অবস্থিত –** ঢাকা সেনানিবাসে।

গণঅভ্যুত্থান-১৯৬৯ সাল

- **১৯৬৮ সালের নভেম্বরে ছাত্র অসন্তোষকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।**
- **১৯৬৮ সালে "ঘেরাও আন্দোলন কার্মসূচি" ঘোষণা করেন–** মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
- **১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বা Students Action Committee (SAC) পেশ করে– ১১ দফা**
- **১৯৬৯ সালের ৮ জানুয়ারি গণতন্ত্র পতিষ্ঠার পক্ষে রাজনৈতিক ঐক্য পেশাজীবীরা Democratic Action Committee (DAC) গঠন করে দাবী পেশ করে–** ৮ দফা
- **জড়িত গুরুত্বপূর্ণ ৪জন ব্যক্তি।**
  - **আসাদ–** (১৯৬৯ সালে ২০ জানুয়ারি ঢাবির ইতিহাসের ছাত্র আসাদকে হত্যা করা হয়), ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদ দিবস।
  - **মতিউর রহমান–** (১৯৬৯ সালে ২৪ জানুয়ারি নবকুমার ইন্সটিটিউটের নবম শ্রেণির ছাত্রকে হত্যা করা হয়)
  - **সার্জেন্ট জহুরুল হক–**১৯৬৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি মামলার ১৭তম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ঢাকা সেনানিবাসে হত্যা করা হয়।
  - **ড.শামসুজ্জোহা–**১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের শিক্ষককে হত্যা করা হয়।
- **আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার–** ২২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯ সালে।
- **আগরতলা মামলা প্রত্যাহার দিবস–** ২২ ফেব্রুয়ারি।
- **শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়–** ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯; রেসকোর্স ময়দানে (ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ কর্তৃক)
- **গণঅভ্যুত্থানের উপরে লিখিত উপন্যাস –** 'চিলেকোঠার সেপাই', **লেখক-** আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।
- **গণঅভ্যুত্থানের সাথে জড়িত কবিতা –** 'আসাদের শার্ট' (শামসুর রাহমান)।
- **আসাদ গেট পূর্ব নাম ছিল–** আইয়ুব গেট যা গণ অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত।
- **রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত ড. শামসুজ্জোহার প্রতিকৃতি–** স্ফুলিঙ্গ
- **স্ফুলিঙ্গ ভাস্কর্যের স্থপতি–** কনক কুমার পাঠক
- **বাংলাদেশের প্রথম শহীদ বুদ্ধিজীবী–**ড. শামসুজ্জোহা

সাধারণ নির্বাচন-১৯৭০

- **১৯৭০ এর নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন–** আব্দুস সাত্তার
- **আওয়ামী লীগ ও পিপিপি (পাকিস্তান পিপলস পার্টি মধ্যে হয়)**

নির্বাচন	তারিখ	আসন	আওয়ামী লীগ পায়
জাতীয় পরিষদ	৭ ডিসেম্বর ১৯৭০	মোট আসন ১৬৯ নির্বাচিত ১৬২ + সংরক্ষিত ৭টি	১৬৭টি (নির্বাচিত আসন ১৬০টি এবং সংরক্ষিত ৭টি)
প্রাদেশিক পরিষদ	১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০	মোট আসন ৩১০ নির্বাচিত ৩০০ + সংরক্ষিত ১০টি	২৯৮টি (নির্বাচিত ২৮৮ এবং সংরক্ষিত ১০টি)

- নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন নিয়ে জয়লাভ করে শপথ নেয়- ৩ জানুয়ারি ১৯৭১ সালে। (রেসকোর্স ময়দানে)

মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস

অসহযোগ আন্দোলন

- **ইয়াহিয়া খান বেতার বার্তায় অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করে–** ১ মার্চ, ১৯৭১
- **পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী অধিবেশন হওয়ার কথা ছিল–** ৩ মার্চ, ১৯৭১
- **বঙ্গবন্ধু ঢাকাতে হরতাল ডাকেন–** ২ মার্চ, ১৯৭১
- **বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন–** ২ মার্চ ১৯৭১
- **অসহযোগ আন্দোলন পালিত হয়–** ৩ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ ১৯৭১
- **পাকিস্তান থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে অস্ত্র আসে–** ৩ মার্চ ১৯৭১

স্বাধীনতার ইশতেহার

- **ইশতেহার পাঠের আয়োজন করা হয়–** ৩ মার্চ ১৯৭১ পল্টন ময়দানে
- **আয়োজন করে–** স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ
- **স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করেন–** বঙ্গবন্ধুর চার সতীর্থ

ব্যক্তি	পদের অধিকারী
নূরে আলম সিদ্দিকী	ছাত্র লীগের সভাপতি
শাহজাহান সিরাজ	ছাত্র লীগের সাধারণ সম্পাদক
আ.স.ম আব্দুর রব	ডাকসুর সহ সভাপতি
আব্দুল কুদ্দুস মাখন	ডাকসুর সাধারণ সম্পাদক

- **জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন হয়–** পল্টন ময়দানে
- **জাতীয় সঙ্গীতের সাথে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন–** শাহজাহান সিরাজ

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

- **সময়–** ৭ মার্চ, ১৯৭১, রবিবার বিকাল ৩টা ২০ মিনিট
- **স্থান–** রেসকোর্স ময়দান (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)
- **মোট সময়–** ২৩ মিনিট কিন্তু রেকর্ড হয়– ১৮-১৯ মিনিট
- **মোট শব্দ সংখ্যা–** ১১০৮টি, **রেকর্ডকারী–** এ এইচ খন্দকার
- **চিত্র ধারণকারী–** আবুল খায়ের এমএনএ
- **প্রথম লাইন ছিল–** 'ভাইয়েরা আমার আপনারা সবই জানেন'
- **শেষ লাইন ছিল–** 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা।'
- **মোট দফা ছিল–** ৪টি (প্রথম দফা– সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে)
- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চ ভাষণের ৪টি দফা:-

১. চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে	২. সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে
৩. গণহত্যার তদন্ত করতে হবে	৪. নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে

- **মোট অনূদিত ভাষা–** ১৭টি (সর্বশেষ জাপানী ভাষায়)
- **মন্ত্রিপরিষদ ৭ মার্চকে জাতীয় ঐতিহাসিক দিবস প্রস্তাব অনুমোদন ও ঘোষণা করেন–** ৭ অক্টোবর ২০২০
- **৭ মার্চ প্রথম বারের মত ঐতিহাসিক ভাষণ দিবস হিসেবে পালিত হয়–** ২০২১ সালে
- **ময়দান জুড়ে স্লোগান ছিল– "পদ্মা মেঘনা যমুনা, তোমার আমার ঠিকানা"**
- **বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স ময়দানে প্রবেশের সময় জনতার স্লোগান ছিল–** "শেখ মুজিবের পথ ধরো, বাংলাদেশকে স্বাধীন করো"।
- **বক্তব্যের সময় উপস্থিত ছিল–** প্রায় ১০ লক্ষ জনতা
- **৭ মার্চের ভাষণের উপর নির্মিত প্রামাণ্য চলচ্চিত্র–** দ্য স্পিচ (পরিচালক : ফখরুল আরেফিন)
- **দ্য স্ট্যাচু অব স্পিচ অ্যান্ড ফ্রিডম অবস্থিত–** কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ (১২০ ফিট উঁচু ভাস্কর্য)
- **৭ মার্চের ভাষণ হলো স্বাধীনতার মূল দলীল–** বলেছেন নেলসন ম্যান্ডেলা

ভাষণের উক্তি

- **প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।**
- **রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, তবুও এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ।**

৭ মার্চের ভাষণ এখন ঐতিহাসিক প্রামাণ্য দলিল

- **৭ মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত করে প্রামাণ্য দলিল হিসেবে স্বীকৃতি দেন–** ইউনেস্কো ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর
- **৪২৭টি প্রামাণ্য ঐতিহ্যের মধ্যে প্রথম অলিখিত ভাষণ–** ৭ মার্চের ভাষণ
- **৭৮টি ভাষণের মধ্যে ৭ মার্চের ভাষণের অবস্থান–** ৪৮তম
- **৭ মার্চের ভাষণকে মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড রেজিস্টারের অন্তর্ভুক্ত করার সময়ে ইউনেস্কোর প্রধান ছিলেন–** ফ্রান্সের ইরিনা বকোভা
- **ইউনেস্কো গুরুত্বপূর্ণ নথি সংগ্রহ করে আসছে–** ১৯৯২ সাল থেকে
- **৭ মার্চ ভবন ও ৭ মার্চ জাদুঘর অবস্থিত–** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে
- **৭ মার্চ ভাষণকে কেন্দ্র করে নির্মিত ভাস্কর্য 'তর্জনী' অবস্থিত–** নরসিংদী
- **৭ মার্চের ভাষণকে তুলনা করা হয়–** আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ ভাষণের সাথে

২৫ মার্চের গণহত্যা

- **অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে–** ১৮ মার্চ, ১৯৭১
- **অপারেশন সার্চ লাইটের নীল নকশা তৈরি করে–** রাও ফরমান আলী, টিক্কা খান, জামশেদ
- **সার্বিকভাবে গণহত্যার পরিকল্পনা তত্ত্বাবধায়ণ করে–** জেনারেল টিক্কা খান
- **অপারেশন সার্চ লাইট হলো–** বাঙালি নিধন অভিযানের নাম
- **অপারেশন সার্চ লাইট শুরু হয়–** ২৫ মার্চ রাত ১১.৩০ ঘটিকায়
- **ঢাকায় অপারেশন সার্চ লাইটের মূল দায়িত্বে ছিল–** রাও ফরমান আলী
- **ঢাকার বাহিরে সব স্থানে দায়িত্বে ছিল–** খাদেম হোসেন রেজা
- **যে সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ডেইলি টেলিগ্রাফের মাধ্যমে প্রথম পাকিস্তানের বর্বরতার খবর বর্হিবিশ্বে প্রচার করেন–** সাইমন ড্রিং
- **টিক্কা খান বলেন–** "আমি এদেশের মানুষ চাইনা, মাটি চাই"
- **ঢাকাতে অপারেশন সার্চ লাইট পরিচালনা করে মানুষকে হত্যা করা হয়–** ৭ থেকে ৮ হাজার
- **২৬ মার্চ, ১৯৭১–** প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং অপারেশন বিগ বার্ড এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতারের নেতৃত্ব দেয়– মেজর জেড এ খান
- **২৬ মার্চ, ১৯৭১–** চট্টগ্রাম থেকে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ হান্নান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

- **প্রতিষ্ঠিত হয়–** ২৬ মার্চ ১৯৭১ চট্টগ্রামের কালুরঘাটে
- **প্রতিষ্ঠা করেন–** ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্ট
- **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রথম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন–** জিয়াউর রহমান (২৭ মার্চ, ১৯৭১)
- **পাক বিমানবাহিনীর গোলাবর্ষণের ফলে বন্ধ হয়–** ৩০ মার্চ ১৯৭১ সালে
- **পরবর্তী সম্প্রচার শুরু কলকাতার বালিগঞ্জ বেতার কেন্দ্র থেকে–** ২৫ মে ১৯৭১ সালে।
- **চরমপত্র সিরিজটির পরিকল্পনাকারী–** আব্দুল মান্নান।
- **স্থানীয় ঢাকাইয়া ভাষায় স্ক্রিপ্ট লেখা ও উপস্থাপনা করেন–** এম আর আখতার মুকুল।
- **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মুক্তিবাহিনীর জন্য প্রচারিত অনুষ্ঠান–** অগ্নিশিক্ষা, দেশাত্ববোধক গান, রণাঙ্গন কথিকা, রক্তস্বাক্ষর
- **প্রথম নারী শিল্পী ছিলেন–** নমিতা ঘোষ
- **পত্রিকা পাঠ করেন–** বেলাল আহমেদ
- **চরমপত্র (কথিকা) পাঠ করেন–** এম আর আখতার মুকুল
- **স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল–** চরমপত্র পাঠ ও জল্লাদের দরবার
- **ইয়াহিয়া খানকে ব্যঙ্গ করে "জল্লাদের দরবার" অনুষ্ঠানটি চরিত্রায়িত করেন–** কেল্লা ফতেহ আলী খান

মুক্তিফৌজ থেকে মুক্তিবাহিনী

ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোর বাঙালি সৈন্যদের নিয়ে নিয়মিত বাহিনী গঠন করা হয় সরকারিভাবে এদেরই নামকরণ করা হয়– মুক্তিফৌজ হিসেবে

- **মুক্তিফৌজ গঠিত হয়–** ৪ এপ্রিল, ১৯৭১
- **মুক্তিফৌজ গঠনের স্থান–** তৎকালীন সিলেটের (বর্তমান হবিগঞ্জ জেলার) তেলিয়াপাড়ায়
- **মুক্তিফৌজ গঠন করেন–** এম এ জি ওসমানী
- **পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য ১০ এপ্রিল ১৯৭১ মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশকে বিভক্ত করেন–** ৪টি যুদ্ধ অঞ্চলে
- **অনিয়মিত বাহিনীর সরকারি নাম ছিলো–** গণবাহিনী (এফএফ)
- **মুজিব বাহিনী (BLF) জন্ম হয়–** ভারতে
- **সশস্ত্রবাহিনী গঠনে গোপনীয়তা রক্ষার্থে এর নাম হয়–** কিলোফাইট

মুক্তিবাহিনীর শীর্ষ নেতা

পদ	ব্যক্তি
মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ও প্রধান সেনাপতি	এম এ জি ওসমানী
চিফ অফ স্টাফ (সেনাবাহিনীর প্রধান)	কর্নেল এম এ রব
বিমান বাহিনীর প্রধান ও উপ সেনাপ্রধান	গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার

বাংলাদেশের ৩টি ফোর্স

ফোর্সের নাম	গঠন	প্রধান
জেড ফোর্স	৭ জুলাই, ১৯৭১	জিয়াউর রহমান
এস ফোর্স	সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	কে এম শফিউল্লাহ
কে ফোর্স	১৪ অক্টোবর ১৯৭১	খালেদ মোশাররফ

অস্থায়ী মুজিবনগর সরকার

- **সরকার গঠন–** ১০ এপ্রিল ১৯৭১ এবং **শপথ গ্রহণ–** ১৭ এপ্রিল ১৯৭১
- **মন্ত্রণালয় ও বিভাগ ছিল –** ১২টি এবং মন্ত্রী সভার সদস্য– ৬ জন

বিষয়	তারিখ/ব্যক্তি
রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি/উপ-রাষ্ট্রপতি	সৈয়দ নজরুল ইসলাম
প্রধানমন্ত্রী ও পরিকল্পনা মন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ
অর্থ-বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী	এম মনসুর আলী
স্বরাষ্ট্র, কৃষি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রী	এ এইচ এম কামারুজ্জামান

- **সচিবালয় ছিল–** কলকাতার ৮নং থিয়েটার রোড।
- **শপথ বাক্য পাঠ করান-** অধ্যাপক ইউসুফ আলী
- **অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন-**এম. এ মান্নান
- **অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়-** মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথ তলার আমবাগানে
- **মুক্তিযুদ্ধের সর্বদলীয় উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ছিল –** ৮ জন (প্রধান ভাসানী), **গার্ড অব অনার দেন–** আনসার বাহিনী
- **গার্ড অব অনার দলের নেতৃত্ব দেন–** মাহমুদ উদ্দিন আহমেদ।
- **মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা–** জয় বাংলা
- **মুজিবনগর শপথ অনুষ্ঠানে নারী সমাজের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন–** বেগম নাজিরা ইসলাম।
- **বৈদ্যনাথ তলার বর্তমান নাম– মুজিবনগর (নামকরণ–** তাজউদ্দীন আহমদ)
- **মুক্তিযুদ্ধ কালে কলকাতার ৮ নং থিয়েটার রোডে "বাংলাদেশ বাহিনী" গঠিত হয়–** ১২ এপ্রিল ১৯৭১
- **মুজিবনগরের অর্থবিষয়ক ও পরিকল্পনার দায়িত্বে ছিলেন–** তাজউদ্দিন আহমদ
- **মুজিবনগর সরকারের মূখ্য সচিব ছিলেন–** রুহুল কুদ্দুস
- **বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি(১০ এপ্রিল) এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ (১৭ এপ্রিল) করা হয়–** মুজিবনগর হতে
- **If blood is the price of independence, then Bangladesh has paid the highst price in the history-** London Times (1971)

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিদেশে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশন

- **বাংলাদেশের প্রথম মিশন স্থাপিত হয়–** কলকাতাতে
- **বাংলাদেশের পক্ষে সর্বপ্রথম আনুগত্য প্রকাশ করেন–** কে এম শাহাবুদ্দিন ও আমজাদ উল হক
- **বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ছিলেন–** বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
- **বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন গড়ে তোলেন–** ভারতের সমর সেন

বিদেশি মিশন	দেশ	মিশন প্রধান
কলকাতা	ভারত	এম আর হোসেন আলী
দিল্লী	ভারত	হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী
লন্ডন	যুক্তরাজ্য	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
ওয়াশিংটন	যুক্তরাষ্ট্র	এম আর সিদ্দিকী

মুক্তিযুদ্ধের সেক্টরসমূহ

- ❑ মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক ছিলেন– বঙ্গবন্ধু
- ❑ মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ছিলেন– এমএজি ওসমানী
- ❑ বাংলাদেশের মোট সেক্টর– ১১টি
- ❑ সাব সেক্টর– ৬৪টি
- ❑ সেক্টরগুলোকে বিভক্ত করেন– তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এমএজি ওসমানী
- ❑ নিয়মিত সেক্টর কমান্ডার ছিল না এবং একমাত্র নৌ সেক্টর– ১০

- **১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল তাজউদ্দিন আহমেদের নির্দেশে এম.এ.জি ওসমানী বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টর এবং ৬৪টি সাব সেক্টরে বিভক্ত করেন।**
- **১ নং সেক্টর**-চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও ফেনী নদী পর্যন্ত।
- **২ নং সেক্টর**-ঢাকা, নোয়াখালী, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া।
- **৩ নং সেক্টর**- কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ।
- **৪ নং সেক্টর**- সিলেটের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল তথা মৌলভীবাজার।
- **৫নং সেক্টর**- সিলেটের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ডাউকি সড়ক পর্যন্ত।
- **৬নং সেক্টর**- রংপুর বিভাগ (দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়)।
- **৭নং সেক্টর**- রাজশাহী বিভাগ (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, নওগাঁ)।
- **৮নং সেক্টর**- যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মুজিবনগর।
- **৯ নং সেক্টর**- সাতক্ষীরা, খুলনা, পটুয়াখালি, বরিশাল।
- **১০ নং সেক্টর**-সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল।
- **১১ নং সেক্টর**- ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।

সেক্টর কমান্ডরদের নাম মনে রাখার টেকনিক

সূত্র: জিয়ার খা শ দশ বানুর ও জন শূন্য তা

- জিয়া → জিয়াউর রহমান, রফিকুল ইসলাম (সেক্টর ১)
- খা → খালেদ মোশাররফ, এটিএম হায়দার (সেক্টর ২) **
- শ → কে. এম শফিউল্লাহ, এ. এন. নুরুজ্জামান (সেক্টর ৩) **
- দ → সি আর দত্ত (সেক্টর ৪) **
- শ → শওকত আলী (সেক্টর ৫) **
- বা → এম কে বাশার (সেক্টর ৬) **

- নুর → কাজী নুরুজ্জামান (সেক্টর ৭) **
- ও → আবু ওসমান চৌধুরী (সেক্টর ৮)
- জন → আব্দুল জলিল (সেক্টর ৯)
- শূন্য → নিয়মিত সেক্টর কমান্ডর ছিল না (সেক্টর ১০)
- তা → আবু তাহের (সেক্টর ১১)

Note: *নিয়মিত বাহিনী ছিল না, ফ্রান্সে প্রশিক্ষিত বাঙালি নৌ বাহিনী দ্বারা গঠিত বাহিনী, বঙ্গোপসাগরীয় সেক্টর ছিল ১০ নং।*

কনসার্ট ফর বাংলাদেশ

- **সময় :** ১ আগস্ট ১৯৭১ (নিউইয়র্কের মেডিসন স্কয়ারে)।
- **আয়োজক :** ফোবানা, শুরু হয়– বাদ্য যন্ত্র বাজানোর মাধ্যমে
- **ব্যান্ড দল :** বিটলস্, **প্রধান শিল্পী :** জর্জ হ্যারিসন।
- **সেতার বাদক :** ভারতের রবিশংকর, **অনুষ্ঠানের স্থায়িত্ব ছিল – ৪ ঘণ্টা**
- **সহযোগী শিল্পী :** বব ডিলান, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রিস্টন, লিওন রাসেল, রিঙ্গো রকস্টার প্রমুখ।
- **বাংলাদেশ বাংলাদেশ গান পরিবেশন করেন–** জর্জ হ্যারিসন
- **সরোদ বাদক–** ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, **তবলা বাদক–** আল্লা রাখা
- **কনসার্ট ফর বাংলাদেশ চলচ্চিত্রের পরিচালক–** সল সুইমার।

Note: *২০১৬ সালে সংগীত শিল্পী ও গীতিকার হিসাবে 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'র অন্যতম শিল্পী বব ডিলান সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।*

মুক্তিযুদ্ধের গেরিলা বাহিনী – ক্র্যাক প্লাটুন

- **ক্র্যাক প্লাটুন যুদ্ধে করেন** – ২ নং সেক্টর তথা ঢাকা শহরে।
- **ক্র্যাক প্লাটুন গঠন করেন** – ২নং সেক্টর প্রধান খালেদ মোশাররফ ও এটিএম হায়দার।
- **গেরিলা দল আক্রমণ করতেন** – হিট এন্ড রান পদ্ধতিতে।
- **অন্যতম সদস্য** – জাহানারা ইমামের সন্তান শহীদ রুমি, শিল্পী আজম খান, ক্রিকেটার জুয়েল, ঢাবি ছাত্র বদিউল আলম, আজাদ ও অন্যান্যরা।
- **শহীদ আজাদকে নিয়ে আনিসুল হক লেখেন** – 'মা' উপন্যাস।
- **হুমায়ূন আহমেদ মুক্তিযোদ্ধা বদিউল আলম-এর মহত্ব ও বিজয়গাঁথা তুলে ধরে রচনা করেন** – 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাস ও চলচ্চিত্রে।
- **মুক্তিযোদ্ধের প্রথম বিরোধীতা করে–** শান্তি কমিটি
- **১৯৭১ সালে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড ঘটায়–** আল বদর বাহিনী

আঞ্চলিক বাহিনী

বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল	বাহিনীর নাম	যুদ্ধের অঞ্চল
কাদেরিয়া বাহিনী	টাঙ্গাইল	আকবর বাহিনী	মাগুরা
আফসার বাহিনী	ভালুকা, ময়মনসিংহ	জিয়া বাহিনী	সুন্দরবন
বাতেন বাহিনী	টাঙ্গাইল	লতিফ মির্জা বাহিনী	সিরাজগঞ্জ, পাবনা
হেমায়েত বাহিনী	গোপালগঞ্জ, বরিশাল	হালিম বাহিনী	মানিকগঞ্জ

যৌথ বাহিনী

- **গঠিত হয়–** ২১ নভেম্বর, ১৯৭১
- **যার সমন্বয়ে গঠিত–** বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনী ও ভারতের মিত্র বাহিনী
- **যৌথ বাহিনীর প্রধান ছিলেন–** জগজিৎ সিং অরোরা
- **ভারতের আঞ্চলিক বাহিনীর প্রধান ছিলেন–** জগজিৎ সিং অরোরা
- **বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী দিবস–** ২১ নভেম্বর
- **ভারতের সৈন্য বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরে যান–** ১২ মার্চ ১৯৭২
- **পাকিস্তান বিমান বাহিনী ভারতের বিমান ঘাঁটিতে হামলা চালালে সেদিনই তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন–** ৩ ডিসেম্বর, ১৯৭১

একাত্তরের শহীদ বুদ্ধিজীবী

- **পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ও তাদের মিত্র আল বদর বাহিনী বাঙালির তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেন–** ১০ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর
- **প্রতি বছর শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস পালিত হয়–** ১৪ই ডিসেম্বর
- **বুদ্ধিজীবীদের বেশিরভাগকেই হত্যা করা হয়–** রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে
- **সেলিনা পারভীন যে পত্রিকায় কাজ করতেন– শিলালিপি**
- **উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবী–**

ড. ফজলে রাব্বি	ড. আলীম চৌধুরী	দার্শনিক জিসি দেব	সুরকার আলতাফ মাহমুদ
রাজনীতিবিদ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত	শহীদুল্লাহ কায়সার	সাহিত্যিক মুনীর চৌধুরী	সাহিত্যিক আনোয়ার পাশা
জ্যোতিরময় গুহ ঠাকুরতা	সাংবাদিক সেলিনা পারভীন	মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী	ড. সিরাজুল ইসলাম

বিজয় দিবস

- **১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর (১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) রোজ বৃহস্পতিবার বেলা ৪.৩১ মিনিটে পাক বাহিনী আত্মসমর্পনের দলিল স্বাক্ষরিত হয়–** রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী)
- **পাকিস্তানের পক্ষে দলিল স্বাক্ষর করেন–** ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক আমির আব্দুল্লাহ খান নিয়াজী (এম এ জি নিয়াজী)
- **বাংলাদেশের পক্ষে স্বাক্ষর করেন–** যৌথ বাহিনীর প্রধান জগজিৎ সিং অরোরা
- **বাংলাদেশের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন–** গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ কে খন্দকার
- **ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রথম আঞ্চলিক বাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করেন–** কাদেরিয়া বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বসূচক খেতাব (Gallantry Awards)

- বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধে সাহসিকতা ও বীরত্ব প্রদর্শনের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪ ধরনের খেতাব প্রদান করেন। যথা:

খেতাব	১৯৭৩ সালের গেজেট (সংখ্যা)	বর্তমান সংখ্যা
বীরশ্রেষ্ঠ (The most valiant hero)	৭ জন	৭ জন
বীর উত্তম (Great valiant hero)	৬৮ জন	৬৭ জন
বীর বিক্রম (Valiant hero)	১৭৫ জন	১৭৪ জন
বীর প্রতীক (Ideal of courage)	৪২৬ জন	৪২৪ জন
মোট	৬৭৬ জন	৬৭২ জন

- বীর উত্তম খেতাব প্রাপ্ত– ৬৭+১ জন (সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু পরিবারের জন্য আত্মত্যাগের জন্য বীর উত্তম খেতাব পান– বিগ্রেডিয়ার জামিল)
- মুক্তিযুদ্ধের মোট খেতাব পান– ৬৭২ জন +১ জন (এক জন বঙ্গবন্ধুকে রক্ষার আত্মত্যাগের জন্য)

Note: ০৬ জুন, ২০২১ মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যা মামলায় দণ্ডিত ৪ খুনির বীরত্বসূচক রাষ্ট্রীয় খেতাব বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে।

বঙ্গবন্ধুর চার খুনির খেতাব বাতিল

নাম	খেতাব	গেজেট নং
লে. কর্নেল শরিফুল হক ডালিম	বীর উত্তম	২৫
লে. কর্নেল এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী	বীর বিক্রম	৯০
লে. এ এম রাশেদ	বীর প্রতীক	২৬৭
নায়েক সুবেদার মোসলেম উদ্দিন খান	বীর প্রতীক	৩২৯

- **নারী খেতাব প্রাপ্ত– ২জন** (ক্যাপ্টেন সেতারা বেগম ও তারামন বিবি)
- **প্রথম খেতাব প্রাপ্ত নারী–** কিশোরগঞ্জের সেতারা বেগম (২নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন)
- **যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসার জন্য ভারতের মেলাঘরে ৪৮০ শয্যার বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালে চিকিৎসা দেন সেতারা বেগম।**

- **কুড়িগ্রামের তারামন বিবি ১১ নং সেক্টরে যুদ্ধ করেন, তাঁকে খেতাব দেওয়া হয়-** ১৯৭৩ সালে
- **তারামন বিবিকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও অস্ত্র চালান শেখান–** মুহিব হালদার
- **তারামন বিবি মৃত্যুবরণ করেন–** ২০১৮ সালের ১ ডিসেম্বর
- **১৯৯৬ সালে স্বীকৃতি দিলেও রাষ্ট্রীয় খেতাবে নাম উঠেনি-** কাঁকন বিবির।
- **সুনামগঞ্জের খাসিয়া সম্প্রদায়ের কাঁকন বিবিকে গুপ্তচর হিসেবে নিয়োগ করেন–** রহমত আলী
- **কাঁকন বিবি পরিচিত ছিলেন–** মুক্তিবেটি নামে। (মৃত্যু- ২১ মার্চ, ২০১৮)
- **একমাত্র বিদেশী বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত–** ডব্লিউ. এইচ. ওডারল্যান্ড (২নং সেক্টর, নেদারল্যান্ডসের বংশোদ্ভূত ও অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক
- **আদিবাসী হিসেবে প্রথম বীর বিক্রম খেতাব প্রাপ্ত–** ইউ কে চীং মারমা (৬নং সেক্টর)।
- **সর্বকনিষ্ঠ বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত–** শহীদুল ইসলাম (১২ বছর)।
- **একমাত্র সাহিত্যিক হিসেবে বীর প্রতীক খেতাব পান–** আব্দুস সাত্তার।
- **প্রথম বীর উত্তম খেতব পান–** লে. কর্নেল আব্দুর রব (চিফ অব স্টাফ)
- **প্রথম বীর বিক্রম খেতাব পান–** মেজর খন্দকার নাজমুল হুদা
- **প্রথম বীর প্রতীক খেতাব পান–** মোহাম্মদ আব্দুল মতিন

বীরশ্রেষ্ঠ

- **মোট বীরশ্রেষ্ঠ–** ৭ জন [সেনাবাহিনীর-৩ জন, ইপিআর (বর্ডার গার্ড) ২ জন, বিমানবাহিনী– ১ জন, নৌবাহিনী – ১ জন]
- **১ম শহীদ–** সিপাহী মোস্তফা কামাল (১৮ এপ্রিল, ১৯৭১)
- **সর্বশেষ শহীদ–** ক্যাপ্টেন মহিউদ্দীন জাহাঙ্গীর (১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১)
- **সর্ব কনিষ্ঠ বীরশ্রেষ্ঠ ছিলেন–** সিপাহী হামিদুর রহমান

নোট: গভ: পোর্টাল অনুযায়ী ১ম শহীদ– মুন্সী আব্দুল রউফ

সিপাহী মোস্তফা কামাল	**জন্ম**	১৯৪৭ সালে ভোলা জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
	সেক্টর	২ নং
	মৃত্যু	১৮ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় দরুইন গ্রামে
ল্যান্স নায়েক মুন্সী আবদুর রউফ	**জন্ম**	১৯৪৩ সালে ফরিদপুর জেলায়
	কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবি	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	১ নং
	মৃত্যু	২০ এপ্রিল, ১৯৭১
	সমাধি	রাঙ্গামাটি জেলার নানিয়ার চরে
ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	**জন্ম**	১৯৪১ খ্রি. ঢাকায়; পৈত্রিক নিবাস রায়পুরা, নরসিংদী
	কর্মস্থল	বিমানবাহিনী
	পদবি	লেফটেন্যান্ট
	সেক্টর	মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তান বিমান বাহিনীর একটি টি-৩৩ প্রশিক্ষণ বিমান (ছদ্ম নাম ব্লু-বার্ড-১৬৬) ছিনতাই করে নিয়ে দেশে ফেরার পথে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন।
	মৃত্যু	২০ আগস্ট, ১৯৭১
	সমাধি	পাকিস্তানের করাচির মৌরিপুর মাশরুর ঘাঁটিতে তাঁর সমাধিস্থল ছিল। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় ২৪ জুন এবং ২৫ জুন, ২০০৬ পূর্ণ মর্যাদায় মিরপুরে শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় দাফন করা হয়।
	চলচ্চিত্র	'অস্তিত্বে আমার দেশ' তাঁর জীবনের উপর নির্মিত চলচ্চিত্র
ল্যান্স নায়েক নূর মোহাম্মদ শেখ	**জন্ম**	১৯৩৬ সালে নড়াইল জেলার মহিষখোলা গ্রামে
	কর্মস্থল	ই.পি. আর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস)
	পদবি	ল্যান্স নায়েক
	সেক্টর	৮ নং
	মৃত্যু	৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	যশোরের শর্শা উপজেলার কাশিপুর গ্রামে।
সিপাহী হামিদুর রহমান	**জন্ম**	১৯৫৩ সালে ঝিনাইদহের খালিশপুর গ্রামে
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	সিপাহী
	সেক্টর	৪ নং
	মৃত্যু	২৮ অক্টোবর, ১৯৭১ মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার ধলই সীমান্তে
	সমাধি	ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবসার হাতিমেরছড়া গ্রামে সমাধি ছিল। ১০ ডিসেম্বর, ২০০৭ তাঁর দেহাবশেষ ত্রিপুরা হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয় এবং পরদিন ১১ ডিসেম্বর ঢাকার মিরপুর শহীদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে পুনরায় সমাহিত করা হয়।
ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার রুহুল আমিন	**জন্ম**	১৯৩৫ সালে নোয়াখালী জেলায়
	কর্মস্থল	নৌবাহিনী
	পদবি	গানবোট 'পলাশ' এর ইঞ্জিনরুম আর্টিফিশার
	সেক্টর	প্রথমে ২ নং সেক্টর এবং পরে ১০ নং সেক্টরে যুদ্ধ করে শহীদ হন
	মৃত্যু	১০ ডিসেম্বর, ১৯৭১
	সমাধি	খুলনার রূপসা উপজেলার বাগমারা গ্রামে রূপসা নদীর তীরে
ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	**জন্ম**	১৯৪৯ সালে বরিশাল জেলায়
	কর্মস্থল	সেনাবাহিনী
	পদবি	ক্যাপ্টেন
	সেক্টর	৭ নং
	মৃত্যু	১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বীরশ্রেষ্ঠদের মধ্যে সর্বশেষ শহীদ হন)
	সমাধি	চাঁপাইনবাবগঞ্জের ছোট সোনা মসজিদ প্রাঙ্গণে

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের অবদান

- **বহির্বিশ্বে সর্বপ্রথম পাকিস্তানি বর্বরতার খবর প্রকাশ করে–** ব্রিটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং।
- **মুক্তিযুদ্ধকালীন মৃত্যুবরণ করেন যে বিদেশি–** ইতালির নাগরিক মাদার মারিও ভেরনজি।
- **মুক্তিযুদ্ধের অর্থ সংগ্রহের জন্য Concert for Bangladesh এর অন্যতম সহযোগী আয়োজক–** ভারতের সেতার বাদক রবি শংকর।
- **মার্কিন কবি September on Jessore Road কবিতার আয়োজন করেন–** এলেন গিনেসবার্গ (১৫২ লাইনের কবিতা)। **September on Jessore Road এর বাংলা অনুবাদ করেন– খান মোহাম্মদ ফারাবী**
- **মুক্তিযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অক্সফামের ত্রাণ কার্যক্রমের সমন্বয়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন–** জুলিয়ান ফ্রান্সিস (যুক্তরাজ্যের নাগরিক)
- **১৯৭১ সালে অক্সফাম কর্তৃক প্রকাশ করেন–** "টেস্টিমনি অফ সিক্সটি অন দ্যা ক্রাইসিস ইন বেঙ্গল" (বাঙালি মানুষের সংকটের ষাটজনের সাফল্য)
- **মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের জন্য জুলিয়ান ফ্রান্সিসকে দেওয়া হয়–** মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী সম্মাননা। (Friends of Liberation war honour)

মুক্তিযুদ্ধের সময় বৃহৎশক্তি

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন– রাশিয়া, ভারত, ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য
- **বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে–** যুক্তরাষ্ট্র ও চীন
- **৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব করলে বাংলাদেশকে সমর্থন করে ভেটো দেন–** রাশিয়া
- **ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন–** ইন্দিরা গান্ধী **এবং প্রেসিডেন্ট ছিলেন–** ভিভি গিরি
- **সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ছিলেন–** নিকোলাই পদগর্ণি
- **যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন–** রিচার্ড নিক্সন (৩৭তম)
- **যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন–** হেনরী কিসিঞ্জার (যিনি বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি বলেন)
- **ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন কনস্যুলেট ছিলেন–** আর্চার কে ব্লাড (তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন)

মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুদের সম্মাননা

- **মুক্তিযুদ্ধে অবিস্মরনীয় অবদানের জন্য বিদেশী নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা–** ৩ টি
- **মোট রাষ্ট্রীয় সম্মাননা লাভ করেন–** ৩২৮ জন ব্যক্তি ও ১০ টি প্রতিষ্ঠান।
- **মুক্তিযদ্ধে অসামান্য অবদানের জন্য স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১১ সালে প্রথম সম্মাননা লাভ করেন–** ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী।
- **বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সম্মাননা (Bangladesh Liberation war honour) লাভ করেন–** ১৫ জন।
- **মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা (Friends Liberation war honour) লাভ করেন–** ৩১২ জন ও ১০ টি সংগঠন।

মুক্তিযুদ্ধে গণমাধ্যমের ভূমিকা

- **মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত পত্রিকা–** বাংলাদেশ, বঙ্গবাণী, রণাঙ্গন, স্বদেশ, জয় বাংলা, স্বাধীন বাংলা, মুক্তিযুদ্ধ
- **আমেরিকা থেকে প্রকাশিত–** Bangladesh News Letter, বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন, শিক্ষা
- **কানাডা থেকে প্রকাশিত–** বাংলাদেশ স্ফুলিঙ্গ
- **সাংবাদিক মার্ক টালি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের প্রচার করেন–** বিবিসি থেকে
- **দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায় আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রতি রাতে প্রচার করেন–** সংবাদ পরিক্রমা

স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি

- **প্রথম দেশ–** ভুটান ও ভারত (২য়) (৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১)।
- **প্রথম আরব / মধ্যপ্রাচ্যের দেশ–** ইরাক।
- **প্রথম এশীয় মুসলিম দেশ/প্রথম অনারব মুসলিম দেশ–** মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া
- **প্রথম আফ্রিকান দেশ/ প্রথম মুসলিম দেশ–** সেনেগাল
- **প্রথম ইউরোপিয়ান দেশ ও প্রথম সমাজতান্ত্রিক দেশ –** পূর্ব জার্মানি
- **প্রথম উত্তর আমেরিকান দেশ-**বার্বাডোস
- **প্রথম ওশেনিয়া মহাদেশের দেশ-**টোঙ্গা
- **রাশিয়া স্বীকৃতি দেন–** ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২
- **যুক্তরাজ্য স্বীকৃতি দেন-**৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সাল
- **ফ্রান্স স্বীকৃতি দেন–** ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
- **যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেন-**৪ এপ্রিল ১৯৭২ সাল
- **পাকিস্তান স্বীকৃতি দেন–** ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
- **চীন স্বীকৃতি দেন–** ৩১ আগস্ট ১৯৭৫

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গান

গান	গীতিকার/সুরকার/শিল্পী
সব কটি জানালা খুলে দাও না.....	**গীতিকার–** নজরুল ইসলাম বাবু **সুরকার–** আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল **শিল্পী –** সাবিনা ইয়াসমিন
আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই.....	**গীতিকার–** সিকান্দার আবু জাফর
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি.....	**গীতিকার–** গোবিন্দ হালদার **শিল্পী –** আপেল মাহমুদ
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে,.....	**গীতিকার–** গোবিন্দ হালদার
এক সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলো যারা.....	**গীতিকার–** গোবিন্দ হালদার **শিল্পী–** প্রথমে স্বপ্না রায়, পরে রেবেকা সুলতানা
এক নদী রক্ত পেরিয়ে.....	**গীতিকার–** খান আতাউর রহমান **শিল্পী–** শাহনাজ রহমতউল্লাহ
জয় বাংলা বাংলার জয়.....।	**গীতিকার–** গাজী মাযহারুল আনোয়ার
শোন একটি মুজিবরের থেকে.....	**গীতিকার–** গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রথম

ধরন	নাম	পরিচালক/ লেখক
স্বল্প দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র	**আগামী (১৯৮৫)**	মোরশেদুল ইসলাম
প্রামাণ্য চলচ্চিত্র	**স্টপ জেনোসাইড, ১৯৭১**	জহির রায়হান
পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র	**ওরা ১১ জন (১৯৭২)**	চাষী নজরুল ইসলাম
মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় নির্মিত প্রথম ভাস্কর্য	**জাগ্রত চৌরঙ্গী গাজীপুর (১৯৭৩)**	আব্দুর রাজ্জাক
মুক্তিযুদ্ধের ১ম উপন্যাস	**রাইফেল রোটি আওরাত (১৯৭১)**	আনোয়ার পাশা
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম নাটক	**পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়**	সৈয়দ শামসুল হক
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ১ম কবিতা	**স্বাধীনতা তুমি**	শামসুর রাহমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস

গ্রন্থ	লেখক	গ্রন্থ	লেখক
'রাইফেল রোটি আওরাত'	*শহীদ আনোয়ার পাশা*	**হাঙ্গর নদী গ্রেনেড, যুদ্ধ**	*সেলিনা হোসেন*
জাহান্নাম হইতে বিদায়, নেকড়ে অরণ্য, দুই সৈনিক, জলাঙ্গী	*শওকত ওসমান*	**আগুনের পরশমণি, জ্যোছনা ও জননীর গল্প, শ্যামল ছায়া, সূর্যের দিন, সৌরভ, ১৯৭১**	*হুমায়ুন আহমেদ*
উপমহাদেশ	*আল মাহমুদ*	**প্রিয় যোদ্ধা প্রিয়তমা**	*হারুন হাবিব*
একটি ফুলের জন্য, বটতলার উপন্যাস	*রিজিয়া রহমান*	**একটি কালো মেয়ের কথা**	*তারা শঙ্কর বন্দোপাধ্যায়*
যাত্রা	*শওকত আলী*	**মা**	*আনিসুল হক*
খাঁচায়	*রশিদ হায়দার*	**ফেরারী সূর্য, একাত্তরের নিশান**	*রাবেয়া খাতুন*
অদ্ভুত আঁধার এক	*শামসুর রাহমান*	**ওঙ্কার, অলাতচক্র**	*আহমদ ছফা*
দেয়াল	*আবু জাফর শামসুদ্দিন*	**নিষিদ্ধ লোবান, নীল দংশন**	*সৈয়দ শামসুল হক*
পূর্ব পশ্চিম	*সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়*	**কালো ঘোড়া, মহাযুদ্ধ, ঘেড়াও**	*ইমদাদুল হক মিলন*

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক নাটক

গ্রন্থ	লেখক	গ্রন্থ	লেখক
পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, 'নুরুল দীনের সারাজীবন'	সৈয়দ শামসুল হক	যে অরণ্যে আলো নেই	নীলিমা ইব্রাহীম
কি চাহ শঙ্খচিল, বর্ণচোরা, বকুল পুরের স্বাধীনতা	মমতাজ উদ্দিন আহম্মদ	নরকে লাল গোলাপ	আলাউদ্দিন আল আজাদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কাব্যগ্রন্থ

কাব্যগ্রন্থ	লেখক	কাব্যগ্রন্থ	লেখক
তুমি আসবে বলে হে স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান	বন্দী শিবির থেকে	শামসুর রাহমান
যখন উদ্যত সঙ্গীত	হাসান হাফিজুর রহমান	আমার প্রতিদিনের শব্দ	সৈয়দ আলী আহসান
আর্তনাদে বিবর্ণ	ড. মাযহারুল ইসলাম	মুক্তিযুদ্ধের কবিতা	আবুল হাসনাত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রবন্ধ গ্রন্থ

প্রবন্ধ	লেখক	প্রবন্ধ	লেখক
আমি বীরাঙ্গনা বলছি	নীলিমা ইব্রাহীম	বাংলাদেশ কথা কয়	আব্দুল গাফফার চৌধুরী
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম	গাজীউল হক	বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু	মোনায়েম সরকার
একাত্তরের ঢাকা, যাপীত জীবন	সেলিনা হোসেন	বুকের ভেতর আগুন, বিদায় দে মা ঘুরে আসি	জাহানারা ইমাম

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গল্পগ্রন্থ

গল্পগ্রন্থ	লেখক	গল্পগ্রন্থ	লেখক
রেইনকোট, অপঘাত	আখতারুজ্জামান ইলিয়াস	নামহীন গোত্র হীন	হাসান আজিজুল হক
একাত্তরের যীশু	শাহরিয়ার কবির	সময়ের প্রয়োজনে	জহির রায়হান
জলেশ্বরীর গল্পগুলো	সৈয়দ শামসুল হক	জন্ম যদি তব বঙ্গে	শওকত ওসমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্মৃতিকথা

স্মৃতিকথা	লেখক	স্মৃতিকথা	লেখক
একাত্তরের দিনগুলি	জাহানারা ইমাম	একাত্তরের ডায়েরী	সুফিয়া কামাল
একাত্তরের নিশান	রাবেয়া খাতুন	ফেরারী ডায়েরী	আলাউদ্দিন আল আজাদ
একাত্তরের ঢাকা	সেলিনা হোসেন	প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি	আবু সাঈদ চৌধুরী
স্মৃতির শহর	শামসুর রাহমান	একাত্তরের বিজয় গাঁথা	রফিকুল ইসলাম
একাত্তরের বর্ণমালা, আমি বিজয় দেখেছি	এম আর আখতার মুকুল	আমার কিছু কথা	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সম্পাদিত গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিল পত্র (১৫ খন্ডে সংকলিত)	হাসান হাফিজুর রহমান
মুক্তিযুদ্ধ কোষ (১২ খন্ডে সংকলিত)	মুনতাসীর মামুন
একাত্তরের চিঠি	প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ইংরেজিতে লেখা গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
A Golden Age, The Good Muslim, The bones of Grace	তাহমিমা আনাম
Surrender At Dacca: Birth of a Nation	জে আর জ্যাকব
দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ	আর্চার কে ব্লার্ড
ব্লাড টেলিগ্রাম	গ্যারি জে ব্যাস
A Search for Identity	মেজর আব্দুল জলিল
The Libaration War of Bangladesh	সুখওয়ান্ত সিং
The Rape of Bangladesh, Bangladesh A Legacy of Blood	অ্যান্থনি মাসকারেনহাস
Witness to Surrender	সিদ্দিক সালিক
The Betrayal of East Pakistan	এ.কে. খান নিয়াজী

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অন্যান্য গ্রন্থ

গ্রন্থ	লেখক
মৃত্যুঞ্জয়ী মুজিব	শিরিন আক্তার
দুইশত ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা	নূরুল কাদির
কালো ইলিশ	বশির আল হেলাল
জন্মই আমার আজন্ম পাপ	দাউদ হায়দার
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে	মেজর রফিকুল ইসলাম
আমি নারী আমি মুক্তিযোদ্ধা	সেলিনা হোসেন
আত্ম কথা ১৯৭১ (স্মৃতিচারণমূলক)	নির্মলেন্দু গুণ
স্বাধীনতা এ শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো (কবিতা)	নির্মলেন্দু গুণ
স্বাধীনতা তুমি, তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা	শামসুর রাহমান
অফ ব্লাড অফ ফায়ার (মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা)	জাহানারা ইমাম

গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ

শেরে বাংলা থেকে বঙ্গবন্ধু, আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, আয়না, ফুড কনফারেন্স	আবুল মনসুর আহমদ
শেষ বিকেলের মেয়ে, বরফ গলা নদী	জহির রায়হান
তেইশ নম্বর তৈলচিত্র	আলাউদ্দিন আল আজাদ
বিদ্রোহী কবিতা	কাজী নজরুল ইসলাম
বাঁধনহারা, মৃত্যুক্ষুধা, কুহেলিকা (উপন্যাস)	কাজী নজরুল ইসলাম
বিষাদ সিন্ধু, গাজী মিয়ার বস্তানী	মীর মোশাররফ হোসেন
ক্রীতদাসের হাসি (আইয়ুব খানের শাসনের উপর)	শওকত ওসমান
'বনলতা সেন' কবিতা, রূপসী বাংলা	জীবনানন্দ দাশ

লালসালু উপন্যাসের লেখক– সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

১৯৬৭ সালে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়– **The Tree without Roots**

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
ওরা ১১ জন	চাষী নজরুল ইসলাম	আগুনের পরশমণি	হুমায়ূন আহমেদ
শোভনের স্বাধীনতা	মানিক মানবিক	শ্যামল ছায়া	
হাঙ্গর নদী গ্রেনেড	চাষী নজরুল ইসলাম	জয়যাত্রা	তৌকির আহমেদ
সংগ্রাম		একাত্তরের যীশু	নাসিরউদ্দীন ইউসুফ
মেঘের পরে মেঘ		গেরিলা	
ধীরে বহে মেঘনা	আলমগীর কবির	আবার তোরা মানুষ হ	খান আতাউর রহমান
আমার বন্ধু রাশেদ	মোরশেদুল ইসলাম	এখনও অনেক রাত	
খেলাঘর		নদীর নাম মধুমতি	তানভীর মোকাম্মেল
অনিল বাগচির একদিন		চিত্রা নদীর পাড়ে	
একাত্তরের লাশ	নাজিম উদ্দিন রিজভী	রাবেয়া	
আলোর মিছিল	নারায়ণ ঘোষ মিতা	জীবন ঢুলি	
যুদ্ধ শিশু	মৃত্যুঞ্জয় দেবব্রত	দীপ নিভে যায়	ইলজার ইসলাম
৭১ এর মা জননী	শাহ আলম কিরণ	নেকাব্বরের মহাপ্রয়াণ	মাসুদ পথিক
বাঁধনহারা	এ. জে. মিন্টু	হৃদয়ে '৭১	সাদেক সিদ্দিকী
কলমীলতা	শহীদুল হক খান	জয়বাংলা	ফখরুল আলম
রক্তাক্ত বাংলা	মমতাজ আলী	মেঘের অনেক রং	হারুনুর রশিদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র

চলচ্চিত্র	পরিচালক	চলচ্চিত্র	পরিচালক
হুলিয়া	তানভীর মোকাম্মেল	আগামী	মোরশেদুল ইসলাম
একাত্তরের মিছিল	কবরী সারোয়ার	সূচনা	
দুরন্ত	খান আখতার হোসেন	বখাটে	হাবিবুল ইসলাম হাবিব
চাক্কি	এনায়েত করিম বাবুল	আবর্তন, ধূসর যাত্রা	আবু সায়ীদ

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রামাণ্য চলচ্চিত্র

প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক	প্রামাণ্যচিত্র	পরিচালক
Stop Genocide, A State is Born	জহির রায়হান	Liberation Fighters	আলমগীর কবির
		Diaries of Bangladesh	
Innocent Million	বাবুল চৌধুরী	রূপালী সৈকত	
পলাশী থেকে ধানমন্ডি	আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী	এক সাগর রক্তের বিনিময়ে	
Dateline Bangladesh	গীতা মেহতা	১৯৭১	তানভীর কবির
মুক্তির কথা	তাকের মাসুদ ও ক্যাথরিন মাসুদ	কান্ট্রি মেড ফর ডিজাস্টার	রবার্ট রজার্স
মুক্তির গান		স্মৃতি '৭১	তানভীর মোকাম্মেল
নাইন মাছস টু ফ্রিডম	এস. সুকুদেব	রিফিউজি '৭১	বিনয় রায়

মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য

ভাস্কর্য/স্মৃতিফলক	স্থপতি	অবস্থান
চেতনা ৭১	মোবারক হোসেন নূপাল	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
চেতনা ৭১	মোহাম্মদ মইনুল	পুলিশ লাইন, কুষ্টিয়া
পতাকা ৭১	রুপম রায়	মুন্সিগঞ্জ
বিজয় ৭১	শ্যামল চৌধুরী	বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
বিজয় ৭১	খন্দকার বদরুল ইসলাম	যশোর
প্রজন্ম	শামিরা খানম শ্যামলী	কারমাইকেল কলেজে, রংপুর
অঙ্গীকার	সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ	চাঁদপুর
স্মৃতি অম্লান	রাজিউদ্দিন আহমদ	ভদ্রা, রাজশাহী
বীরের প্রত্যাবর্তন	গোবিন্দ পাল, ডামি নারায়ণ পাল এবং সুদীপ্ত মল্লিক সুইডেন	ভাটারা, ঢাকা
মুক্ত বাংলা	রশিদ আহমেদ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
জয় বাংলা জয় তারুণ্য	আলাউদ্দিন বুলবুল	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ ও ভাস্কর্য

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

- **অবস্থান:** ঢাকার অদূরে সাভারের নবীনগরে।
- **ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন-**১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (শেখ মুজিবুর রহমান)।
- **উদ্বোধন –** ১৬ ডিসেম্বর ১৯৮২ সালে (হুসেইন মু. এরশাদ কর্তৃক)।
- **স্থপতি–** সৈয়দ মাইনুল হোসেন
- **উচ্চতা:** ৪৬.৫ মিটার বা ১৫০ ফুট
- **ফলক আছে–** ৭টি এবং **কবর** আছে– ১০টি।
- **"সম্মিলিত প্রয়াস" বলা হয়–** জাতীয় স্মৃতিসৌধকে
- **বাংলাদেশের স্মৃতিসৌধের প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে–** মালদ্বীপের আদ্দু ও ভারতের ত্রিপুরায়
- **জাতীয় স্মৃতিসৌধের ৭টি ফলক দ্বারা বুঝায়–** ইতিহাসের ৭টি পর্যায়কে

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন	১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন
১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন	১৯৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থান
১৯৫৬ সালের ইসলামিক শাসনতন্ত্র	১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ।
১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন	

জাগ্রত চৌরঙ্গী

- **মুক্তিযুদ্ধের প্রেরণায় ১ম নির্মিত ভাস্কর্য–** জাগ্রত চৌরঙ্গী
- **অবস্থান–** জয়দেবপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর
- **ভাস্কর–** শিল্পী আব্দুর রাজ্জাক, **নির্মাণ করা হয়–** ১৯৭৩ সালে
- **প্রেক্ষাপট–** ভাস্কর্যটি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের গণহত্যার বিরুদ্ধে বাঙালি সৈনিকদের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধের স্বাক্ষর।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ

- **মুজিবনগর স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়–** মুজিবনগর সরকারের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে
- **অবস্থান–** মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে, **স্থপতি–** তানভীর কবির

শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ

- **অবস্থান–** ঢাকার মিরপুরে, **উদ্বোধন হয়–** ২২ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে
- **উদ্বোধন করেন–** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
- **স্থপতি–** মোস্তফা হারুন কুদ্দুস হালি

রায়ের বাজার বধ্যভূমি স্মৃতিসৌধ

- **অবস্থান–** ঢাকার মোহাম্মদপুর থানার রায়ের বাজার এলাকায়।
- **যাদের স্মরণে–** ১৯৭১ সালের ১০-১৪ ডিসেম্বর দেশের সূর্যসন্তানদের হত্যা করে এই স্থানের ইটের ভাটার পশ্চাতে ফেলে রাখা হয়েছিল।
- **স্মৃতিসৌধ নির্মিত**- ১৯৯৩ সালে সূর্য সন্তানদের স্মরণে ইটের ভাটার আদলে
- **স্থপতি–** ফরিদ উদ্দীন আহমেদ, জামি আল শফি।

অপরাজেয় বাংলা

- **অবস্থান–** ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের সামনে
- **স্থপতি–** মুক্তিযোদ্ধা ভাস্কর সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালিদ
- **নির্মাণকাজ শুরু হয়–** ১৯৭৩ সালে
- **উদ্বোধন করা হয়–** ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৯ সালে
- **বেদির উচ্চতা–** ৬ ফুট, **ভাস্কর্যটির উচ্চতা–** ১২ ফুট
- কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাংলার নারী পুরুষের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ ও বিজয়ের প্রতীক

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

- **মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয় –** ২২ মার্চ ১৯৯৬ সালে
- **প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান–** ঢাকার সেগুন বাগিচায়
- **বর্তমান অবস্থান–** ঢাকার আগারগাঁও
- **স্থানান্তর করা হয়–** ১৬ এপ্রিল ২০১৭ সালে আগারগাঁও এর নির্মিত নিজস্ব ভবনে।
- **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক দেশের প্রথম জাদুঘর–** মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

বিজয় কেতন

- **মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক জাদুঘর–** বিজয় কেতন
- **অবস্থান–** ঢাকা সেনানিবাসে।
- **জাদুঘরটির মূল প্রদর্শনী সামগ্রির মধ্যে রয়েছে–** বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক বঙ্গবন্ধুর বন্দিশালা
- **বঙ্গবন্ধুর বন্দিশালার নামকরণ করা হয়েছে–** হল অব ফ্রেম নামে
- **জাদুঘরের মূল ফটকে নির্মিত হয়েছে–** ৭ জন মুক্তিযোদ্ধার মূর্তি, এদের একজন হলেন বাংলাদেশের পতাকাবাহী একজন নারী। বিশেষ এই ভাস্কর্যটিকেই বলা হয় বিজয় কেতন।

১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর

- **প্রথম গণহত্যা আর্কাইভ জাদুঘর–** ১৯৭১: গণহত্যা নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর, **সবচেয়ে বেশি গণহত্যা করা হয়–** চুকনগর, খুলনা
- **প্রতিষ্ঠাকালীন অবস্থান–** ২০১৪ সালের ১৭ মে খুলনা নগরের ময়লাপোতা এলাকার শেরেবাংলা রোড।
- **বর্তমান অবস্থান–** সাউথ সেন্ট্রাল রোড, খুলনা।
- **জাদুঘরটি শেরেবাংলা রোড থেকে সাউথ সেন্ট্রাল রোডের স্থানান্তর করা হয়–** ২০১৬ সালের ২৬ শে মার্চ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

- **গঠিত হয়–** ২০০১ সালের ৩০ অক্টোবর
- **মন্ত্রণালয়টি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে দিবসটি পালন করে** - ১লা ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা দিবস

শহীদ সাগর

- **শহীদ সাগর–** ছোট পুকুর
- **অবস্থিত–** নাটোরের লালপুর উপজেলার নর্থবেঙ্গল সুগার মিলস লি. এর ভিতরে
- **পাক বাহিনী পুকুরের সিঁড়িতে অর্ধশতাধিক মানুষকে গুলি করে হত্যা করে–** ৫ মে ১৯৭১

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার

একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির

- **ঘাতক দালালদের বিচারের জন্য একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গঠন করা হয়–** ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি
- **একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন–** শহীদ জননী জাহানারা ইমাম।
- **সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ঘাতক দালালদের বিচারের জন্য গঠিত হয়–** গণআদালত ১৯৯২ সালে।
- **গণআদালত গোলাম আযমের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন–** ১০টি

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল

- **আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়–** ২০১০ সালের ২৫ মার্চ
- **দেশের শীর্ষস্থানীয় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়–** আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল থেকে
- **প্রথম রায় এসেছিল–** ২০১৩ সালে ২১ জানুয়ারি

প্রবাসী সরকারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- **প্রবাসী সরকার ভারত থেকে বাংলাদেশে আসেন এবং শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন–** ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর
- **বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি ছিলেন–** ১০ এপ্রিল ১৯৭১ থেকে ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত
- **বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম দায়িত্ব গ্রহণ করেন–** ১২ জানুয়ারি ১৯৭২
- **তাজউদ্দীন আহমদ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন–** ১০ এপ্রিল ১৯৭১ – ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ পর্যন্ত
- **তাজউদ্দীন আহমদ অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন–** ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ থেকে ২৬ অক্টোবর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

- **পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেন–** ২৫ মার্চ মধ্যরাত তথা ২৬ মার্চ ১ম প্রহরে
- **পাক বাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করেন–** অপারেশন বিগ বার্ড পরিচালনা করে
- **বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে ফয়সালাবাদ লায়ালপুর জেলে নিয়ে যান–** ২৯ মার্চ ১৯৭১
- **গোপনে বিচারের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়–** ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
- **১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হলে বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর জেল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়–** মিয়ানওয়ালি কারাগারে
- **বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের কারগার থেকে মুক্তি পান–** ৮ জানুয়ারি ১৯৭২
- **বঙ্গবন্ধু বৃটেন-ভারত সফর করে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন–** ১০ জানুয়ারি ১৯৭২
- **বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস–** ১০ জানুয়ারি